পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 178 Saturday, 30 May, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ১৭৮ সংখ্যা ✻ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শনিবার, ৩০ মে ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

বাংলাদেশিরা জনগণনার ভয়ে পালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মেঃ রাজ্যে নতুন করে শুরু হতে চলেছে বহুপ্রতীক্ষিত জনগণনা বা সেন্সাস। শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে এই কাজ সম্পন্ন করা হতে চলেছে, যা চলবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। একই সঙ্গে পূর্বতন সরকারকে তীব্র নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, অনুপ্রবেশের কারণে বাংলার জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে, তাই এই জনগণনা অত্যন্ত জরুরি। তবে এতে এ দেশের বা রাজ্যের বৈধ নাগরিকদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। জনগণনা নিয়ে তৈরি হওয়া নানাবিধ আশঙ্কা ও প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, এটি একটি সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা। এই প্রসঙ্গে বিগত তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি বলেন, ''বাংলায় শেষবার জনগণনা হয়েছিল ২০১১ সালে। এর পর তৎকালীন মুখ্যসচিবের অসম্মতি এবং আগের সরকারের গোঁয়ার্তুমির কারণেই রাজ্যে আর নতুন করে সেন্সাস করা যায়নি। যার ফলে বাকি রাজ্যগুলির তুলনায় আমরা

অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছি।'' আগস্ট মাস থেকেই যে রাজ্যে সেন্সাসের কাজ শুরু হতে পারে, তার একটা ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। এ দিন আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ১ আগস্ট থেকে দেশ ও রাজ্যে একযোগে এই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সাধারণ বাসিন্দাদের জন্য থাকছে 'সেলফ এনুমারেশন' বা নিজে নিজেই তথ্য নথিভুক্ত করার বিশেষ সুযোগ। গোটা প্রক্রিয়াটি আগামী ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলবে। জনগণনা নিয়ে আমজনতার মনে যাতে কোনও রকম বিভ্রান্তি বা সমস্যার সৃষ্টি না হয়, তার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রের তরফে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর এবং ওয়েবসাইট চালু করা হচ্ছে। দেশব্যাপী যে টোল-ফ্রি নম্বরটি সচল থাকবে, সেটি হল- ১৮৫৫। এর পাশাপাশি একটি ল্যান্ডলাইন নম্বরও চালু করা হচ্ছে, নম্বরটি হল- ০৩৩-২৩৩৫ ৯৫০৩। যে কোনও তথ্যের জন্য নাগরিকেরা সরাসরি নজর রাখতে পারবেন সরকারি ওয়েবসাইটেঃ www.westbengal.census.gov.in। এ দিন সরাসরি অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ''জনগণনার ভয়ে প্রচুর বাংলাদেশী ইতিপূর্বেই এ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে, তা আপনারা স্পষ্ট দেখতেই পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে যাঁরা বিভিন্ন হোল্ডিং সেন্টারে আটকে রয়েছেন, তাঁরা কেউই প্রয়োজনীয় ও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারবেন না।'' তবে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী ও বৈধ নাগরিকদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাজনীতি কিংবা জাতপাতের দূর-দূরান্তের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ একটি রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক দায়িত্ব, যা বাংলার উন্নয়নের স্বার্থেই অত্যন্ত জরুরি।

৮৮ কিলোমিটার বেগে ঝড়ে লন্ডভন্ড শহর কলকাতা, বাবুঘাটে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মেঃ শুক্রবার ভরদুপুরে ৮৮ কিলোমিটার গতিবেগে তীব্র ঝড়ে কার্যত লন্ডভন্ড কলকাতা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতা জেলার আলিপুরের ওপর দিয়ে তীব্র গতিবেগে ঝড় হয় এদিন। এর পাশাপাশি, দমদম এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কিছু অংশেও ৭৪ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সাক্ষী থেকেছে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এই প্রবল ঝড়ে কার্যত লন্ডভন্ড শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ। পাশাপাশি, বিধাননগর চত্বরে সল্টলেকের দিকেও ঝড়ে ভেঙে পড়েছে গাছ। এদিনের ঝড়ে কলকাতার বাবুঘাট সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। রিভার ট্রাফিক গার্ডের কাছে ট্রেন লাইনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড তারের ওপর একটি বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ায় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে এলাকায়, যার জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে লাইনের আশপাশে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল এবং রিভার ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, বর্তমানে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে এই ঘটনায় একজনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। দুর্ঘটনার জেরে আপাতত চক্ররেলের লাইনে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবায় নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। অন্যদিকে, মধ্যমগ্রামে রেললাইনের উপর গাছ ভেঙে পড়ায় শিয়ালদা শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রেল সূত্রে খবর, মধ্যমগ্রাম স্টেশনের কাছে রেললাইনের উপর বড় গাছ ভেঙে পড়ে। এর ফলে একাধিক লোকাল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড়ে গাছ পড়ে বিপত্তি ঘটেছে সল্টলেকেও। দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির ওপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে প্রকাণ্ড একটি গাছ। গাছে ভেঙে পড়েছে প্রেসিডেন্সি জেলের পাঁচিলের ওপরেও। জানা গিয়েছে, সেই সময় জেলের বন্দিরা লক আপের বাইরে ছিলেন। গাছ ভেঙে পড়ার খবর মিলতেই তাঁদের তড়িঘড়ি লক আপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ির ছাদ রীতিমত দুমড়ে মুচড়ে যায়। জানা গিয়েছে, সেইসময় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটি ক্যাব বাইক। আচমকা গাছ ভেঙে পড়ায় আহত হন বাইক চালক এবং পিছনে বসে থাকা আরোহী। তাদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে। তাছাড়া এক্সাইড মোড়, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামেও গাছ ভেঙে পড়েছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান কর্মীরা। রাস্তা পরিষ্কার করে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

টেট পাশ করতেই হবে জানাল শীর্ষ আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৯ মেঃ টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট পাশ করতেই হবে দেশজুড়ে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের। জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। টেট পাশের জন্য আগে সময় ছিল ২০২৭ সালের ৩১ আগস্ট। এদিন সেই সময়সীমা এক বছর বাড়িয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, ২০২৮ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে দেশের সমস্ত কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষককে টেট পাশ করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা টেট পাশ করেননি। প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে টেট বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই চাকরি পেয়েছেন তাঁরা। সারা দেশে সেই সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, দেশের যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক টেট পাশ করেননি, তাঁদের যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় বসতেই হবে। তার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। জানিয়েছিল, ২০২৭ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে দেশের কর্মরত সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষককে টেট পাশ করতেই হবে। পরীক্ষায় না বসলে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিতে হবে। তবে যাঁদের চাকরি থেকে অবসরের আর পাঁচ বছর বাকি রয়েছে, তাঁদের এই পরীক্ষায় বসা থেকে ছাড় দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে একাধিক রিভিউ পিটিশন জমা পড়েছিল। আবেদনকারীদের বক্তব্য, এত বছর ধরে পড়াচ্ছেন তাঁরা। ফলে তাঁদের যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় বসা থেকে ছাড় দেওয়া হোক। কিন্তু, এদিন সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিল, সকলকে নতুন করে যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় বসতেই হবে। ফলে ফের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের।

'প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এবং এনটিএ ব্যর্থ!' নিট নিয়ে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ মেঃ শুক্রবার নিটের প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে এনটিএ-তে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে গোটা সিস্টেমকে। এরপরই নিটে প্রশ্নফাঁসের কথা স্বীকার করে নিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শুক্রবার তিনি বলেন, ''প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল এবং এই ঘটনায় জাতীয় পরীক্ষা সংস্থার ব্যর্থতাও রয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত শিক্ষা-মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে কেন্দ্র সরকার।'' শুক্রবার একান্ত সাক্ষাকারে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ''আমি মেনে নিচ্ছি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা ব্যর্থ হয়েছে, সেটাও আমি স্বীকার করছি।'' নিট পরীক্ষাকে ঘিরে দেশজুড়ে যখন বিতর্ক ও ক্ষোভ বাড়ছে, তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, পরীক্ষার স্বচ্ছতা নষ্ট করার পিছনে যে সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষা-মাফিয়াদের নির্মূল করবে সরকার। প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় জড়িত কাউকেই ছাড়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। জানা গেছে, অভিযুক্তদের শাস্তি নিশ্চিত করতে নিট প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত সমস্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ দ্রুত বিচার আদালতে শুনানির ব্যবস্থা করা হবে। শুধু নিট নয়, সিবিএসই-র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়েও মুখ খুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি স্বীকার করেন, মূল্যায়ন ব্যবস্থায় একাধিক অসঙ্গতি ও প্রযুক্তিগত সমস্যা সামনে এসেছে। বিশেষ করে ওএসএম সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কাজ।

নবান্নে বৈঠক গুরুং-রোশনের, ৩ লক্ষ কোটির প্যাকেজ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, পাহাড়ের ৩ পুরসভায় প্রশাসকও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মেঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার নতুন মোড়

নিল পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ। শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শীর্ষ নেতা বিমল গুরুং এবং রোশন গিরি। পাহাড়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে পাহাড়ের তিন পুরসভায় প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড়ের সাধারণ মানুষের নাগরিক পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। দার্জিলিং বাদে পাহাড়ের বাকি তিন পুরসভা- কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিকে আপাতত প্রশাসক বসানোর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তাও। তাঁকে পাশে রেখেই মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিমল গুরুং ও রোশন গিরিদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে পাহাড়ে উন্নয়নের গতি বাড়াতে সমস্ত জট কেটে কাজের রাস্তা পরিষ্কার করা হল। পার্বত্য অঞ্চলের ভৌত পরিকাঠামো ও সামগ্রিক খোলনলচে বদলে ফেলতে উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড়ের বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ বাবদ মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করার ঘোষণা করেন তিনি। এর পাশাপাশি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর বিগত কাজের খতিয়ান নিয়ে কড়া সমালোচনা শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। পূর্বতন ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, ''এতদিন প্রতি অর্থবর্ষেই পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জিটিএ কোনও কাজ করতে পারেনি।'' উন্নয়নের কাজ দ্রুত বাস্তবায়িত করতে এ দিনই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, জিটিএ-র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শামা পারভীনকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যান।

তিলজলা-কসবায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ!

চাইলেই হুট করে ভাঙা যাবে না বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মেঃ দক্ষিণ কলকাতার তিলজলা ও কসবা এলাকায় সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নোটিসের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার আদালতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কলকাতা পুরসভা চাইলেই হুট করে কোনও নির্মাণ ভেঙে ফেলতে পারবে না। ভাঙার আগে নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া মেনে পদক্ষেপ করতে হবে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল এ দিন এই মামলার শুনানিতে কলকাতা পুরসভাকে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট এলাকার যে সব বাড়ি বা নির্মাণের বিরুদ্ধে বেআইনি হওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তার সমস্ত বাড়ির মালিক এবং সেখানে বসবাসকারী বাসিন্দা অর্থাৎ ভাড়াটিয়াদেরও বাধ্যতামূলকভাবে নোটিস পাঠাতে হবে পুর কর্তৃপক্ষকে। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, স্রেফ নোটিস পাঠিয়েই পুরসভার দায়িত্ব শেষ হবে না। ওই নোটিসের প্রেক্ষিতে বাড়ির মালিক এবং বাসিন্দারা যাতে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারেন, অর্থাৎ আইনিভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ পান, তা নিশ্চিত করতে হবে কলকাতা পুরসভাকে। বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের নির্দেশ, আজ থেকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে নোটিস পাঠানো এবং বাসিন্দাদের বক্তব্য শোনার এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি পুরসভাকে সম্পন্ন করতে হবে। ঘটনার সূত্রপাত চলতি মাসের ১২ তারিখ। তপসিয়ার একটি বহুতল ভবনের দোতলায় অবস্থিত একটি চামড়ার কারখানায় আচমকাই আগুন লেগে যায়। এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত্যু হয় দু'জনের এবং গুরুতর জখম হন আরও তিন জন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানান, তিলজলার ওই বহুতলটি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। পুরসভার অনুমোদন বা কোনও বৈধ বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়াই ভবনটি গড়ে ওঠে এবং সেখানে সম্পূর্ণ বেআইনি উপায়ে একটি চামড়ার কারখানা চালানো হচ্ছিল। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী ওই বহুতলটি অবিলম্বে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিলজলার ওই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল বুলডোজার। তড়িঘড়ি শুরু হয়ে যায় বহুতলটি ভেঙে ফেলার কাজ। আকস্মিক এই উচ্ছেদ ও ভাঙার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভবনের সাধারণ বাসিন্দারা। সরকারের এই অতি-সক্রিয় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। জনতার বিক্ষোভের মাঝেই বেআইনি ওই বহুতলের বেশ কিছু অংশ ইতিমধ্যেই ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এর পরেই প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন ভুক্তভোগীরা। হাইকোর্টে মামলা দায়ের হওয়ার পর প্রাথমিক শুনানি শেষে ভাঙার কাজের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন বিচারপতি রায়চৌধুরী। এবার সেই মামলার প্রেক্ষিতেই আদালত জানিয়ে দিল, আইনি জট পুরোপুরি না কাটা পর্যন্ত আপাতত তিলজলায় আর বুলডোজার চলবে না।

এল নিনো ঢুকছে ভারতে, জুন থেকেই বর্ষায় বিরাট ঘাটতি! সেপ্টেম্বরে আরও ভয়ঙ্কর দশা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ মেঃ বর্ষা নিয়ে আরও দুঃসংবাদ শোনাল মৌসম ভবন। ৮ শতাংশ নয়, বর্ষায় ১০ শতাংশ কম বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল মৌসম ভবন। এল নিনো-র প্রভাবেই এই ঘাটতি হবে। বড়সড় ধাক্কা খেতে পারে আমন ধানের চাষ। কোথায়, কত কম বৃষ্টি হবে, তার পূর্বাভাস দিল মৌসম ভবন। ভারতে আছড়ে পড়তে চলেছে এল নিনো। তাও আবার বর্ষার সময়েই। এর ফলে দেশে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম বৃষ্টি হবে। মৌসম ভবনের ডিজিএম ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, বিগত তিন বছরের মধ্যে এই বছরই সবথেকে কম বৃষ্টিপাত হতে পারে। এবারে বর্ষাকালে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টি হবে। এল নিনো জুন মাসেই আসতে চলেছে, তবে তা শুরুতে দুর্বল হবে। এমনটাই জানিয়েছেন মৌসম ভবনের ডিজিএম ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। জুলাইয়ের মাঝামাঝি ও আগস্ট থেকে এর শক্তি বাড়বে ধীরে ধীরে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে এল নিনো পূর্ণ শক্তি ধারণ

করবে। ভারত তথা বিশ্ব জুড়েই প্রবল দাবদাহ হবে এল নিনোর প্রভাবে। অনেক রাজ্যেই খরার সৃষ্টি হবে। জলের জোগানেও প্রবল ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলেই সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। যদি রাজ্যের কথা বলা হয়, তাহলে প্রায় গোটা বাংলাতেই স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে বাংলাদেশ লাগোয়া কিছু জেলায় স্বাভাবিক বৃষ্টির পূর্বাভাস। বর্ষার শুরুতেই হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা, জুনে বাংলা-সহ গোটা দেশে কম বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি কম হওয়ায় জুনে গরমও বেশি থাকবে। এল নিনো হল আবহাওয়াগত ঘটনা, যেখানে মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা বেড়ে যায়। এর প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সহ বিশ্বের একাধিক অংশে গরম ও শুষ্ক জলবায়ু তৈরি হয়। গোটা পৃথিবীর আবহাওয়ার বড় অংশ নির্ভর করে প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রার উপর। মহাসাগরের জলের উপরিভাগ ঠান্ডা হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে 'লা নিনা'। এর প্রভাবে অতিবৃষ্টি বা তীব্র শীতের সাক্ষী হয় পৃথিবী। আবার প্রশান্ত মহাসাগর যদি উষ্ণ হয়ে যায়, তাকে বলা হয় 'এল নিনো'। এর প্রভাবে অনাবৃষ্টি, খরা, প্রবল তাপপ্রবাহ হয়। মৌসম ভবন আগেই বলেছিল, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্সের মতো দেশ, যেখানে জনসংখ্যা বাকি দেশের তুলনায় অনেকটা বেশি, সেখানের নাগরিকরা তীব্র গরমে কষ্ট পেতে চলেছেন বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে। জুন মাসের শুরুতেই এল নিনো আসার কথা ছিল। সেই পূর্বাভাসই সত্যি হচ্ছে। ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, আগামী কয়েক মাসে এল নিনো আরও শক্তিশালী হবে। নাসার উপগ্রহ চিত্রেও ধরা পড়েছে যে প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের নীচে উষ্ণ জল তৈরি হচ্ছে।

কেওড়াতলায় সম্পন্ন অনীক দত্তের শেষকৃত্য, বাবার মুখাগ্নি করলেন ঐশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মেঃ বাংলা চলচ্চিত্র জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান। নন্দন ও এনটি-১ স্টুডিয়োয় শেষ শ্রদ্ধা গ্রহণের পর কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সম্পন্ন হল পরিচালক অনীক দত্তের শেষকৃত্য। দুপুর প্রায় একটা নাগাদ শববাহী গাড়ি পৌঁছয় কেওড়াতলায়। সেখানে পরিবারের সদস্য, সহকর্মী এবং ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় সমস্ত ধর্মীয় আচার। যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত সকলে। বাবার শেষকৃত্যের দায়িত্ব পালন করেন অনীক দত্তের মেয়ে ঐশী দত্ত। সমস্ত রীতি মেনে বাবাকে শেষ বিদায় জানান তিনি। এই কঠিন মুহূর্তে তাঁর পাশে ছিলেন অনীকের প্রাক্তন স্ত্রী সন্ধি দত্ত। শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন টলিউডের একাধিক পরিচিত মুখ। ঐশীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে মানসিক শক্তি জোগাতে দেখা যায় অগ্নিমিত্রা পাল, সৌরভ দাস, লগ্নজিতা চক্রবর্তী, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, সৌরসেনী মৈত্রা-সহ আরও অনেকে। শোকের আবহে তাঁদের উপস্থিতি যেন প্রমাণ করল, অনীক দত্ত শুধু একজন পরিচালক নন, বাংলা চলচ্চিত্র

জগতের বহু মানুষের অত্যন্ত কাছের মানুষও ছিলেন। সকাল থেকে শুরু হওয়া শেষযাত্রার পথ ছিল স্মৃতিতে মোড়া। প্রথমে নন্দনে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, তারপর এনটি-১ স্টুডিয়োয় সহকর্মীদের শেষ বিদায়। সেখান থেকে কেওড়াতলার উদ্দেশে রওনা দেয় শববাহী গাড়ি। শেষবারের মতো প্রিয় পরিচালকের সঙ্গে পথচলায় সামিল হন তাঁর বহু সহযোদ্ধা। গানে গানে এদিন শেষশ্রদ্ধা জানান এনটি-১ এ উপস্থিত সকলে। কেওড়াতলার চিতায় অনীক দত্তের পার্থিব অস্তিত্বের অবসান ঘটলেও, তাঁর নির্মিত ছবিগুলি, তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলা সিনেমাকে দেওয়া অবদান দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে দর্শকদের মনে। এদিন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে অনীক দত্তের ছবি মুক্তি করা হবে নন্দনে। পরিবারের অশ্রু, সহকর্মীদের নীরবতা এবং অনুরাগীদের শ্রদ্ধার মধ্য দিয়েই শেষ হল এক সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনের শেষ অধ্যায়।

দেশজুড়ে ১২টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান এনআইএ-র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৯ মে ঃ ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে ড্রোন মারফত আসা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও আইইডি উদ্ধারের মামলার তদন্তে দেশজুড়ে বড়সড় তল্লাশি অভিযানে নামল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। শুক্রবার উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, বিহার এবং মহারাষ্ট্র- এই চার রাজ্যের মোট ১২টি ঠিকানায় একযোগে তল্লাশি চালান এনআইএ আধিকারিকেরা। জানা গেছে, উত্তর প্রদেশের ৫টি, রাজস্থানের ২টি, বিহারের ২টি এবং মহারাষ্ট্রের ৩টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালায় এনআইএ আধিকারিকরা।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, পাকিস্তানি চর জসবীর চৌধুরী এবং তার ভারতীয় সহযোগীরা ড্রোন ব্যবহার করে সীমান্ত এলাকা থেকে প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক নিয়ে আসে। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গেছে, পঞ্জাব, দিল্লি-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব। ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো ছিল এই চক্রের মূল উদ্দেশ্য।

ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির খুব কাছাকাছিঃপীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, নিউইয়র্ক(সংবাদ সংস্থা), ২৯ মে ঃ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে এবং দুই দেশই একটি অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি্র খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্প জগতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এই মন্তব্য করেন। পরে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পীযূষ গোয়েল জানান, মার্কিন-ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্ব ফোরাম (ইউ. এস. আই. এস. এফ)-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি ৫০-র বেশি আন্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করেছেন।মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সংস্কারভিত্তিক ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং বিশ্ব বিনিয়োগকারীদের জন্য বাড়তে থাকা সুযোগ নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি ভারত-আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও সাপ্লাই চেন অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও মতবিনিময় হয়।এদিন পীযূষ গোয়েল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ কর্তার সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেন। মরগান স্ট্যানলির চেয়ারম্যান ও সিইও টেড পিকের সঙ্গে ভারতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ওয়ারবার্গ পিঙ্কাসের চেয়ারম্যান চিপ কে-র সঙ্গে বৈশ্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি এবং ভারতের সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন তিনি।অ্যামনিয়াল ফার্মাসিউটিক্যালসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সিইও চিন্টু প্যাটেলের সঙ্গে ভারতের ওষুধ শিল্পে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি মাস্টারকার্ডের সিইও মাইকেল মিব্যাকের সঙ্গে ডিজিটাল বাণিজ্য, সাইবার নিরাপত্তা এবং নতুন প্রজন্মের পেমেন্ট সিস্টেম নিয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা করেন গোয়েল।উল্লেখ্য, আগামী ১ থেকে ৪ জুনের মধ্যে আমেরিকার একটি প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লি সফরে আসছে। সেই বৈঠকে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা এবং বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাজারে প্রবেশাধিকার, শুল্ক বহির্ভূত বাণিজ্যিক বাধা ও কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও দুই দেশের মধ্যে আলোচনা আরও এগোবে বলে জানা গিয়েছে।

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED

CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : Jagatdal, North 24 Parganas, W.B.743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757 Fax: (033) 2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com Website: www.aucklandjute.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026
(Rs. in Lakhs except EPS)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total income from operations (net)	5558.11	5516.48	5205.41	21747.34	17962.19
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8.79	120.46	68.60	413.82	514.68
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.79	120.46	68.60	413.82	514.68
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.87)	105.46	42.88	305.16	394.87
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	(21.98)	128.15	31.09	342.98	383.23
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	1026.70	1026.70	1026.70	1026.70	1026.70
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	_	-	_	6006.33	6279.37
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)					
	Basic :	(0.04)	1.03	0.42	2.97	3.85
	Diluted:	(0.04)	1.03	0.42	2.97	3.85

Notes:
(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com) and also on the Company's website (www.aucklandjute.com)
(2) The above audited results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on Friday, 29th May, 2026.
(3) The figures for the quarter ended 31st March 2026 and 31st March 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ended 31st March 2026 and 31st March 2025 and the published year to date unaudited figures up to the third quarter ended 31st December 2025 respectively.

For Auckland International Limited
Sd/-
Prayas Dugar
Executive Director
DIN:00245893

Place : Kolkata
Date :29.05.2026

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825
Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016 **Email:** progressiveservicesindia@gmail.com
Statement of Audited Financial Results for the Quarter/Year ended 31st March, 2026
(Rs. In Lakhs)

SI No	Particulars	Quarter Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	**Revenue From Operations**					
	(a) Interest Income	17.38	23.52	25.06	89.96	100.54
	Total Revenue From Operations	**17.38**	**23.52**	**25.06**	**89.96**	**100.54**
II	Other Income	0.05	0.01	2.01	0.06	2.02
III	**Total Income**	**17.43**	**23.53**	**27.07**	**90.02**	**102.56**
IV	**Expenses**					
	(a) Finance Costs	0.40	0.13	(0.05)	0.85	0.50
	(b) Purchase of Stock In Trade	-	-	-	56.00	-
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(22.44)	(1.12)	(0.31)	(80.98)	(0.69)
	(d) Employees Benefit Expenses	2.89	2.88	1.80	10.56	7.65
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	3.05	2.82	3.02	11.18	10.07
	(f) Other Expenses	27.88	5.91	6.37	46.04	21.55
	Total Expenses	**11.78**	**10.62**	**10.83**	**43.65**	**39.08**
V	**Profit / (Loss) before tax (III - IV)**	**5.65**	**12.91**	**16.24**	**46.37**	**63.48**
VI	**Tax Expenses**					
	1) Current tax	12.81	-	16.49	12.81	16.49
	2) Deferred Tax	(0.65)	-	(0.44)	(0.65)	(0.44)
	Total Tax Epenses	**12.16**	**-**	**16.05**	**12.16**	**16.05**
VII	**Profit/(Loss) for the period(V-VI)**	**(6.51)**	**12.91**	**0.19**	**34.21**	**47.43**
VIII	Other Comprehensive Income		-		-	
IX	**Total Comprehensive Income (VII - VIII)**	**(6.51)**	**12.91**	**0.19**	**34.21**	**47.43**
X	Paid Up Equity Share Capital (F.V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68
XI	Earning Per Share (F.V. Rs.10/- each) (not annualised)					
	1) Basic (₹)	(0.46)	0.90	0.01	2.40	3.32
	2) Diluted (₹)	(0.46)	0.90	0.01	2.40	3.32

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026
(Rs. In Lakhs)

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

		31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
	ASSETS		
1	**FINANCIAL ASSETS**		
a	Cash and Cash Equivalents	33.89	24.72
b	Bank balances other than Cash and Cash Equivalents	921.75	1,281.25
c	Loans	97.75	120.65
d	Other Financial Assets	1.87	1.82
2	NON FINANCIAL ASSETS		
a	Inventories	545.27	464.29
b	Deferred Tax Assets (Net)	14.41	13.76
c	Investment Property	768.15	435.00
d	Property, Plant & Equipment	25.82	32.41
e	Other Non- Financial Assets	36.29	35.98
	Total Assets	**2,445.20**	**2,409.88**
	LIABILITIES AND EQUITY		
I	**LIABILITIES**		
1	**FINANCIAL LIABILITIES**		
a	Borrowings (Other than Debt Securities)	5.68	9.39
b	Other Financial Liabilities	-	0.07
2	**NON FINANCIAL LIABILITIES**		
a	Current Tax Liabilities (Net)	3.29	1.41
b	Other Non-Financial Liabilities	4.47	1.46
II	EQUITY		
a	Equity Share Capital	142.68	142.68
b	Other Equity	2,289.08	2,254.87
	Total Liabilities and Equity	**2,445.20**	**2,409.88**

Cash Flow Statement for the year ended 31.03.2026

		Annual 31.03.2026 (Audited)	Annual 31.03.2025 (Audited)
A.	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit Before Tax & Extraordinary Items	46.37	63.48
	Adjustment for :		
	Provision for Standard Assets / (W/Off)	(0.06)	0.08
	Depreciation Expenses	11.18	10.07
	(Profit)/Loss from sale of Property, Plant and Equipment	-	(1.56)
	Interest Expenses on Loan from Bank	0.56	0.47
	Operating Profit before Working Capital Adjustment	**58.05**	**72.54**
	Changes in Working Capital		
	(Increase)/Decrease in Loans	22.90	(33.64)
	(Increase)/Decrease in Other Financial Assets	(0.05)	(0.06)
	(Increase)/Decrease in Inventories	(80.98)	(0.69)
	(Increase)/Decrease in Current Tax Asset	-	-
	(Increase)/Decrease in Other Non-Financial Assets	(0.31)	(0.01)
	Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	(0.08)	0.04
	Increase/(Decrease) in Current Tax Liabilities	1.88	0.60
	Increase/(Decrease) in Other Non-Financial Liabilities	3.01	(3.15)
	Cash Generated from Operation	**4.42**	**35.63**
	Less: Payment of Taxes	(12.81)	(16.49)
	Net cash flow from operating activities (A)	**(8.39)**	**19.14**
	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Purchase of Investments	(333.14)	(6.18)
	Purchase of Property, Plant & Equipment	(4.59)	(14.91)
	(Increase)/Decrease in Fixed Deposits	359.50	21.25
	Sale of Property, Plant & Equipment	-	3.36
	Provision for Standard Assets / (W/Off)	0.06	(0.08)
	Net cash realised from Investing Activities (B)	**21.83**	**3.44**
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Increase/(Decrease) in Borrowings	(3.71)	1.28
	Interest Expenses on Loan from Bank	(0.56)	(0.47)
	Net cash realised from financing activities (C)	**(4.27)**	**0.81**
	Net increase/(Decrease) in cash and cash equivalent	**9.17**	**23.39**
	Opening Cash & Cash Equivalent	24.72	1.33
	Closing Cash & Cash Equivalent	**33.89**	**24.72**
	CLOSING CASH & CASH EQUIVALENT		
	Cash at Bank	10.55	0.66
	Cash in Hand	**23.34**	**24.06**
		33.89	**24.72**

Notes:-
1 The above Standalone Financial Results which are published in accordance with the regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 have been reviewed and recommended by Audit Committee and has been aprroved by the Board of Directors at its Meeting held on Thursday, May 28, 2026. The Financial Results are accordance with Indian Accounting Standard (Ind-AS) as prescribed under Sectin 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2016, The Result have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
2 The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3 No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
4 Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
5 The figures for the 3 Months ended on March 31, 2026 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and published unaudited year to date figures upto the 9 Months of the respective financial year. which were subjected to Limited Review Report by the Auditors.
6 As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
7 Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

For and on behalf of Board of Directors
Sd/- Ashok Kumar Jain
Managing Director
DIN:00663565

Place : Kolkata
Date : 28.05.2026

উৎক্ষেপণের আগেই ব্লু অরিজিনের ‘নিউ গ্লেন’ রকেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

ফ্লোরিডা, ২৯ মে ঃআমেরিকার ধনকুবের জেফ বেজোসের মহাকাশ সংস্থা ব্লু অরিজিনের ‘ নিউ গ্লেন’ রকেট পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের আগেই ভয়াবহ বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময়) ফ্লোরিডায় ‘হট -ফায়ার টেস্ট’-এর সময় আচমকা প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তে আগুন ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা লঞ্চপ্যাড। যদিও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।ব্লু অরিজিন জানিয়েছে, পরীক্ষার সময় একটি ‘ অ্যানোম্যালি’ বা প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেয়। হট-ফায়ার টেস্টে সাধারণত রকেটকে মাটিতে স্থির অবস্থায় রেখে ইঞ্জিন চালানো হয়, যাতে উৎক্ষেপণের আগে সমস্ত সিস্টেম পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু পরীক্ষার মাঝেই নিউ গ্লেন রকেটটিতে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে।ঘটনার পরে জেফ বেজোস এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, আজ খুব খারাপ একটা দিন। তবে আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াব। তবে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর সংস্থার সমস্ত কর্মী নিরাপদে রয়েছেন এবং বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।উল্লেখ্য, ইলন মাস্কের স্পেসএক্সের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা ব্লু অরিজিনের জন্য এটি বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য এই হেভি-লিফট রকেট ভবিষ্যতের চন্দ্র অভিযান ও নাসার আর্টেমিস প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off:3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363; EMAIL : info@kaushalinvest.com
WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026
(₹. in Lakhs)

SI No	Particulars	Quarter Ended 31.03.26 Audited	Quarter Ended 31.12.25 Unaudited	Quarter Ended 31.03.25 Audited	Year Ended 31.03.26 Audited	Year Ended 31.03.25 Audited
1	Total Income from Operations	11.81	-	14.58	11.81	29.85
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	8.77	(2.28)	21.05	1.47	22.09
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	8.64	(7.32)	21.05	(3.69)	22.09
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	8.57	(7.32)	18.58	(3.77)	19.62
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9.59	(7.32)	18.58	33.04	19.62
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.27	(0.23)	0.59	(0.12)	0.62

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and year ended Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.
2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on May 29, 2026.

FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Sumit Goyal
Managing Director
DIN: 03017130

Place : Kolkata
Date : 29.05.2026

VEDIKA CREDIT CAPITAL LIMITED

(CIN : U67120WB1995PLC069424)
Regd Office: C/O Mr. Subhir Dhara, Village - Chhota Kanthalia, P.O. - Shiuli Telini Para, Dist. - North 24 Parganas, P.S. - Titagar, West Bengal- 700121, India **Tel: 9135001217, 18001236018 (Toll free) , Website: www.teamvedika.com**

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Amount in Rs. In lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended Mar 31, 2026 (Audited)	Year ended March 31, 2026 (Audited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	10241.54	32370.88	26555.46
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional, and/or Extraordinary items)	1081.24	4279.94	4109.51
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1081.24	4279.94	4109.51
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1007.82	3553.46	3078.19
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1007.82	3553.46	3078.19
6	Paid up Equity Share Capital	3709.52	3709.52	3709.52
7	Security Premium Account	14867.60	14867.60	14867.60
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	13290.97	9866.06	9866.05
9	Net worth	31868.09	31868.09	28443.18
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	148072.23	148072.23	98003.06
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL
12	Debt Equity Ratio	4.65	4.65	3.45
13	Annualized Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	2.72	9.58	8.30
	2. Diluted:	2.72	9.58	8.30
14	Capital Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

** Figures for the quarter ended are not annualized.*

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial statements filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed on the websites of the BSE Limited **www.bseindia.com** and website of the company.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Ranchi
Date : 29 May 2026

Vikram Jain
(Whole Time Director)
DIN: 00367570

DECILLION FINANCE LIMITED

Regd. Off: Jajodia Tower ,3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata - 700 001
CIN : L65999WB1995PLC067887
E-MAIL : info@decillion.co.in WEBSITE : www.decillion.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026
(₹. in Lakhs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended 31.03.26 Audited	Quarter Ended 31.12.25 Unaudited	Quarter Ended 31.03.25 Audited	Year Ended 31.03.26 Audited	Year Ended 31.03.25 Audited
1	"Total Income from Operations	25.05	25.08	26.38	104.47	104.70
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(12.82)	(32.71)	21.95	(3.05)	8.83
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(12.82)	(32.71)	21.95	(3.05)	8.83
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(11.05)	(24.54)	19.56	(3.33)	6.60
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(11.05)	(24.54)	22.19	0.16	6.60
6	Equity Share Capital	350	350	350	350	350
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	(0.32)	(0.70)	0.56	(0.10)	0.19

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 29th May, 2026

For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited
Sd/-
(Jitendra Kumar Goyal)
Managing Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 29.05.2026

J R D FINANCE LIMITED

Reg. Off : 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, 5th Floor, Room No. 5G, Kolkata - 700 072, Tel: + 91 33 4006 6062; **Email Id**: fin.jrd@gmail.com
Website : www.jrdfinance.com **CIN: L65999WB1993PLC058107**

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026
(₹. in Lacs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended 31.03.26 (Audited)	Quarter Ended 31.12.25 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.25 (Audited)	Year Ended 31.03.26 (Audited)	Year Ended 31.03.25 (Audited)
1	Total Income from operations	78.57	93.20	78.12	336.73	325.01
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	1.34	2.66	1.35	10.68	12.18
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.34	2.66	1.35	10.68	12.18
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.70	2.01	0.71	7.64	9.09
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.70	2.01	0.71	7.64	9.09
6	Equity Share Capital	337.03	337.03	337.03	337.03	337.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-	448.33	440.69
8	Earnings Per Share (of ₹.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	Basic: ₹	0.02	0.06	0.02	0.23	0.33
	Diluted: ₹	0.02	0.06	0.02	0.23	0.33

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on May, 29, 2026 and the audited results for the year ended March 31, 2026 have been duly audited by the statutory auditor of the company.
2. The Company is engaged in providing assistance to Corporate Bodies through Syndication of loans from various Bodies Corporate/Banks and Financial Institutions. In term of Ind AS 108 "Operating Segment", the Company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. Figures for the last quarter are balancing figures between Audited Figures in respect of full financial year and the un-audited published year to date figures upto the third quarter of the finance year.
4. The full format of these financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com.
5. Previous period's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

For J R D Finance Limited
Sd/-
Dilip Kumar Choudhary
Whole Time Director
(DIN-00080390)

Place : Kolkata
Date : 29.05.2026

OFFICE OF THE MSVP
M.J.N. Medical College & Hospital
Silver Jubilee Road, Coochbehar
e-Tender Notice
Tender is invited for "Hiring of Vehicle without Air-Condition" at MJNMCH vide Memo No. **2579/MSVP/MJNMCH/2026, Dated: 27/05/2026**. Details are available from the following sites: **www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**
Sd/-MSVP, MJNMC&H Cooch Behar

OFFICE OF THE MSVP
M.J.N. Medical College & Hospital
Silver Jubilee Road, Coochbehar
e-Tender Notice
Tender is invited for "Hiring of Vehicle without Air-Condition" at MJNMCH vide Memo No. **2578/MSVP/MJNMCH/2026, Dated: 27/05/2026**. Details are available from the following sites: **www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**
Sd/-MSVP, MJNMC&H Cooch Behar

OFFICE OF THE MSVP
M.J.N. Medical College & Hospital
Silver Jubilee Road, Coochbehar
e-Tender Notice
Tender is invited for "Hiring of Vehicle without Air-Condition" at MJNMCH vide Memo No. **2576/MSVP/MJNMCH/2026, Dated: 27/05/2026**. Details are available from the following sites: **www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**
Sd/-MSVP, MJNMC&H Cooch Behar

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটা নতুন এনার্জি আর নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ব্যবসায় নতুন প্ল্যান শুরু করার জন্য এটা ভাল সময়।।
বৃষঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। শুভদিন
মিথুনঃআজকের দিনটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগে ভরা। আপনার কমিউনিকেশন স্কিলস আপনাকে আইডিয়া গুলো ভালভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। ব্যবসা বা কেরিয়ারে এগোনোর জন্য এটা ভাল সময়।
কর্কট রাশি ঃকিছু উত্তেজনা এবং মতপার্থক্য আপনাকে খিটখিটে এবং অশান্ত করতে পারে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন।
সিংহঃআজকের দিনটা আপনার পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আপনার আত্মবিশ্বাস আর এনার্জি আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।।
কন্যাঃ কোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। বিবাহের যোগ হবে
তুলাঃআজ চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন এবং স্পষ্টতা থাকবে। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আপনাকে ব্যক্তিগত এবং প্রফেশনাল জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
বৃশ্চিকঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। খরচ বাড়বে কিন্তু আয়ের উত্থান আপনার বিলগুলির তত্ত্বাবধান করবে।
ধনুঃ আজকের দিনটা আশাবাদী ভাবনা আর নতুন সুযোগে ভরা। আপনি নতুন আইডিয়া নিয়ে ভাবতে বা কিছু উত্তেজনাপূর্ণ শুরু করতে অনুপ্রাণিত হতে পারেন।
মকরঃ ঘরের উত্তেজনা আপনাকে ক্রুদ্ধ করবে। সেগুলি চেপে রাখা কেবলমাত্র শারীরিক সমস্যা বাড়াবে। শারীরিক কাজকর্মের সাথে এটির হাত থেকে মুক্তি পান। অর্থ ব্যয়।
কুম্ভঃ আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। আপনার বিবেচনা না করে আপনার কাউকে আপনার ঋণ দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ভবিষ্যতে বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। সংসারে শান্তি।
মীনঃকটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ নয়। সামাজিক জীবনেও অবহেলা করবেন না।

আবহাওয়া

তীব্র দাবদাহের পর গত দু'দিনের ঝড়-বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে দক্ষিণবঙ্গে। শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ একাধিক জেলায় কালবৈশাখীর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে বলে জানানো হয়েছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার বিকেলের পর কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরতলি এলাকায় ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সেই সঙ্গে হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। তবে এদিন দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলায় ঝড়-বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি থাকবে। এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জেরে মস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে যে, এই সপ্তাহের শেষে অর্থা শনি এবং রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সে সময় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তবে রবিবারের পর থেকে বৃষ্টির দাপট কমবে। আগামী সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে ফের তাপমাত্রার পারদ চ।বে এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম আবার ফিরে আসবে।অন্য দিকে, শুক্রবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, মালদা এবং দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সামান্য ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, সেখানে আর কোনও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গে ঝ।ড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে বলে জানানো হয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬৩ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে থেকে জানা যায় আজ

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২ টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৪মিনিটে হতে পারে।

এঁড়ে জন্মে নিলে মানুষের স্ফূর্তি কম হয়, আনন্দ হয় বকনা জন্মালে

কৌশিক দাস ঃ এঁড়ে জন্মে নিলে মানুষের স্ফূর্তি কম হয়। আনন্দ হয় বকনা জন্মালে। বিখ্যাত নাটকের প্রায় প্রবাদে পরিণত হওয়া উক্তি আছে, 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে। কাল হলো তার এঁড়ে গোরু কিনে।' রাজ্যের গোপালকরা এখন এঁড়ে গোরু কেনার থেকেও বড় সঙ্কটের মুখোমুখি। এঁড়ে মানে পুরুষ গোরু। বকনা কিংবা বকন মানে নারী গোরু। 'গোরুচাষীরা মানুষ। গো-পালনের উপর তাঁর সন্তানের পড়াশোনা, 'মেয়ের বিয়ে', মাস-বছরের খাওয়া দাওয়া, মোবাইলের রিচার্জ- সব নির্ভরশীল। নিজেদের সমাজে তাঁরা যা-ই করুন, গোরুর ক্ষেত্রে মানুষ নারী গোরুর জন্মেই বেশি খুশি হন। গোরুচাষীদের সেই জীবনযাপনের মেরুদণ্ডে ধাক্কা লেগেছে। রাজ্যে বিজেপি'র সরকার হয়েছে। ১৪ বছরের কম বয়সের গোরু বিক্রি প্রায় বন্ধ হয়েছে। গোরু জবাই করতে হলে পশু চিকিৎসকের শংসাপত্র লাগবে। শুধু তাঁর স্বাক্ষরেই কাজ হবে না। লাগবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সইও। তারপর জবাই করা যাবে। জবাই করা যাবে প্রশাসনের নির্দিষ্ট করা জায়গায়। ১৯৫০ সালের যে আইনটির ভিত্তিতে সরকারের এই নির্দেশ, আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যর মতে সেই আইন তৈরি হয়েছিল কলকাতা এবং কালিম্পং পৌরসভার জন্য। গ্রামাঞ্চলের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এখন তা সমগ্র রাজ্যের জন্য। ফলে বকনাদের আগেই গোরু বিক্রি কার্যত বন্ধ। রাজ্যের বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে 'হোল্ডিং সেন্টার'-এ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বিপন্ন গোপালকদের সুবিধার্থে সরকার কী অলাভজনক গোরুদের জন্যও এমন হোল্ডিং সেন্টার বানাবে? এই প্রশ্নের জবাবে বিজেপি'র মুর্শিদাবাদের বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ বলেছেন, 'তাঁরা নিশ্চয়ই এই আইনের পরবর্তী পদক্ষেপ ভেবেছে। আশা করি যাঁরা সমস্যায় পড়েছেন, তাঁরা সেই সমস্যা থেকে সুরাহা পাবেন।'' কিন্তু বিধায়কের আশা গোপালকদের কাছে পৌঁছয়নি। তাঁরা কোনও আশা দেখছেন না। সর্বশেষ পশু সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে দেশের সবচেয়ে বেশি গবাদি পশুর ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ। ২০২৫-এর জানুয়ারিতে সংসদে পেশ হওয়া রিপোর্ট অনুসারে রাজ্যে ১ কোটি ৯০ লক্ষের বেশি গবাদি পশু আছে। গবাদি পশু মানে গোরু এবং মোষ।

পশ্চিমবঙ্গের ঘাস, খড়, খোল খেয়ে বেঁচেবর্তে থাকা এই ১ কোটি ৯০ লক্ষের বেশি গবাদি পশুর মধ্যে গোরুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই গোরুদের যাঁরা লালন-পালন করেন তাঁরা 'গোরু চাষী'। এই নামেই গ্রাম বাংলায় চলে। আমরা একে শুদ্ধভাবে বলতে পারি গোপালক। রাজ্যের গোপালকদের এক ব। অংশ থাকেন মুর্শিদাবাদে। সেই জেলার দুগ্ধচাষী সমিতির সম্পাদক ভরত ঘোষের কথায়, ' মধ্যে হিন্দু আছেন, মুসলমানও আছেন। হিন্দুরাই বেশি। তবে হিন্দু হোন কিংবা মুসলমান, গোপালকদের প্রধানত গরিব গ্রামবাসী।'' এই গরিবরা পড়েছেন মহা মুশকিলে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে তাঁদের জীবন-মরণ সমস্যা। এই সমস্যা শুধু বকনাদের উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ, গোরু বিক্রি, কেনা সারা বছর চলে। খড়গ্রামের আইসা গ্রামের গোরুচাষী নীলকণ্ঠ ঘোষের কথায়, ' ১০ লিটার দুধ দেওয়া একটি সাধারণ গোরুর জন্য দৈনিক প্রায় ৩০০ টাকা খরচ। সেই গোরু ৫০ টাকার খড় কিংবা ঘাস খায়। ১৯০ থেকে ২০০ টাকার নেপালী খোল লাগে। এছাড়া ভাত, আটাও লাগে। ওষুধ সহ অন্যান্য খরচ আছে আরও প্রায় ৫০ টাকা।'' সারাদিনে একটি 'গোরুর দুধ বিক্রি করে দুগ্ধচাষীর লাভ ১০০ টাকা থেকে ১২৫ টাকা। কারণ- দুধের দাম এখন ৪০ টাকা লিটার। দুধের সমবায় সরাসরি দুধ বিক্রি করতে পারেন না চাষী। এখানেও ফড়ে আছে। তারাই ঠিক করা দাম- লিটার প্রতি ৪০ টাকা। 'ভালো গোরু মানে পশ্চিমবঙ্গে সাহিয়াল কিংবা জার্সি। এর বাইরে আরও ভালো জাতের গোরু আছে। সেই গোরু দিনে ২০ লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পারে। তবে সেই অনুপাতে তার পিছনে খরচও কিছুটা বেশি। ফলে গরিব দুগ্ধচাষীর ভরসা সেই সাধারণ গোরু। কিন্তু সরকারের নির্দেশিকার পর গোরুর অর্থনীতি নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? সরকার গোরু বিক্রি, গোরু জবাই আটকেছে। দুধ তো আটকায়নি। এই যুক্তি পাল্টা আসা স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে খড়গ্রামের বিজেপি বিধায়ক মিতালি পালের স্বামী মিঠুন ঘোষের বক্তব্য শুনতে হবে। মিঠুন খড়গ্রামে বিজেপি'র ৩ নং মণ্ডলের সভাপতি। তাঁর কথায়, ' সাধারণ গোরু ৩ বছর থেকে গর্ভবতী হয়। দেড় বছর পরপর সে এঁড়ে কিংবা বকনার জন্ম দিতে পারে। একটি সাধারণ গোরু এমনভাবে বড় জোর ৬ বার গর্ভবতী হতে পারে। তারপর তার দুধ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। তখন সে আর চাষীর কাছে লাভজনক নয়। তখন সেই গোরু চাষী বিক্রি করতে চায়। বিক্রি করে আবার গোরু কিনতে পারে। আবার না-ও পারে। সেই টাকা তাঁর বাড়ির প্রয়োজনে খরচ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষী অভাবী বলেই সে গোরু বিক্রি করে।'' রাজ্যের বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তে তাহলে চাষী বিপদে পড়লো? বিজেপি'র মণ্ডল সভাপতি, বিধায়কের স্বামীর পক্ষে এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি বলেছেন, 'দেখা যাক কী হয়।'গোপালকরা বেজায় ক্ষুব্ধ, সে খবর তাঁর কাছে আছে। এই গোপালকদের বড় অংশই গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'কে ভোট দিয়েছেন। বিজেপির এই সিদ্ধান্ত কি 'গো মাতা রক্ষা' অভিযানের অংশ? রাজ্যের সরকারে হস্তক্ষেপ জোরদার করতে চাওয়া আরএসএস-কে খুশি করতেই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত, এমন আশঙ্কাজনক মতামতই শোনা যাচ্ছে প্রশাসনিক অঙ্গনে। কিন্তু তা সারা দেশের ক্ষেত্রে এক হওয়া উচিত। হয়নি। গোরু পাচার আটকাতে এই সিদ্ধান্ত? না, তাও নয়। তার জন্য পুলিশ, বিএসএফ আছে। গোরু কেনাবেচায় কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। সরকারের এক সিদ্ধান্তে তা কার্যত বন্ধ। উল্টে গোপালকদের জীবন দুর্দশায় পড়েছে। সামগ্রিক ভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি না ভেবে রাজ্যের সরকারের এই সিদ্ধান্ত হঠকারী হয়েছে। রাজনীতির মেরুদণ্ড অর্থনীতি। তাই আবার গোরুর অর্থনীতিতে ফিরি। একটি গোরু সাধারণত ১০-১১ বছরের পর দুধ দেওয়া কমিয়ে দেয়। তখন সে যা দুধ দেয়, তার দামের থেকে তার খাওয়া খরচ বেশি হয়ে যায়। একটি গোরু তখন সর্বনিম্ন ৪০ হাজার টাকা, সর্বোচ্চ প্রায় ১ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। সেই বিক্রি হিন্দুও করে, মুসলমানও করে। আর এঁড়ে? অর্থাৎ পুরুষ গোরু। তাকে ঘরে রেখে লাভ নেই। ভরত ঘোষের কথায়, 'গোরু পুষে চাষীর লাভ নেই। আজকাল কেউ মাঠে গোরু দিয়ে লাঙল ঠেলে না। ট্রাক্টর এসে গেছে অনেকদিন। তবে একটি এঁড়ের বয়স ২ বছর হলেই বিক্রি করা হয়। ৩-৪ বছরের মধ্যে তো বিক্রি হয়ই। ২-৩ বছরের এঁড়ে বিক্রি করে ৩০ থেকে ৫০ হাজারের মধ্যে টাকা পাওয়া যায়।'' সেই বিক্রিও বন্ধ। ' ঘরের পয়সায় দুধ কমে যাওয়া, অক্ষম গোরু এবং এঁড়েদের খাওয়াচ্ছেন। এই ভাবে কিছুদিন চললে চাষী নিজেই খেতে পাবেন না, গোরু, বাছুরকে কী করে খাওয়াবে? রাখবেই বা কোথায়? চাষীকে গোপালন ছা।তে হবে। যেভাবে কৃষক ধান চাষ ছা।ছেন, সেদিকেই যাবে বিষয়টি।'' বললেন অনিল পাল। তিনিও দুগ্ধচাষী, তবে বর্ধমানের আউশগ্রামের। হবে কী তাহলে? দুগ্ধচাষীরা একজোট হচ্ছেন। রাজ্যের 'যাদব সমিতি'র সদস্য, বিজেপি'র বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষের মতো প্রভাবশালী মানুষও আটকাতে পারছেন না। দুগ্ধচাষীদের বক্তব্য, প্রথমত, সরকার পশু চিকিৎসকদের শংসাপত্রের কথা বলেছেন। রাজ্যে পশু চিকিৎসকের দারুণ অভাব। তার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে বসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরে পঞ্চায়েত সমিতির সেই তৃণমূলী সভাপতিরা আর অফিসে আসছেন না। তাঁদের সই জোগাড়ের দায়িত্ব প্রশাসনকেই নিতে হবে। তৃতীয়ত, এঁড়ে গোরু কিংবা অক্ষম গোরু, যার বয়স ১৪ হয়নি, তাদের সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

তিলজলার বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় আপাতত স্থগিতাদেশ, ৩০ দিনের মধ্যে শুনানির নির্দেশ হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাত,২৯মে ঃ তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে যখন উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে, সেই পরিস্থিতিতেই শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত ওই সমস্ত নির্মাণ ভাঙার উপর স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। পাশাপাশি মামলাকারীদের বক্তব্য আগামী ৩০ দিনের মধ্যে শুনতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। নিয়মিত বেঞ্চেই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে। ফলে সাময়িক স্বস্তি পেলেন মামলাকারী ভাড়াটিয়ারা। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগেই শুভেন্দু অধিকারীর মুখে বারবার শোনা গিয়েছিল তথাকথিত ' অ্যাকশন'-এর কথা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার ইঙ্গিত দেন তিনি। সম্প্রতি তিলজলার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গজিয়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রশাসনিক তপরতা আরও বাড়ে। অভিযোগ ওঠে, একাধিক বহুতল ও বাণিজ্যিক নির্মাণ যথাযথ অনুমতি ছাড়াই তৈরি হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধিও মানা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনকে নির্দেশ দেন, বেআইনি নির্মাণগুলির বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে। একই সঙ্গে তিলজলা-সহ কলকাতার একাধিক এলাকায় বুলডোজার চালিয়ে অবৈধ অংশ ভাঙার কাজও শুরু হয়। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক। বিরোধীরা অভিযোগ তোলে, আইন বহির্ভূত সাধারণ মানুষের মাথার উপর থেকে ছাদ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে সরকারের দাবি, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এরই মধ্যে একাধিক ভাড়াটিয়া ও বাসিন্দা আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁদের অভিযোগ, যথাযথ নোটিস ও শুনানির সুযোগ না দিয়েই ভাঙার কাজ চালানো হচ্ছে। শুক্রবার সেই মামলার শুনানিতেই বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আপাতত কোনও নির্মাণ ভাঙা যাবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য শোনা অত্যন্ত জরুরি এবং আইন মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ করতে হবে।

এলসিসি ইনফোটেক লিমিটেড

CIN : L72200WB1985PLC073196

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃপি-১৬, সিআইটি. রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

ফোনঃ ০৩৩ ৪০০৩৩৬৩৬ /৩৭ ফ্যাক্সঃ০৩৩ ২৪৮৫২৯৩২ ওয়েবসাইটঃ www.lccinfotech.in ই-মেইলঃ corporate@lccinfotech.co.in

ত্রৈমাসিক ওবার্ষিক স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত

(EPS ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১শে মার্চ২০২৬ নিরিক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১শে মার্চ২০২৫ নিরিক্ষিত	বছর সমাপ্ত ৩১শে মার্চ২০২৬ নিরিক্ষিত	ত্রৈমাসিকসমাপ্ত ৩১ মার্চ২০২৫ নিরিক্ষিত
১.	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নিট)	০.০৪	৩.০৭	৩৫.৮৯	৩৩.২২
২.	ত্রৈমাসিকবার্ষিক নিট মুনাফা(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদে)	(২৮.৩৭)	(৪৯.৩৫)	১৬৬.২৯	২.০৭
৩.	কর-পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকবার্ষিক নিট মুনাফা(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)	(২৮.৩৭)	(৪৯.৩৫)	(২১৫.৮৪)	(৯৯.৭৮)
৪	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা(ক্ষতি)(ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)	(২৮.৩৭)	(৪৯.৩৫)	(২১৫.৮৪)	(৯৯.৭৮)
৫.	মেয়াদের মোট সমন্বিত আয়মেয়াদের লাভ (ক্ষতি)(কর পরবর্তী) এবং সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী) নিয়ে গঠিত	(২৮.৩৭)	(৪৯.৩৫)	(২১৫.৮৪)	(৯৯.৭৮)
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৭১.৮৭	৩,৩৭১.৮৭	২,৫৩১.৮৭	২,৫৩১.৮৭
৭.	সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)যেমনটি প্রদর্শিত হয়েছেপূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে	-	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের)(চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য) -	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
	মৌলিকঃ	(০.০১)	(০.০৩)	(০.০৯)	(০.০৭)
	লঘুকৃতঃ	(০.০২)	(০.০৪)	(০.১৭)	(০.০৭)

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও হয়ে
স্বাক্ষরিত-শ্রীরাম বাগলা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 01895499

তারিখঃ ২৯.০৫.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

মেট্রোর ব্লু লাইনে প্রযুক্তির বিপ্লব

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাত,২৯মে ঃ কলকাতার গণপরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম ভরসা মেট্রো রেল। প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ দ্রুত এবং স্বস্তিতে গন্তব্যে পৌঁছতে নির্ভর করেন ব্লু লাইনের উপর। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত এই করিডরে এবার এল বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। প্রায় চার দশক পর ব্লু লাইনে বসানো হল আধুনিক অ্যালুমিনিয়ামের থার্ড রেল। এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আরও উন্নত ও কার্যকর হবে বলেই মনে করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি ট্রেন চলাচলের গতিও বাড়বে এবং ভবিষ্যতে আরও কম সময়ের ব্যবধানে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।এতদিন পর্যন্ত মেট্রো করিডরে ব্যবহৃত হত ইস্পাতের থার্ড রেল। দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর সেই পুরনো পরিকাঠামো বদলে আধুনিক প্রযুক্তি আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কলকাতা মেট্রো। গত তিন বছর ধরে ধাপে ধাপে পুরনো ইস্পাতের রেল সরিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের থার্ড রেল বসানোর কাজ চলছিল। প্রথম পর্যায়ে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন থেকে দমদম পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত অংশে সেই কাজ এগোবে বলে জানা গিয়েছে। মেট্রো সূত্রে খবর, প্রতিদিন প্রায় ২০০ মিটার করে থার্ড রেল বদলের কাজ করা হয়েছে। ইস্পাতের রেলের তুলনায় অ্যালুমিনিয়ামের রেল সংযুক্ত করার পদ্ধতিও আলাদা। এখানে ঝালাইয়ের বদলে বিশেষ পাত ব্যবহার করে রেল জোড়া হয়েছে, যার ফলে রক্ষণাবেক্ষণ আরও সহজ হবে।

নিহাল প্রজেক্টস লি.

নিবন্ধিত ঠিকানাঃ কেবিন নং ৬, ৭ গ্রান্ট লেন, ৩য় তলা, গণপতি চেম্বার্স, রুম নং ৩১৩, কলকাতা ৭০০০১২
কর্পোরেট ঠিকানাঃ ২৪এ, ১ম তলা, হারিয়া হাউস, সেন্ট পল স্ট্রিট, দাদর ইস্ট, মুম্বই ৪০০০১৪
CIN: L70101WB1982PLC034928 । admin@vira.in । 91 022 49696464

ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত

ইপিএস (EPS) ব্যতীত টাকার পরিমাণ লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১শে মার্চ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১শে মার্চ২০২৫	বছর সমাপ্ত ৩১শে মার্চ২০২৬	বছর সমাপ্ত ৩১শে মার্চ২০২৫
১.	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (কর,ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পূর্বে)	(৩.১০)	(৪.২৭)	(৮.২১)	(৭.৫৬)
৩.	কর-পূর্ববর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ বিষয়াবলি বিবেচনার পর)	(৩.১০)	(৪.২৭)	(৮.২১)	(৭.৫৬)
৪.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (অসাধারণ এবংঅথবা বিশেষ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)	(২.৬৩)	(৩.৭২)	(৭.৭৪)	(৭.০১)
৫.	মেয়াদের মোট সমন্বিত আয়মেয়াদের লাভ (ক্ষতি) (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী) নিয়ে গঠিত	(২.৬৩)	(৩.৭২)	(৭.৭৪)	(৭.০১)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮	১২৪৬.৮৮
৭.	সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত), যেমনটি প্রদর্শিত হয়েছেপূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত অনিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে			৮৬৬.৭৪	৮৭৪.৪৯
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) (এর জন্যচলমান ও বন্ধকৃত কার্যক্রম)				
	১. মৌলিক	(০.০২)	(০.০৩)	(০.০৬)	(০.০৬)
	২. লঘুকৃত	(০.০২)	(০.০৩)	(০.০৬)	(০.০৬)

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত বিবরণটি হলো SEBI (Listing and Other disclosure Requirements) Regulations, 2015-এর বিধি ৩৩ (Regulation 33) অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিকবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। এই ত্রৈমাসিকবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ এবং তালিকাভুক্ত সংস্থাটির ওয়েবসাইট www.nihalindia.com-এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি (Audit Committee) কর্তৃক পর্যালোচনা ও সুপারিশকৃত হয়েছে এবং ২৯.০৫.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক অনুমোদিত ও নথিবদ্ধ করা হয়েছে।
৩. SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015-এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা (Audit) কাজটি কোম্পানির নিরীক্ষকগণ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের জন্য
প্রতীক জয়েশ বিরা
সার্বক্ষণিক পরিচালক
DIN: 00039978

তারিখঃ ২৯.০৫.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''**আইআইএফএল**'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **30.06.2026** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে : **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL37725399, GL39329899, GL39349875, GL42286924, GL42552239, GL43045886, GL45910935, GL23069742, GL38288563, GL32146484, GL32131983, GL34988284, GL39517489, GL44543890, GL42148733, GL48680667, GL39494620, GL38841216, GL43546991, GL42945367, GL44234924, GL35850621, GL37884793, GL37394667, GL38446566, GL38448602, GL38572880, GL47798950, GL38871282, GL46417661, GL47126994, GL39610741, GL39600114, GL34967780, GL38379747, GL36053337, GL39471979, GL48489883, GL39450365, GL40505222, GL36510260, GL44123199, GL38631840, GL36555065, GL34031248, GL35608967, GL33300247, GL33325494, GL37928822, GL39557216, GL39506530, GL35097093, GL35688086, GL48467036, GL39610241, GL39587692, GL43657307, GL41296481, GL38940516, GL39186884, GL39182506, GL39054438, GL37431465, GL38656843, GL38724494, GL38737866, GL37463695, GL37342419, GL37342660, GL37279009, GL37463412, GL38774054, GL38808460.

অকশন (নিলাম) ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর
তারিখ: 30.05.2026

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''**আইআইএফএল**'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **30.06.2026** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL36416358, GL38516642, GL38292157, GL34984116, GL36512092, GL34976369, GL39675372, GL34149979, GL38961095, GL37993492, GL39253273, GL39250317, GL34410058, GL37163311, GL35406450, GL35650928, GL39152724, GL35072141, GL35308577, GL35284162, GL37923646, GL38833724, GL37221804, GL34987565, GL34961963, GL36968313, GL37517288, GL39595084, GL39236439, GL37755747, GL37125036, GL38833701, GL36453160, GL41563536, GL36461673, GL34991743, GL38151348, GL39008024, GL38715699, GL35501991, GL36671913, GL35461958, GL34824277, GL34835631, GL36368634, GL36347972, GL35014681, GL37479272, GL36375670, GL35082278, GL44434307, GL34634433, GL34633538, GL38254143, GL34259896, GL37232127, GL38030280, GL37185554, GL36668352, GL39524708, GL35899297, GL38168436, GL38630740, GL35001816, GL39382434, GL43523146, GL46792005, GL39386480, GL39775658, GL30015820, GL30124684, GL38466972, GL36477620, GL39121546, GL42660395, GL39440924, GL42659795, GL36252665, GL37406985, GL37409682, GL36584540, GL37995096, GL38751200, GL42781411, GL42781651, GL38750788, GL38029940, GL42498328, GL42471133, GL35013246, GL34376402, GL38815611, GL48593315, GL47053016, GL39609840, GL39552892, GL44829020, GL38532362, GL39390305, GL39376502, GL39147701, GL42527395, GL46697796, GL47056596, GL44289334, GL45933271, GL43289608, GL44781687, GL46273300, GL42934539, GL35562518, GL35535361, GL34274696, GL37909569, GL37863700, GL34372263, GL39172747, GL38206328, GL42850553, GL48391783, GL41315090, GL45533792, GL47086061, GL39589701, GL39612258, GL34306862, GL36357709, GL36370868, GL39313595, GL39297216, GL36477525, GL39905177, GL37641466, GL37478544, GL38256089, GL28626791, GL36665382, GL39238311, GL42322872, GL35786422, GL35285170, GL37504082, GL36508970, GL39278692, GL39252032, GL38891242, GL36802457, GL35468139, GL31861014, GL33852335, GL36705556, GL39241249, GL44652357, GL36094547, GL47538502, GL39200629, GL39209573, GL39158870, GL39177779, GL48293965, GL42200988, GL34272964, GL37702875, GL33488128, GL38985519, GL37546384, GL44158747, GL39401834, GL39432697, GL38713184, GL34888494, GL34880214, GL36344094, GL36325022, GL39500993, GL36172865, GL36193271, GL39613870, GL39606977, GL35631362, GL34200153, GL44797553, GL39149086, GL39140090, GL33631595, GL36823446, GL36162809, GL36382710, GL36109220, GL39179093, GL39167828, GL35951078, GL37364789, GL21857621, GL39416992, GL39435339, GL34124441, GL36474678, GL35849614, GL38215033, GL37908232, GL36126820, GL35412020, GL36053199, GL35399807, GL37318966, GL39501157, GL39501030, GL47028303, GL39513844, GL39531726, GL46859168, GL39110132, GL47028392, GL36601918, GL34788639, GL34774663, GL35882789, GL34996453, GL35882585, GL35013214, GL39259357, GL39281390, GL47377781, GL43607441, GL42510978, GL39093834, GL33810762, GL37314133, GL37448767, GL34879790, GL38642487, GL34888117, GL36555048, GL45655736, GL47613979, GL43734992, GL47934087, GL46265294, GL44333786, GL42272366, GL44713585, GL39275735, GL39281223, GL39709116, GL39198690, GL39423369, GL37134882, GL35718213, GL39077632, GL39048343, GL34844064, GL39512312, GL39499227, GL39054295, GL35641905, GL38345251, GL45140387, GL39519190, GL39487522, GL20468570, GL39465206, GL39514139, GL43550050, GL37972145, GL34413938, GL36891506, GL39268812, GL39278719, GL37273312, GL37588176, GL36565452, GL34415684, GL39469693, GL39448206, GL35905737, GL35290161, GL39561313, GL47335394, GL39550398, GL42496906, GL39613897, GL39606999, GL48614478, GL47349753, GL47115589, GL46203477, GL45083085, GL39322505, GL39353477, GL43707268, GL39648445, GL38460304, GL39658400, GL35736765, GL39189595, GL38002225, GL38621618, GL40553718, GL34233636, GL37559617, GL38879775, GL35001588, GL35307120, GL37512261, GL34207536, GL37248318, GL37833919, GL35204288, GL36463117, GL37565840, GL39613053, GL39581093, GL37641141, GL34998895, GL28279979, GL27562206, GL27207085, GL36390238, GL35269488, GL36435286, GL41438676, GL34598108, GL39312331, GL39293509, GL42097040, GL48213526, GL34814913, GL35058922, GL34958790, GL34731713, GL34731522, GL34732031, GL34840287, GL34274033, GL38582009, GL35057207, GL35948021, GL36550554, GL37836880, GL38764318, GL34131358, GL38248026, GL38950150, GL33882553, GL33882707, GL28600111, GL36102396, GL36018535, GL36170121, GL36170476, GL36170310, GL35054242, GL35739331, GL39187706, GL36392366, GL38351276, GL36419371, GL36413443, GL38293521, GL37592471, GL36300526, GL34731651, GL34732016, GL30681163, GL30668579, GL36690213, GL36108347, GL36059282, GL36074546, GL36019129, GL36052541, GL36184484, GL36163584, GL36508029, GL39670826, GL30074369, GL35305771, GL35288359, GL38412812, GL36972659, GL19477450, GL35783541, GL36349336, GL35299755, GL38328706, GL36411511, GL36416838, GL35858433, GL37773036, GL35868216, GL39423579, GL37773946, GL37856426, GL39195540, GL40260208, GL36973985, GL39336277, GL38980997, GL37686282, GL39354711, GL36744625, GL38301525, GL38926900, GL35737567, GL35754014, GL38998129, GL34219118, GL37964136, GL37785249, GL41450311, GL44075903, GL35395552, GL35384875, GL35603238, GL35783525, GL35738999, GL39102027, GL36687311, GL39606180, GL38108437, GL39552655, GL39609810, GL37589963, GL33109485, GL38101729, GL39029488, GL34353756, GL32437583, GL38423034, GL32155283, GL33804533, GL35860462, GL38559609, GL39353781, GL44903605, GL39334716, GL39510449, GL39517859, GL39779335, GL35614345, GL38957762, GL37129873, GL35502346, GL36313652, GL36306540, GL35506855, GL35991091, GL38199300, GL36430399, GL35538167, GL34581947, GL34574689, GL35425900, GL35265577, GL36498811, GL39343729, GL39351729, GL35837980, GL36438577, GL33697396, GL35890373, GL40289403, GL36299969, GL36314361, GL37848986, GL37471383, GL38215334, GL36505632, GL39196128, GL36973019, GL39313937, GL39298823, GL37013161, GL39697261, GL34612408, GL34601338, GL43009474, GL39607742, GL39607369, GL39679976, GL48238904, GL45048971, GL37316541, GL39264821, GL39282651, GL46005314, GL44479392, GL47835073, GL46866863, GL39327621, GL39356239, GL28044838, GL37942806, GL37910418, GL46877707, GL45285839, GL46313241, GL37105707, GL38219274, GL36472952, GL43949749, GL37729635, GL39200071, GL39242428, GL40708060, GL40257000, GL38546541, GL39540550, GL39536086, GL34347382, GL39238797, GL36046412, GL42950797, GL44289849, GL43444094, GL47938716, GL47244562, GL43710219, GL46750250, GL45792293, GL39147826, GL39123640, GL37094809, GL41747914, GL36721959, GL37907480, GL38972758, GL37959725, GL38176260, GL36839992, GL35954636, GL35661846, GL35682864, GL39667810, GL36432755, GL39342426, GL39350651, GL33808657, GL38740730, GL36366692, GL35659649, GL36372971, GL38644973, GL39233390, GL39245462, GL35131215, GL35102394, GL35106550, GL35123683, GL36843122, GL37626031, GL36957701, GL37007536, GL37354057, GL37878359, GL36290919, GL36747279, GL38449627, GL38035593, GL36211895, GL36778587, GL26989068, GL35447490, GL34229197, GL39470326, GL39463708, GL46974766, GL35725493, GL32912802, GL32922836, GL37248072, GL36472202, GL36058649, GL36046112, GL39545954, GL39543106, GL35228595, GL35229716, GL35009748, GL35005629, GL28144689, GL32524309, GL32508898, GL34921535, GL34899430, GL34232709, GL36203173, GL47772840, GL39610394, GL39620700, GL39599103, GL36522352, GL41092789, GL37219555, GL35986399, GL38092211, GL38167230, GL33630754, GL33698292, GL39271950, GL39280004, GL36715729, GL36840276, GL34412368, GL35616555, GL35604927, GL39099056, GL35588733, GL35588063, GL36304198, GL35597483, GL40085607, GL36722720, GL36319279, GL34304582, GL38567490, GL36361183, GL36373977, GL35621137, GL35634012, GL38367484, GL37219653, GL41721770, GL36030596, GL38892071, GL39525340, GL39559213, GL39374657, GL39389108, GL44910966, GL35808262, GL36846309, GL39383188, GL39387049, GL36723456, GL37371854, GL39243511, GL39219937, GL36505924, GL36525124, GL37299231, GL37445657, GL37103543, GL38356554, GL35761611, GL38288552, GL37174699, GL37183086, GL35413644, GL35405715, GL39404299, GL39434067, GL43903918, GL38246839, GL37882846, GL37414636, GL37414663, GL39480292, GL39026505, GL39358899, GL35680985, GL35659334, GL35659678, GL38752491, GL38752573, GL39726959, GL37515886, GL36256191, GL38912729, GL37173471, GL39561058, GL39527834, GL38612078, GL38795432, GL36064824, GL34579205, GL34572590, GL38172237, GL35485379, GL36240154, GL36222173, GL38077949, GL38246748, GL39559243, GL39536631, GL36579586, GL36155009, GL35391996, GL35277657, GL35259761, GL38272109, GL35456681, GL30404220, GL33927950, GL42507056, GL37390234, GL38502280, GL35788489, GL38360945, GL39527614, GL39560974, GL42493662, GL45826457, GL42571903, GL39543715, GL39556192, GL38778480, GL37803704, GL39925613, GL36590406, GL36573496, GL37069078, GL39516435, GL41270997, GL39483218, GL42562008, GL34491037, GL34649912, GL34504122, GL35288502, GL35305883, GL37061808, GL39154590, GL38849847, GL36361056, GL36373891, GL39024938, GL36990931, GL35969590, GL37478443, GL45498593, GL39342489, GL39350710, GL38189898, GL38640985, GL38629563, GL37359045, GL36824914, GL39288740, GL39310604, GL45612546, GL39062289, GL39222355, GL47029310, GL39216689, GL40454034, GL30980954, GL37840375, GL42941341, GL36515201, GL36271883, GL36289404, GL30734726, GL39610114, GL39622052, GL39598165, GL39584587, GL39615543, GL44870544, GL29509313, GL39300599, GL39698841, GL39648648, GL39051442, GL39658462, GL39667753, GL39123884, GL44457656, GL48078341, GL39373106, GL42338390, GL39388261, GL43453832, GL35621747, GL35634081, GL38721501, GL38626390, GL36661206, GL35794171, GL35807412, GL39311274, GL39303948, GL34123032, GL34903915, GL34919304, GL39021979, GL36938134, GL36511411, GL38108485, GL36193784, GL36179883, GL44462378, GL39525624, GL46686179, GL39559308, GL36723173, GL36308663, GL38292547, GL36316776, GL35703970, GL35684398, GL39518183, GL36598695, GL39494608, GL39517428, GL46161912, GL36430100, GL46474419, GL39495306, GL39239072, GL39241695, GL35574678, GL35565218, GL36257501, GL39496513, GL39518972, GL37663767, GL35862664, GL37347522, GL36992864, GL34650545, GL40214319, GL34662396, GL37654909, GL36094132, GL36033205, GL34754923, GL34739260, GL35178647, GL35388309, GL39300210, GL39309191, GL46114561, GL37346708, GL39068828, GL36195860, GL36181674, GL37142805, GL39597178, GL39746568, GL39774102, GL40313677, GL39600742, GL40430369, GL39626630, GL37564505, GL38214956, GL39393069, GL39381722, GL38764188, GL38063058, GL34278623, GL36031134, GL39103356, GL35810835, GL40685328, GL39531836, GL39564039, GL48568464, GL39543544, GL40074536, GL39555995, GL40388987, GL44913646, GL38327257, GL38049664, GL37772478, GL38450255, GL38178815, GL37824848, GL35774546, GL34497634, GL35073961, GL35084561, GL33035846, GL37296049, GL43404811, GL46965172, GL39361845, GL45071885, GL39540872, GL39388531, GL38658252, GL38631878, GL35788967, GL35768704, GL36009847, GL39330486, GL39350401, GL35088551, GL35076799, GL36023634, GL38346841, GL34762247, GL34737747, GL34285930, GL38492906, GL39777210, GL34469238, GL36041118, GL36023919, GL43537793, GL36601851, GL40249866, GL39298913, GL39589784, GL39308828, GL39612304, GL30280800, GL37306228, GL37831020, GL35821564, GL37590878, GL39372919, GL39388273, GL48206964, GL39562847, GL38470863, GL39540818, GL38975493, GL34260243, GL38408605, GL45290942, GL39412397, GL39432661, GL36189447, GL36197215, GL34601359, GL34612429, GL37761278, GL33754187, GL41816748, GL39048216, GL33899544, GL37519236, GL18692353, GL35711747, GL35840269, GL37076041, GL37690939, GL35304510, GL39117453, GL39474087, GL39453799, GL35350593, GL35361047, GL33407462, GL33433139, GL37077834, GL33702059, GL42527928, GL35719991, GL36535858, GL37470656, GL36032327, GL43963895, GL41619805, GL39804764, GL39337538, GL47222778, GL39309624, GL39286891, GL35595016, GL35578347, GL37018784, GL39280863, GL38531120, GL39274260, GL35040729, GL35036644, GL39410748, GL39431351, GL36075454, GL36013193, GL34638828, GL34623061, GL39414140, GL39433788, GL35198294, GL39064242, GL38399786, GL33584400, GL34233693, GL37016470, GL37131171, GL39136370, GL37126757, GL34447361, GL34898478, GL36974381, GL38059993, GL37788210, GL37686652, GL38189529, GL30645275, GL37021662, GL36927076, GL37998206, GL42805878, GL36539468, GL35533437, GL35526065, GL35522145, GL35995719, GL35627350, GL37892947, GL35627601, GL37893025, GL37892057, GL36584227, GL41802741, GL36591961, GL37704184, GL38998627, GL35910755, GL39048447, GL39077635, GL47693274, GL39245629, GL39234475, GL36061053, GL31354799, GL39680367, GL42083153, GL35945908, GL33630867, GL36150048, GL36137460, GL39381126, GL38593581, GL38215921, GL35846721, GL40021549, GL35829787, GL37047771, GL34960683, GL34932246, GL34404477.

অকশন (নিলাম) ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 30.05.2026

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৭৮ সংখ্যা, শনিবার , ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার

২৯ মে ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ভাষাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেন। কবিকে যেমন শুধু তার জীবন-চরিতে পাওয়া যায় না, তেমনই বিশ্ববিশ্রুত 'ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাংগোয়েজ' বা ওডিবিএল-এর সীমার মধ্যে আটকা পড়ে থাকার লোক সুনীতিকুমার নন। আসলে তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল মানবসভ্যতার আবহমান বৈচিত্র। হিউম্যানিটিজ-এর সামগ্রিক চর্চাতেই তিনি পেয়েছিলেন বেঁচে থাকার জ্বালানি। তাঁর অভিযানের রাজপথ ছিল, ভাষা। মতি শীলের অবৈতনিক ইস্কুল থেকে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক; এই আশ্চর্য উড়ান কিন্তু কোনও দিনই 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' প্রবাদকে চ্যালেঞ্জ জানায়নি। তাঁর প্রতিভার প্রশংসা করলে তিনি অবলীলায় বলতেন, ইউরোপের যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোর ঝাঁট দিলে নাকি দশ-বিশটা সুনীতি চাটুজ্যে পাওয়া যাবে। আবার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বই কাউকে দেখাতে হলে তাঁকে উৎসর্গ করা বইগুলো লুকিয়ে রাখতেন, পাছে সেটা আত্মপ্রচার হয়ে দাঁড়ায়। কোনও মানুষের, এমনকী ছাত্রছাত্রীদেরও প্রণাম নিতেন না, ডল্টে তাদের 'আপনি' সম্বোধন করতেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনও অজানা বিষয় জানলে অন্য অধ্যাপকদের সামনেই সেই স্বীকৃতি দিতেন। ছাত্রী হিসেবে সুকুমারী ভট্টাচার্য তো এর জন্য লজ্জিত বোধ করার কথাই স্বীকার করেছেন। জ্ঞানচর্চার চূড়ায় পৌঁছে যাওয়ার পরেও কোনও ভাল বক্তৃতা শুনলে বলতেন, 'এ সব শুনলে বুঝি কত সামান্য জানি, কত জানবার ছিল।' বার বার বলতেন রবীন্দ্রনাথের কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শুধু প্রিয় কবি নন, ছিলেন আদর্শ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের নায়ক অমিত সুনীতিবাবুর বই নিয়ে শিলং-এ গিয়েছিল। সুনীতিবাবুর মনে হত রবীন্দ্রনাথ যেন এ ভাবেই তাঁকে অমরত্ব দিয়ে গেলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সুনীতিকুমার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ইংরেজদের সদাগরি অফিসের কেরানি। তিনি মতিলাল শীল ফ্রি স্কুল থেকে ১৯০৭ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯০৯ সালে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এফ.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১১ সালে ইংরেজিতে সম্মানসহ বি.এ শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯১৮ সালে সংস্কৃতের শেষ পরীক্ষায় পাস করেন এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং জুবিলি গবেষণা পুরস্কার অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯১৪ - ১৯১৯ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লন্ডনে যান এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯২১ সালে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু ছিল 'ইন্দো-আরিয়ান ফিললিজ'। লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে তিনি ধ্বনিতত্ত্ব ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও প্রাকৃত ভাষা, ফার্সি ভাষা, প্রাচীন আইরিশ ভাষা, পুরনো ইংরেজি ও গোথিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

শিল্পী বেলা মুখোপাধ্যায়

বেলা মুখোপাধ্যায় (২৯ মে ১৯২৮ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এবং প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী। তিনি তাঁর স্বামীর সাথে বেশ কয়েকটি গান রেকর্ড করেছেন। তাঁর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। বেলারা চার বোন, দুই ভাই। বেলাই সবার বড়। প্রথমে বাড়িতে মা'য়ের কাছে সঙ্গীতের শিক্ষা নেন এবং তারপর কলকাতায় হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই কমল দাশগুপ্তর কাছে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নেন। ছোটবেলা থেকেই দুই বোন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ছোটদের আসর-এ গান করতেন। এ ব্যাপারে অজিত চট্টোপাধ্যায়, নির্মল বসু, বাণীকুমার প্রমুখেরা তাদের সাহায্য করেন। বেলা আধুনিক, গীত, ভজন সবরকমের গান-ই গাইতেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরে কাশীনাথ ছবিতে নায়ক-গায়ক অসিতবরণের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে বেলা মুখোপাধ্যায় তিনটি গান করেন। 'ও বনের পাখি' গানটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তীতে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে খ্যাতনামা সঙ্গীত পরিচালক ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ বেলাকে মুম্বই নিয়ে যান। সেখানে কৃষ্ণার্জুন ছবিতে নেপথ্যে কণ্ঠ দান করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিবাহের পর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত সাথীহারা, প্রতিনিধি, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, বালিকা বধূ প্রভৃতি কয়েকটি ছায়াছবিতে কণ্ঠ দান করেন। শেষের দিকে তিনি গানের জগতে থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সরিয়ে নেন। বেলা মুখোপাধ্যায় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তাঁকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তার অন্তিম সংস্কার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে করা হয়। তাঁর দুই সন্তান, এক পুত্র জয়ন্ত এবং এক কন্যা রাণু। বাংলা সঙ্গীত জগতে হেমন্ত এবং বেলা মুখোপাধ্যায়ের পর তাদের পরিবার থেকে আর কোনও শিল্পীকে উঠে আসতে দেখা গেল না। সঙ্গীত জগতে এই দুই শিল্পী যেমন নিজ প্রতিভার জোরে স্থান অধিকার করে নিযেছিল সেই রকম করিশম্যা আর তাদের পরিবারের মধ্যে কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। এই পরিবারের সব সদস্যরা এখন সুরহারা জগতে বসবাস করছে বলে মনে হতে থাকে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন যে পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে । ঈশ্বর আছেন।

সাধক রামপ্রসাদ

মা কালী সবার দিকে সমান দৃষ্টি রাখেন। তার কাছে কেউ ছোট বড় নয়। সবাই তাঁর কাছে সমান। তিনি সবাইকে ভালোবাসেন। নিজের সন্তান বলে মনে করেন। কালীর সাধক রামপ্রসাদ সেন নিজের হাতে কালী পুজোর আয়োজন করতেন। তিনি নিজেই মাকে প্রসাদ খাওয়াতেন। আবার সময় পেলে মাকে নিয়ে সঙ্গীত রচনা করতেন। তাঁর শ্যামা সঙ্গীত শুনতে বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা এসে উপস্থিত হতো হালি শহরে। তখনকার সময়ে হালি শহরে আসা যাওয়াটা খুব সাধারণ ছিল না। বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে হালি শহরে আসতে হতো। সাধক রামপ্রসাদ সেন তিনি সকাল বেলায় গঙ্গা স্নান করে মা কালীর পুজোর আয়োজন করতেন এবং গলা ছেড়ে মায়ের গান ধরতেন। মায়ের গান গেয়ে কালী মায়ের মনটাকে নরম করে দিতে পারতেন রামপ্রসাদ। গানের জন্য তিনি একবার বাজার যেতে পারেননি। ঘরে একটি চালও নেই যে ভাত ফুটিয়ে সবাই খাবেন। সাধক রামপ্রসাদ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মায়ের কাছে প্রার্থনা করে বিপদ থেকে উদ্ধার পান।

'ভারতমাতা' চিত্র রচনায় ভগিনী নিবেদিতার অবদান

রবীন্দ্রকুমার শীল

অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের -'ভারত মাতা' চিত্র অঙ্কন করার উৎসাহদাতা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি যদি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভারাতমাতা চিত্র অঙ্কন করতে উৎসাহিত না করতেন তাহলে ভারতমাতার চিত্র কোনও কালেও অঙ্কিত হত না এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উৎসাহিত হত না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে রানী ভবানী মন্দির তৈরি করেছিলেন গভীর জঙ্গলে যা বিপ্লবীদের দ্বারা নির্মিত। মা ভাবানীর পুজোয রত ছিলেন আনন্দমঠ উপন্যাসে দেশ প্রেমিকরা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। আর তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ'কে কেন্দ্র করে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরে মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে না পেরে তিনি প্রকাশ্য রাস্তায় এসে প্রতিবাদ শুরু করেন। রচনা করেছিলেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং ও 'আমার দেশের মাটি' দুটি স্বদেশি সঙ্গীত যা সারা বাংলাকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে উদিপ্ত করতে সাহায্য করে। ঠিক সেই সময়ে শিল্পী অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারত মাতা' ছবিটি চিত্রায়িত করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে আরও তেজদীপ্ত করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও এই ছবি দেখে মোহিত হয়ে পড়েন। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অবস্থিত ব্রতচারি মাঠে 'ভারতমাতা' পুজোর আয়োজন করা হয়। সেই সময়ে স্বদেশি মেলাতে ভারতমাতার ছবি থাকতো। বাগবাজার বারোয়ারি দুর্গা পুজো, সিমলা ব্যায়াম সমিতি এবং মলঙ্গা লেনে মধ্য কলিকাতা ব্যায়াম সমিতির পুজোতে 'ভারতমাতা'র ছবি রাখা হতো। বিপ্লবীরা ভারতমাতা ছবির সমানে, গীতাকে সঙ্গে নিয়ে এবং 'বন্দেমাতরম' গান গেয়ে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হতেন। বিপ্লবী অরবিন্দই তাঁর গুপ্ত সমিতির সদস্যদের ভারতমাতা মন্ত্রে দীক্ষিত করতেন। তিনি ত্যাগের মধ্যে দিয়ে দেশমাতাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন। অরবিন্দের 'মা ভবানী'ই হচ্ছেন একাধারে ভারতমাতা, দেবী দুর্গা। আজকে বিপ্লবীদের দুর্গা উৎসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'ভারতমাতা' চিত্রটি নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হলাম। কারণ অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই দেশমাতাকে পুজোর করার বা ভক্তি করার ধারাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন)

লেখায় এবং রেখায়। লেখায় অর্থাৎ সাহিত্যের মাধ্যমে গল্প রচনার মধ্যে দিয়ে যেমন জাতীয়তাবোধের জাগরণ সৃষ্টি করা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা', স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' এবং শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবি' প্রভৃতি রচনার মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবোধের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় ঠিক তেমনি রেখায় অর্থাৎ ছবির মাধ্যমেও জাতীয়তাবোধকে মূর্ত করে তোলার একটা প্রচেস্টা দেখা দিয়েছিল বিংশ শতব্দীর প্রথম দিকে। তারই সূত্র ধরে এই 'ভারত মাতা'র ছবির বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। এই ভারত মাতা ছবির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের বিমূর্ত রূপ মূর্ত করে তোলার চেষ্টা করেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমরা জানি যে 'বেঙ্গল স্কুল অব পেন্টিং' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নব্যবঙ্গের চিত্রকর অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জল রংয়ের মাধ্যমে ওয়াশ পদ্ধতিতে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য পুরাণ লোক কথাকে খুব সুন্দর ভাবে হ্যাণ্ডমেড পেপারের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় চিত্রকলা তার বিপ্রতীবে ভারতীয় চিত্রকলা চৈত্রশৈলীকে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মাণ করা। এই তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে একটা অদ্ভূত জাতীয়তোবোধ বা জাতীয়তা বাদের উন্মেষ হয়েছিল এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ছিল ভারত মাতার ছবির মাধ্যমে। একটা লেখার থেকেও একটি ছবি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা ছবি অনেক কথা বলতে পারে। অনেক বিমূর্ত জিনিসকে মূর্ত করে তুলতে পারে। সেটা যদি আমরা জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়তাবাদে ব্যবহার করি তাহলে ছবিটা একটা বড় ধরনের হাতিয়ার হয়ে দেখা দেয়। যেমন জনমানসে জাতীয়তাবোধের বা দেশপ্রেমের সঞ্চার করার ক্ষেত্রে আবয়ব দেওয়া খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) যে জাতীয় তাবোধ এবং দেশমাতৃকা বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয়ে উঠল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারত মাতা'র ছবিতে। এই ভারত মাতা ছবি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা খুব সুন্দর কয়েকটি কথা বলেছিলেন। একটা নিরবয়ব ধারনা জাতীয়তাবোধ কীভাবে জনমানসে সঞ্চারিত করা যায় এটা নিয়ে ভগিনী নিবেদিতা ভেবেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ছবি, ভাস্কর্য ইত্যাদি প্রতীকী ভাষার মাধ্যমের সারা দেশের মানুষের মনে পৌছানো যায়। নিবেদিতা একেই বলেন 'চক্ষু সংস্কৃতি' বা "The culture of eye"। তাই তিনি অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতমাতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর মতে ভারতমাতার ছবি ভারতীয় কলাকৃতির ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে। অবনীন্দ্রনাথ ছবির মাধ্যমে একটা মূর্ত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সেটা সেই সময়ে জনমানসে দারুন জনপ্রিয়তা লাভ করে।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গ করলেন সেই বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলন গড়ে উঠল। স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে এই ছবিটি আঁকেন। তখন এই ছবিটির নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গমাতা'। পরে ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে তিনি নাম রাখলেন, 'ভারত মাতা'। কেউ কেউ বলেন, ১৮৩০ সালে ইউজিন দ্যাঁলাক্রোয়ার আঁকা ছবি অবলম্বনে অঙ্কিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'উনবিংশ পুরাণ' গ্রন্থে ভারতমাতা শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও 'ভারতমাতা' নামে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি নাটক অভিনীত হয়। তবে দেশকে মা হিসাবে দেখার চেতনা সেটা ধরা পড়েছিল সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। এটাতেই সবাইকে প্রভাবিত হয়। অবীন্দ্রনাথ দেশ মাতৃকার বিমূর্ত রূপকে মূর্ত করে তুলেছিলেন তাঁর 'ভারতমাতা' ছবিতে যেখানে 'ভারতমাতা' একই সঙ্গে ঐশী শক্তির অধিকারিণী বা দেবী এবং মানবী আবার একই সঙ্গে অপার্থিব এবং লৌকিক। একই সঙ্গে তিনি দেবী আবার একই সঙ্গে তিনি গ্রাম্য রমণীর মতো। তিনি আবার সাধারণ নন। অসাধারণ। অবনীন্দ্র নাথ জল রং ওয়াশ পদ্ধতিতে শান্ত অভয় ও সমৃদ্ধ প্রদানকারী মাতৃদেবীর রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমৃদ্ধি দেবী লক্ষ্মী বা অন্নপূর্ণা রূপে ভারতমাতা শিল্পীর তুলিতে আবির্ভূতা। বিপ্লবী অরবিন্দ ও বাংলার গুপ্ত সমিতি ভারতমাতার মন্ত্রকে গ্রহণ করেই গঠিত হয়েছিল।

১৮৯৯ সালে জাপানী চিত্রশিল্পী ওকাকুরা আসেন ভারত সফরে। কলকাতায় সেই সময়ে সংস্কৃতি কেন্দ্র ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি। বাংলার নবজাগরণে ক্ষেত্রে এই বাড়ির ভূমিকা প্রণিধান যোগ্য। তিনি কলকাতায় এলে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই সভার আয়োজন করেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র এবং তেঘড়িয়ার জমিদার শশীভূষণ রায় চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও এই সভায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় চিত্রশিল্পী ওকাকুরা একটি প্রশ্ন করেন, " ভারতের মহান ঐতিহ্য সত্ত্বেও আজ এদেশ পরাধীন কেন, আর সাহিত্যিকরাই বা কেন এ পরাধীনতা মোচনে নিশ্চিন্ত?" (অগ্নিযুগ)। এই মৃদু ভর্ৎসনা প্রমথনাথের মনকে আঘাত করে। সভার পরে তিনি শিল্পী ওকাকুরার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত স্থির করা হল যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আগে একটি শক্তশালী সংগঠন তৈরি করতে হবে। ভগিনী নিবেদিতা তাতে সায় দিলেন। ফলে দোল পূর্ণিমার দিন ১৯০২ সালে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। সভাপতি হন ব্যারিস্টার পি মিত্র। সহ সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস। কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক হলেন সতীশচন্দ্র বসু। নিবেদিতা ছিলেন গুপ্ত সমিতির পরামর্শদাত্রী।

" Around 1900, the

বিশ্বকবির হাতে গড়া শিল্পী অমিয়া ঠাকুর গানে যেন 'মীরা বাঈ'

বুদ্ধদেব মিশ্র

মাসতুতো বোনেরা নামী অভিনেত্রী, কতবার বলেছেন তুমি ফিল্মে গাইলে কত নাম হবে, অর্থ হবে। সেসব কথায় কর্ণপাত না করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি ফিল্মে গাইলেন সত্যজিতের ছবি কাঞ্চনজঙ্ঘায়। 'এ পরবাসে রবে কে'। সেই গান শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত' এ লিখেছেন, এখনও তাঁর গলায় যা স্বাভাবিকের কাজ বেরোয় তা স্বরলিপি করা তো দূরের কথা, বর্তমান কালের অথরিটিরা কেউ তা নিজের গলায় গেয়ে দেখাতে পারবেন না '। কে তিনি?

বিপুল প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সেই প্রতিভার প্রকাশ জনমানসের কাছে পৌঁছতে বেশ অনেকদিন সময় লাগে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করা, জমিদারির কাজেও ব্যস্ত থাকতে হয়। অনেককিছু জীবন থেকে হারালেও জীবনে থেকে গেল বাঁশিতে ডেকেছে কে'। রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগল তিনি মুখ ফুটে সাধারণত প্রশংসার কথা প্রকাশ করতেন না। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে দিনেন্দ্রনাথকে বললেন আজ অমিয়াকে ' ওগো কাঙাল আমারে' গাইতে বল। অমিয়ার কাছে চমৎকার একটি তথ্য জানা যায় শেষ বয়সে কবির হিন্দি গান শোনার আগ্রহ হয়। একদিন অমিয়ার কাছে শুনতে চাইলেন ' এ শনি শনি চরণ পরসত' । সেই গান শুনে রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ পরে একটি গান তৈরি করলেন। অসাধারণ সেই গানটি হল 'কী ধ্বনি বাজে'। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন অমিয়ারা শান্তি নিকেতনে গিয়ে থাকুন, কিন্তু অমিয়ায শ্বাশুড়ি জোড়াসাঁকোয় থাকতে চেয়েছেন।তাই শান্তি নিকেতনে থাকা হয় নি। কৃষ্ণা রিব্যুঁ প্যারিসে থাকতেন। তিনি একবার এসে কলকাতা থেকে অমিয়ার গান টেপ করে নিয়ে গেলেন। অমিয়ার মনে সংকোচ,বয়স হয়েছে,খালি গলা,কৃষ্ণা অবশ্য কোনও আপত্তি

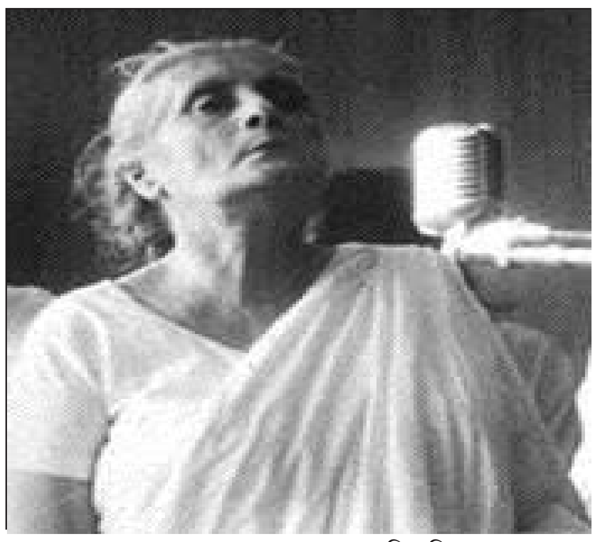

গান। ঠাকুরবাড়ির বধূ হয়ে কিছুটা সবার চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন,স্বামীর আগ্রহ ছিল না সহধর্মিণীর প্রকাশ্যে অভিনয়, গানে। অবশ্য গান শেখায় বাধা ছিল না। ঠাকুরবাড়ির বউ হওয়ার আগেই গানের জন্য সবার চোখে পড়েছিলেন অমিয়া। পিতার আগ্রহে গান শিখেছিলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। আরও আগে যখন অমিয়া যখন বছর ছয় -সাতের, এক ওস্তাদের কাছে গান শিখেছেন, তিনি সারেঙ্গি বাজিয়ে গান শোনাতেন। বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক যোগেন্দ্র কিশোরের কাছে একনাগাড়ে ধ্রুপদ শিখেছেন।

শুধু কি তাই, রবীন্দ্রনাথ অমিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে হয় তাঁর কাছে গান শুনতেন না হলে নিজে শোনা তেন। কবির সত্তর বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে অবশ্য প্রকাশ্যে অমিয়া গেয়েছেন ' মরি লো মরি আমায় শোনেননি। বিদেশ থেকে এল প্রশংসাসূচক চিঠি। ভাষা বোঝে না তবু দরদী সেই কণ্ঠে বিদেশীরা মোহিত হলেন। ঠিক এই সময়ে এলেন সত্যজিৎ রায়, কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবির জন্য একটা গান দরকার খালি গলায় গাইতে হবে। ম্যালে আপন মনে গানটি গাইবেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় 'এ পরবাসে রবে কে'। সেই গান শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। এল পি রেকর্ডে 'পাঞ্চকন্যার' গান ধরে রাখা হল সেখানে অমিয়া গেয়েছিলেন 'বড়ো বিস্ময় লাগে', ও ' তবু মনে রেখো'। সাধে কি দেবব্রত বিশ্বাসের মত রবীন্দ্র সংগীতের প্রখ্যাত গায়ক অমিয়া ঠাকুরকে এমন সার্টিফিকেট দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বাংলায় যে কত প্রতিভা পুনজন্মলাভ করেছে তার ইয়োত্তা নেই। সেই কাদ্দেরণ সবাই তাঁকে কবিগুরু বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ চিন্তিত প্রশাসন

অনিকেত নস্কর

'তৃতীয় সন্তান বোনাস' না জনসংখ্যার নতুন রাজনীতি? ভারতের রাজনীতিতে জনসংখ্যা নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। কখনও ধর্মের ভিত্তিতে, কখনও কর্ম সংস্থানের সংকটের কারণে, কখনও আবার ভোটের সমীকরণে জনসংখ্যা এক অদ্ভুত রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী N. Chandrababu Naidu যখন তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ঘোষণা করলেন, তখন সেই বিতর্ক যেন নতুন মাত্রা পেল। প্রশ্ন উঠল, ভারত কি আবার এমন এক সময়ের দিকে এগোচ্ছে, যেখানে সন্তান জন্ম দেওয়া শুধুই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থাকবে না, বরং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতির অংশ হয়ে উঠবে?

চন্দ্রবাবু নাইডুর এই ঘোষণার পিছনে যুক্তি রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বহু রাজ্যের মতো অন্ধ্রপ্রদেশেও জন্মহার দ্রুত কমছে। তরুণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ভবিষ্যতে কমে যেতে পারে; এই আশঙ্কা থেকেই রাজ্য সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উৎসাহ দিতে চাইছে। বিশ্বের বহু উন্নত দেশও আজ একই সমস্যার মুখোমুখি। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি বা ফ্রান্স; সর্বত্র জন্মহার কমে যাওয়ায় সরকার সন্তান জন্মে আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। ফলে উপরিভাগে দেখলে নাইডুর পরিকল্পনা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভারতের সামাজিক বাস্তবতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিতরে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণার অর্থ অনেক গভীর।

ভারতের মতো দেশে জনসংখ্যা কখনও শুধু পরিসংখ্যান নয়। এটি ক্ষমতার প্রশ্ন, সম্পদের প্রশ্ন, ধর্মীয় পরিচয়ের প্রশ্ন, এমনকি জাতীয়তা বাদের প্রশ্নও। স্বাধীনতার পর একসময় সরকার বলেছিলৃ হাম দো হামারে দো। পরিবার পরিকল্পনা ছিল উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নীতি। জরুরি অবস্থার সময় জোরপূর্বক নির্বীজনের ভয়াবহ স্মৃতি এখনও দেশের রাজনৈতিক চেতনায় জীবন্ত। তারপর ধীরে

ধীরে ভারত বুঝেছিল, জোর করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জন্মহার স্বাভাবিকভাবে কমে আসে। গত কয়েক দশকে ভারত সেই পথেই এগিয়েছে। আজ দেশের মোট প্রজনন হার এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত খুব দ্রুত স্থিতিশীল জনসংখ্যা-র দিকে যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে হঠাৎ করে বেশি সন্তান নেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া কি শুধুই জনসংখ্যাগত উদ্বেগ? নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও বড় রাজনৈতিক হিসাব?

ভারতের রাজনীতিতে ডেমোগ্রাফি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। কোন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বাড়ছে, কোথায় ভোটার সংখ্যা বদলাচ্ছে, কোন অঞ্চলে শ্রমশক্তি কমছে; এসব হিসাব এখন নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে। ফলে তৃতীয় বা চতুর্থ সন্তানের জন্য প্রণোদনা ঘোষণাকে শুধুই পরিবারবান্ধব পদক্ষেপ হিসেবে দেখা কঠিন। কারণ এই ধরনের নীতি সমাজে এক নতুন মনস্তত্ত্ব তৈরি করে। মানুষ ভাবতে শুরু করে, সন্তান জন্ম দেওয়া আর নিছক ব্যক্তিগত বিষয় নয়; এটি রাষ্ট্রের প্রত্যাশা। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, এই নীতির প্রভাব কার উপর সবচেয়ে বেশি পড়বে? বাস্তব বলছে, অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল মানুষ সাধারণত কম সন্তান নেন। শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, চাকরি; সব মিলিয়ে সন্তান প্রতিপালনের খরচ এত বেশি যে অনেকেই এক বা দুই সন্তানের বেশি ভাবেন না। ফলে সরকারি প্রণোদনার টান মূলত কাজ করবে দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর। অর্থাৎ যাদের আর্থিক নিরাপত্তা কম, যাদের সামাজিক সুরক্ষা দুর্বল, তারাই হয়তো এই প্রণোদনার কারণে বেশি সন্তান নেওয়ার কথা ভাববেন।

এখানেই তৈরি হয় বিপজ্জনক বৈপরীত্য। একদিকে সরকার বলছে কর্মসংস্থান কম, সম্পদের চাপ বাড়ছে, জল-খাদ্য-বাসস্থানের সংকট তীব্র হচ্ছে; অন্যদিকে আবার বেশি সন্তান নিতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই দ্বিচারিতা শুধু প্রশাসনিক নয়, নৈতিকও। কারণ কোনও সরকার যদি সত্যিই চায় যে মানুষ বেশি সন্তান নিক, তাহলে তার আগে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা, সুলভ স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিশুপুষ্টি, নারীর নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা। শুধুমাত্র আর্থিক অনুদান দিয়ে জনসংখ্যা বাড়ানো যায়, কিন্তু সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা যায় না। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারীর স্বাধীনতা। ভারতীয় সমাজে এখনও বহু নারী নিজের ইচ্ছায় মাতৃত্বের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। পরিবার, সামাজিক চাপ এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা তাঁদের জীবনের পথ নির্ধারণ করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার যদি তবেশি সন্তানদকে উৎসাহিত করে, তাহলে সেই চাপ আরও বাড়তে পারে। বিশেষত গ্রামীণ সমাজে নারীরা আবারও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রদ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বেন। উন্নয়নের আসল সূচক তো নারীর স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা। সেখানে দাঁড়িয়ে এমন নীতি কি পিছিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত নয়? তবে এটাও সত্য, ভারতের জনসংখ্যা বিতর্ক আজ এক নতুন বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘদিন ধরে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয় দেখানো হলেও এখন অনেক রাজ্যে জন্মহার দ্রুত কমছে। কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ; এই রাজ্যগুলিতে তরুণ জন সংখ্যার হার ভবিষ্যতে কমে যেতে পারে। ফলে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর চাপ বাড়বে। অর্থনীতি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি কমে যেতে পারে। এই উদ্বেগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু তার সমাধান কি শুধু আরও সন্তান নেওয়া? বিশ্বের অভিজ্ঞতা বলছে, বিষয়টি অনেক জটিল। জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ায় বিপুল আর্থিক প্রণোদনা দিয়েও জন্মহার খুব বেশি বাড়ানো যায়নি। কারণ মানুষ শুধু অর্থের জন্য সন্তান নেয় না। তারা ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, জীবনের মান রাখে।

সম্পাদক কবি নজরুল

রানা সেনগুপ্ত

সম্পাদক নজরুল ও লাঙল পত্রিকা। তারিখটা ১ পৌষ ১৩৩২, ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫। কলকাতা থেকে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে প্রকাশিত হল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। শ্রমিক -প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায় নামের শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের মুখপত্র এই সাপ্তাহিকের নাম, ' লাঙল '। পত্রিকার প্রচ্ছদে সম্পাদক হিসেবে মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও, সাহিত্যের অনুসন্ধানীরা জানেন, দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায়। এই সংবাদপত্রের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন নজরুল ও স্বনামধন্য মুজফ্‌ফর আহমেদ। এই পত্রিকা শ্রমিক-কৃষকের সমস্যা নিয়ে কথা বলার স্পর্ধা দেখায়। ব্রিটিশ সরকার নবযুগের জানাত বাজেয়াপ্ত করে। শেষে পত্রিকা মালিকের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে নজরুল ও মুজাফফর আহমেদ, দুই যুগ্ম সম্পাদকই নবযুগ ছাড়েন। জানাচ্ছেন নেছার আহমদ, দৈনিক আজাদী পত্রিকার পাতায়। নজরুল

আসলে 'লাঙল'র সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তবে পত্রিকায় তাঁর পদের নাম, ' প্রধান পরিচালক'। এই পত্রিকার সম্পাদক ও আসলে তিনিই। প্রকাশ পাওয়া মাত্র লাঙল চারিদিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একদিনের ভেতর ৫০০০ কপি বিক্রি হয়। মফস্বলে, এমনকি কলকাতার সর্বত্র এই পত্রিকা পাঠানো হয়ে ওঠেনি, দ্বিতীয় সংখ্যায় জানিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ, কেন এত কপি বিক্রি হয়, কি ছিল লাঙল-র প্রথম সংখ্যায়?

নজরুলের সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি বা প্রথম মুদ্রিত রচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'সওগাত'-এ। তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু ১৯২০ সালের ১২ জুলাই প্রকাশিত এ কে ফজলুল হকের মালিকানাধীন সান্ধ্য দৈনিক সেবক পত্রিকাতেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন।

তাঁর একক সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ' ধূমকেতু' । ১৯২২ সালের অগাস্টে প্রকাশিত এই অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায়, মহরম বা ৮ নভেম্বর সংখ্যায় , 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখা ও ক্ষুদিরাম বসুর ছবি ছাপানো ও তীব্র রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের দায়ে তিনি গ্রেপ্তার করা হয়। কবি নজরুলকে আলিপুর জেলে আটকে াদ্দরখা হয়েছিল। সেই মসয়ে তিনি একটি জবানবন্দি প্রকাশ করে ছিলেন যা আদালত কক্ষে বিচারপতির সমানে পাঠ করে তাক লাগিয়ে দেন। বিচারপতি পর্যন্ত কবির লেখনির প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কপাল খুলছে মালদার! আন্তর্জাতিকমানের নতুন এয়ারপোর্ট তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৯ মে ঃ মালদা দীর্ঘদিনের বিমান পরিষেবার স্বপ্ন ফের নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছে। বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা পুরনো বিমানবন্দর কার্যত বড় বিমান ওঠানামার অযোগ্য হয়ে পড়ায় এবার নতুন জায়গায় আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। নতুন সরকার গঠনের পর বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে তৎপরতা শুরু হওয়ায় আশায় বুক বাঁধছেন জেলার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল। বর্তমানে মালদা শহরের গা ঘেঁষে থাকা পুরনো বিমানবন্দরে সামান্য কিছু পরিকাঠামো তৈরি হলেও বড় বিমান পরিষেবা চালু করা সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছিল এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞ দল। এছাড়াও বিমানবন্দরের চারপাশে অনুমতি ছাড়াই বহু বহুতল ভবন গজিয়ে উঠেছে। পাশাপাশি রানওয়ের দৈর্ঘ্যও বড় বিমান ওঠানামার জন্য পর্যাপ্ত নয়। সব মিলিয়ে বর্তমান বিমানবন্দরকে আধুনিক বিমান পরিষেবার উপযোগী করে তোলা কার্যত অসম্ভব বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিমানবন্দর তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই মালদহের বিভিন্ন এলাকায় জমি খোঁজার কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বিমান সংস্থার কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, গাজোল, আটমাইল এবং নারায়নপুর এই তিনটি এলাকায় সম্ভাব্য জমি চিহ্নিত করে পরিদর্শন করা হয়েছে। মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, আগের বিমানবন্দরটি বড় বিমান পরিষেবার জন্য উপযুক্ত নয় বলে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছিল। তাই নতুন এয়ারপোর্ট তৈরির জন্য জমি খোঁজা হচ্ছে। ছোটখাটো নয়, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক মানের এয়ারপোর্ট করা হবে মালদা। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। তিনি দ্রুত বিমান পরিষেবা চালুর ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, মালদা বিমান পরিষেবা চালু হলে জেলার বাণিজ্যিক ও শিল্পোন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। বহুদিন ধরেই জেলাবাসীর এই দাবি ছিল। এখন নতুন বিমানবন্দরের জন্য জায়গা খোঁজা শুরু হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। নতুন আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর গড়ে উঠলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি কৃষি, রপ্তানি, পর্যটন ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও বড়সড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে মালদা নতুন বিমানবন্দর তৈরির সম্ভাবনা ঘিরে জেলাজুড়ে এখন নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৩৪২০২ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি০৪০৫৪২
রেজি. অফিসঃ ডানকান হাউজ, ৩১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নংঃ (০৩৩) ২২৩০৮৫১৫
ই-মেলঃ secretarial.qcml@rpsg.in ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in

নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছর ও ত্রৈমাসিকের জন্য

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: মার্চ ৩১, ২০২৬ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: মার্চ ৩১, ২০২৫ নিরীক্ষিত	অর্ধ বছর সমাপ্তি: মার্চ ৩১, ২০২৬ নিরীক্ষিত	অর্ধ বছর সমাপ্তি: মার্চ ৩১, ২০২৪ নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৯৮.৫১	২,৭০৩.৩৮	২,২১৬.৭৩	৩,১৩৫.০৪	২,৫৮১.১২
২.	কর-পূর্ব মুনাফা / (ক্ষতি)	৭৩.১৩	২,৬৮২.৫২	২,১৯৯.১৫	৩,০৬২.৯৫	২,৫৩৭.১২
৩.	নিট মুনাফা / (ক্ষতি) সাধারণ কার্যক্রম হতে কর-পরবর্তী	৫৩.০০	২,০৭০.০৭	১,৭০৯.১২	২,৩৫২.৯৫	১,৯৬২.৫৭
৪.	মোট সামগ্রিক আয় / (ক্ষতি) (কর-পরবর্তী)	(১১৬৩৫.১২)	(১১২২৯.৯১)	(৪৮২৩.৩৭)	(২৭০১৯.৮৪)	৩৩৯৪১.১৮
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	১০৪০৬৩.৫০	১৩১৩৩৩.৩৪
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (অব্যাহত ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য) (প্রতিটি ১০ টাকা প্রতিটি) ক) মৌলিক (টাকা)	০.৫৩	২০.৭০	১৭.০৯	২৩.৫৩	১৯.৬৩
	খ) মিশ্রিত (টাকা)	০.৫৩	২০.৭০	১৭.০৯	২৩.৫৩	১৯.৬৩

মন্তব্যঃ
১ এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর বিধি ৩৩ ও ৫২-এর আবশ্যকতা অনুযায়ী প্রস্তুত ও উপস্থাপিত উপরোক্ত ফলাফলসমূহ ২৯শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অডিট কমিটির সভায় পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ওই একই তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২ এই নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলসমূহ, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১৩৩ ধারার অধীনে নির্ধারিত এবং তসংক্রান্ত জারিকৃত প্রাসঙ্গিক বিধিমালাসহ পঠিত-কোম্পানি (ভারতীয় হিসাবমান) বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত) Ind AS-এ বর্ণিত স্বীকৃতি ও পরিমাপের নীতিসমূহ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩ এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী আবশ্যক শর্তাবলি মেনে, নিরীক্ষকগণ ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের উল্লিখিত আর্থিক ফলাফলের ওপর নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছেন উক্ত প্রতিবেদনটি পরিচালনা পর্ষদের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং পর্ষদ তা আমলে গ্রহণ করেছে।
৪ কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশটি কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত, বিতরণের জন্য লভ্য মুনাফার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে। ২৯শে মে, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য-বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের শর্তসাপেক্ষে-১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইকুইটি শেয়ারের বিপরীতে ২.৫০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে, এর ফলে ২৫০ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ ব্যয় হবে।
৫ ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানসমূহ হলো-সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছর-থেকে-তারিখ পরিসংখ্যানের মধ্যবর্তী ভারসাম্যমূলক পরিসংখ্যান।
৬ Ind AS ১০৮ - 'অপারেটিং বিভাগ' অনুযায়ী, কোম্পানির শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে। তাই Ind AS ১০৮ - 'অপারেটিং বিভাগ'-এর অধীনে প্রয়োজনীয় প্রকাশ প্রযোজ্য নয়।
৭ ২০২১ সালের ২১শে নভেম্বর, ভারত সরকার ২৯টি শ্রম আইনকে একীভূত করে চারটি নতুন শ্রম সংহিতা (মজুরি সংহিতা, ২০১৯ সামাজিক নিরাপত্তা সংহিতা, ২০২০ শিল্প সম্পর্ক সংহিতা, ২০২০ এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ সংহিতা, ২০২০) প্রজ্ঞাপিত করে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তনগুলোর ফলে সৃষ্ট আর্থিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং তা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে খসড়া কেন্দ্রীয় বিধিমালা ও 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি' (FAQs) প্রকাশ করেছে। 'ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া'-এর জারিকৃত নির্দেশিকা ও FAQs অনুযায়ী, নতুন শ্রম বিধিমালাটি ২০২১ সালের ২১শে নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালাগুলোর আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়ার একমাত্র কারণে এর কার্যকারিতা বা প্রভাব সাধারণত স্থগিত থাকে না।
ফলস্বরূপ, কোম্পানি একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত পরিবর্তনসমূহের প্রভাব বিবেচনা করেছে সেই অনুযায়ী, 'কর্মচারি সুবিধাদি ব্যয়' শিরোনামের অধীনে গ্র্যাচুইটি বাবদ ১.০৬ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হিসাবভুক্ত করেছে। কোম্পানিটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিধিমালা চূড়ান্তকরণের বিষয়টি এবং শ্রম সংহিতার অন্যান্য দিক সম্পর্কিত সরকারি ব্যাখ্যা বা স্পষ্টীকরণসমূহ পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী, এই সংক্রান্ত যেকোনো অগ্রগতি হিসাবভুক্ত করবে।

কোয়েস্ট ক্যাপিটালস্ মার্কেটস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল কুমার সাঙ্গানেরিয়া
(ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০৩৫৬৮৬৪৮

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯শে মে, ২০২৬

আধুনিক কোচ পুনর্বাসনে এগিয়ে চলেছে নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ

মালিগাঁও, ২৯ মে ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙাইগাঁওস্থিত ক্যারেজ ও ওয়াগন ওয়ার্কশপ উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে, যা আধুনিকীকরণ, সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং পরিচালনগত উৎকর্ষের

প্রতি ধারাবাহিক মনোযোগেরই প্রতিফলন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যতম প্রধান সাফল্যগুলির মধ্যে একটি হলো, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপে লিঙ্কে-হফম্যান-বুশ (এলএইচবি) কোচগুলির 'মিড-লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন' (এমএলআর) কাজ সফলভাবে শুরু করা। এই কাজটি যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য, পরিচালনগত সুরক্ষা এবং আধুনিক কোচিং স্টকের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রথম এমএলআর কোচটির নির্মাণকাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং শীঘ্রই এটি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা এই ওয়ার্কশপের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হবে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ এলএইচবি কোচের লোড টেস্টিং সুবিধাটি সফলভাবে স্থাপন ও চালু করেছে। এই সুবিধার সাথে, এখন লোডথাকা অবস্থায় বগির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারের যাচাই পরীক্ষা এখন প্রেরণের পূর্বেই করা হচ্ছে, যাতে ওভারহলকৃত এলএইচবি বগিগুলির অধিক নির্ভরযোগ্যতা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং উন্নত সুরক্ষা মানদণ্ড নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া, এই ওয়ার্কশপ এলএইচবি বগি ফ্রেম ও বোলস্টারের জন্য শট ব্লাস্টিং মেশিনও চালু করেছে। এই পদক্ষেপের ফলে উন্নত মানের সারফেস ফিনিশসহ মেকানাইজড শট ব্লাস্টিং সম্ভব হয়েছে, যার ফলে রক্ষণাবেক্ষণের উন্নত মানদণ্ড ও পরিচালন দক্ষতায় উন্নতি হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি সমগ্র উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং সমগ্র জোন জুড়ে রেল পরিকাঠামো শক্তিশালী করার প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের হিন্দি কর্মশালার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মে ঃ আজ, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের উত্তর ২৪ পরগনা আঞ্চলিক কার্যালয় জিলা পরিষদ ভবনে শাখা ব্যবস্থাপকদের জন্য একটি জমকালো এক-দিনের হিন্দি কর্মশালা-সহ-সম্মেলনের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক প্রধান সুজিত কুমার। কলকাতা স্থিত কেন্দ্রীয় অনুবাদ ব্যুরোর প্রাক্তন কেন্দ্র-প্রভারী এবং বরিষ্ঠ উপদেষ্টা নবীন প্রজাপতি এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই অঞ্চলের এবং এর অধীনস্থ ৮৯টি শাখার প্রধানগণ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। আঞ্চলিক প্রধান কর্তৃক প্রধান অতিথিকে একটি চারাগাছ ও একটি স্মারক উপহার প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তাঁর স্বাগত ভাষণে তিনি আজকের অনুষ্ঠানের তাৎপর্য এবং হিন্দি ভাষার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ব্যাংকিং কার্যক্রম হিন্দিতে পরিচালনা করা কেবল একটি সাংবিধানিক প্রত্যাশাই নয়, বরং এটি একটি ব্যবসায়িক আবশ্যকতাও বটে। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, অংশগ্রহণকারীরা এই কর্মশালা থেকে উপকৃত হবেন এবং তাঁদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে হিন্দি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। এরপর, নবীন প্রজাপতি একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে 'রাজভাষা রূপায়ণ-সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক একটি অধিবেশন পরিচালনা করেন। তিনি রাজভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মাবলী ও আইন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরে রাজভাষা রূপায়ণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য বেশ কিছু বাস্তবসম্মত সমাধানের পরামর্শ দেন। পরিশেষে, সহকারী মহাব্যবস্থাপক বিজয় যাদব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শাখা ব্যবস্থাপকদের তাঁদের প্রাত্যহিক

কাজকর্ম হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষায় সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহিত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বরিষ্ঠ ব্যবস্থাপক (রাজভাষা) উজ্জ্বল কুমার সাহু।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary IT Infrastructural arrangement for the programme to be attended by VVIP at Lok Bhaban, on 01.06.2026" **[Job No. KIT/RW/038 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-022/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **30.05.2026 up to 05.00 PM**
2. Name of Work: "Provision for temporary Hi-speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP at Lok Bhaban, on 01.06.2026" **[Job No. KIT/RW/039 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-023/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **30.05.2026 up to 05.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ১৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ০৫-এপি-II-২০২৬। **কাজের নামঃ** এসএসই/ডব্লিউ/কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে কলোনি এবং এসএসই/ডব্লিউ/II/আলিপুরদুয়ার জংশন, কোচবিহার, দিনহাতা এবং বামনহাট স্টেশন-এর অধীনে কলোনি এবং এসএসই/ডব্লিউ/I/আলিপুরদুয়ার জংশন, আলিপুরদুয়ার স্টেশন অধিক্ষেত্রের অধীনে এসএসই/ডব্লিউ/I/আলিপুরদুয়ার জংশনে ২৪ মাসের জন্য পানি সরবরাহের ভাল্বসমূহের পরিচালনা ও ইলেক্ট্রো-ক্লোরিনেটর্স -এর রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯২,৪৯,৩৩৩.৮০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৮৫,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৭-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Rathin Bagdi @ Ratin,** Father's Name - **Naren Bagdi**, of Vill- Ganeshpur, 3rd Ghori, PS - Kakdwip, Dist - North 24 Parganas, who has been missing Since 10.03.2026, at about 02.00 hrs, Residence under Budbud PS, Description of this missing person is: **Age -** 17 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet 5 Inch, **Wearing** - Blue T-shirt & Black half pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA- D759(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum Notice of
e-NIT No.: 01/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027

With reference to above NIT the following change has been made. Please read end date & time of Online Bid submission is 10/06/2026 Time 13.00 hrs. in place of 27/05/2026 Time 15.00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-62)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T8867(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
1st Corrigendum of
e-NIT No: EE-IX/T-01 of 2026-27

With reference to above NIT the following change has been made. Please read last date & time limit of Online tender submission is 05.06.2026 upto 15:00 hrs. in place of 25.05.2026 upto 15:00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-53)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T8865(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Un-identified Female Dead body**, found on 10.05.2026,at about 06.15 hrs, Lying inside the track on M/L at KM Post No. 6/25B-6/33 in between Belur - Bally, Near Belur Station, Description of this Dead body is: **Age**-45 Yrs (approx), **Sex:** Female, **Height-** 5 Feet 3 Inch, **Complexion**-Fair, **Build-**Medium, **Hair-**White, **Wearing-** Yellow petticoat, Blue stole, Red Blouse. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D762(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work **"Proposal for installation of 2 nos. automatic bed-cum-passenger lift replacing of existing Lifts at IBTMIH, Kolkata." e-NIQ No. :- WBPWD/EE/KNHED/NIQ-01/2026-27. Tender Id : 2026_WBPWD_5013827_1.** Submission Closing Date extended from **28/05/2026 to 10/06/2026. http://wbtenders.gov.in** Sd/- S.Chakraborty/EE/KNHED/PW Dte./Govt. of W.B. ICA- T8895(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/Ulu Hwy Sub-Div, P.W.R.D invites 1 No. of online quotation for various works as per work schedule vide **e-NIQ No.03 of 2026-2027/AE/ULHSD.** Tender ID : 2026_WBPWD_5014648_1. Bid Submission Start Date (Online) : 28.05.2026 from 10:00 Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 10.06.2026 up to 14:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in **www.wbpwd.gov.in**
Sd/- AE/ULHSD/PWRD. ICA- T8898(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
QUOTATION NOTICE

Corrigendum notice against Quotation Invited by the Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division, Govt. of W.B. vide NOTICE INVITING E-QUOTATION No. WBPWD/EE/BKPD/NIeQ-02/2026-27 Of Executive Engineer, P.W.D., Barrackpur Division for the work of Supplying of Security Personnel (without Arms) on purely temporary basis for guarding to the Office, Stack yard godown and entire campus of Barrackpur Division & Barrackpur Sub-Division-I, II & III at Gandhi Ghat Barrackpur during the year 2026-27. Bid Submission start Date: 12.05.2026, Bid Submission Closing Date: 12.06.2026, Quotation ID: 2026_WBPWD_5013907_1. Intending quotationer are requested to visit the website http://wbpwd.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division ICA- T8926(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI& DD.e-NIQ

e-Quotation is invited by the Executive Engineer (A-M), Kolkata (AM) Resources Division, Kolkata, against Tender Ref. No. WRDD/EE(AM)/KOL(AM) RES./eNIQ-01of 2026-27 for the Work of Comprehensive AMC with cleaning for Computer Hardware, Peripherals & Laptop at WRI& D Department. **Last Date & Time of submission of online bid: 08.06.2026 up to 4.00PM**. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Tender ID: 2026_WRDD_1025707_1.
Sd/-
Executive Engineer (AM)
Kolkata(AM) Resources Division
ICA- T8872(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

The Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte. invites eNIQ for "Annual comprehensive maintenance of Fire Detection and Alarm System of Vidyasagar SGH, Behala, South 24 Parganas" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5014708_1. Last date of submissions - 16/06/26 upto 12.00 Noon. All documents can be seen / obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte. ICA- T8925(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/KMCESD/PWDte. invite online tender for the work of " Through repair and rehabilitation of the distressed/dilapidated condition of inside and out side portion Regional institute of Opthalmology RIO Building during the year 2023-24 under Medical College & Hospital, Kolkata---Fire Detection System work." NIQ No. WBPWD/AE/KMCESD/NIQ-09/2026-27, Tender Id.: 2026_WBPWD_5014651_1. Bid Submission Start Date: 03/06/2026. Bid Submission Closing Date: 10/06/2026 up to 01:00 P.M. Sd/- A. Bose/AE/KMCESD/PWDte/Govt. of W.B.

ICA- T8886(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Contai Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Dte at Contai, district Purba Medinipur invites e-Tender No.01 of 2026-27 for 2 (Two) nos. work related to civil works. Tender ID : 2026_WBPWD_5014697 Bid submission closing date 16/06/2026 upto11.00 hrs. (online). Details will be available at **http://etender.gov.in**, **www.wbpwd.gov.in** & this office Notice Board. Further detail information shall be available from the office of the undersigned from 11:00 A.M. to 4:00 P.M. on any working day. Sd/- Sujit Mondal Assistant Engineer, Contai Highway Sub-Divn. P.W. (Roads) Dte.

ICA- T8931(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE

NIeT vide Tender Reference No: WBPWD/AE/LB/NIeT-01/2026-2027 of AE, PWD, Lalbazar Sub-Division, has been invited through Online mode. Tender ID: 2026_WBPWD_5014501_1. Name of Works: Thorough repairing and painting, replacement of existing false ceiling and construction of storage of the Chamber of Addl CP III at Main Building within the compound of lalbazar Kolkata police head quarter, during the year 2026-27 (Rs. 2,50,687.00), Tender ID: 2026_WBPWD_5014501_2. Name of Works: Emergent refilling & supply various types of fire extinguishers erected at different floors of KIT bldg, KIT Annexe bldg, Civil Defence bldg, Burrabazar PS, Excise bldg, 12 Married Sergeant quarter and Hare St. PS building under City division, PWD during the year 2026-27 (Rs. 3,71,539.00). Tender ID: 2026_WBPWD_5014501_3. Name of Works: Construction of MCV Protecting shed at different location within the compound of Lalbazar Kolkata police head quarter, PWD during the year 2026-27 (Rs. 1,34,284.00). Date of Submission start: 02.06.2026 at 11:00 A.M. onwards). Date of Submission end: 25.06.2026 at 03:00 P.M.) Sd/- Assistant Engineer, Lalbazar Sub-Division, Public Works Directorate ICA- T8891(1)/2026

শ্রী তুলসি অনলাইন.কম লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৯৯৯৯৯ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৫৫৭৬
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা-৭০০ ০০১, ফোনঃ ০৩৩-২২৬২৪৭১৭
ইমেলঃ investors@shreetulsionline.com, ওয়েবসাইটঃ www.shreetulsionline.com

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ প্রান্তিক ও পূর্ণ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ প্রান্তিক এবং আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং **২৯শে মে ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
উক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহ এবং তসংক্রান্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট-যথাঃ www.cse-india.com এবং www.msei.in--এ উপলব্ধ রয়েছে। এছাড়া, এটি কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট https://www.shreetulsionline.com/Disclosures-SEBI.html-এও পাওয়া যাবে এবং এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত লিঙ্কের মাধ্যমে কিংবা কিউআর কোড স্ক্যান করার মাধ্যমেও এটি দেখা যাবে।

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো চালু

এসইবিআই সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/1/3750/ 2026, তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী, একটি বিশেষ উইন্ডো পুনরায় চালু করা হয়েছে, যা ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত ১ (এক) বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। এর উদ্দেশ্য হলো সেই সকল ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের ট্রান্সফার ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন সহজতর করা, যেগুলি ০১ এপ্রিল ২০১৯-এর পূর্বে বিক্রি/ক্রয় করা হয়েছিল এবং যেগুলি নথিপত্রের ঘাটতি, প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত / ফেরত / অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। শেয়ারহোল্ডাররা মূল শেয়ার সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর নিকট পাঠাতে পারেনঃ **মেসার্স আড্রোইত কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড,** ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিজ এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯, ফোন) (০৩৩) ৪২২৭০৪০০, ইমেলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইটঃ www.adroitcorporate.com অথবা প্রসেসিং সংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানিকে investors@shreetulsionline.com ইমেলে যোগাযোগ করতে পারেন। নথি জমা দেওয়ার পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ উল্লিখিত সার্কুলারটি পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্রী তুলসি অনলাইন.কম লিমিটেড-এর পক্ষে
বিনোদ কুমার বোথরা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০০৭৮০৮৪৮

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯শে মে, ২০২৬

এলএমজে সার্ভিসেস লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, চতুর্থ তলা, টেলিফোন ভবন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১
ইমেইলঃ admin@lmjgroup.in CIN: L93000WB1983PLC035807

৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩ মাস শেষে: ৩১মার্চ ২৬ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে: ৩১ডিসেম্বর ২৬ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে: ৩১মার্চ ২৫ পরীক্ষিত	বছর শেষে: ৩১মার্চ ২৬ পরীক্ষিত	বছর শেষে: ৩১মার্চ ২৫ পরীক্ষিত
১. কারবার থেকে মোট আয়	১৬৪৫৭.৪১	১৭,৮৮৪.০৪	১২,১০১.০০	৫৯,৪৩১.৩৯	৪৬,০১৩.০৪
২. সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে,ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম)	১৪৯.৬৪	২৩১.৪৬	১৩৮.৩৬	৬৪৫.০৩	৫৬৫.৯৯
৩. সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি- অসাধারণ আইটেমের পরে)	১৪৯.৬৪	২৩১.৪৬	১৩৮.৩৬	৬৪৫.০৩	৫৬৫.৯৯
৪. সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি- অসাধারন আইটেমের পরে)	১৬৬.৩৮	১৬৩.৩১	১৪২.৪৯	৫৪১.৬২	৪৭০.৯৫
৫. সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত] পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৬৬.৩৮	১৬৩.৩১	১৪২.৪৯	৫৪১.৬২	৪৭০.৯৫
৬. ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০টাকা প্রতি)	১৫৯.২	১৫৯.২	১৫৯.২	১৫৯.২	১৫৯.২
৭. শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) মূল ও মিশ্র (বার্ষিকীকৃত নয়)	১০.৪৫	১০.২৬	৮.৯৫	৩৪.০২	২৯.৫৭

মন্তব্যঃ উপরোক্ত অংশটি ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস মাত্র যা SEBI(তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর বিধি ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

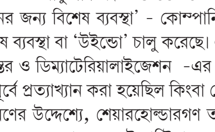

এল এম জে সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
(স্বাক্ষরিত /-) সারং জৈন
এমডি
DIN: 06812172

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৬

PROCUREMENT OF CONNECTORS FOR 33 KV & 400 KV CT AT BKTPP SWITCHYARD UNDER EMOPH

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5540, Dtd: 27/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4170/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BkTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of connectors for 33 KV & 400 KV CT at BkTPP switchyard under EMOPH". Tender document download start date:** 01-06-2026, 10:00 AM, **Bid submission end date:** 15-06-2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. S. Dasgupta, DGM (Purchase), BkTPS. **Contact No.:** 8336903911. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T8918(2)/2026

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ঠিকার জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পিএনইউ-এলএমজি-০৬-২০২৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ ১০-০৬-২০২৬** তারিখের **১২.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১০-০৬-২০২৬** তারিখের **১২.৫০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-এনজিএএন-টিওআই-৩৯-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নগাওঁ স্টেশনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/২	পিএনইউ-এলএমজি-বিএক্সজে-টিওআই-৬২-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	বোকাজান রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেটের ব্যবস্থা।
এএ/৩	পিএনইউ-এলএমজি-কেডব্লিউএম-টিওআই-৪৫-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	কামপুর স্টেশনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L24239WB1980PLC032554
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৭ই নীলাম্বর বিল্ডিং, ২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি,
কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোনঃ ০৩৩-২২৮৭ ৫০৭৩ / ২২৪০ ৩৩০৬
ওয়েবসাইটঃ www.vcmil.com ই-মেইলঃ companysecretary@groupmanjushree.com

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

লক্ষ টাকায় (শেয়ার-প্রতি তথ্য ব্যতীত)

বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬ (পরীক্ষিত)	আগের তিন মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর, তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্তমান সময়ের জন্য বছরের শুরু থেকে এযাবৎকালের পরিসংখ্যান ৩১.০৩.২০২৬ (পরীক্ষিত)	সমাপ্ত পূর্ববর্তী সময়ের জন্য বছরের শুরু থেকে এযাবৎকালের পরিসংখ্যান ৩১.০৩.২০২৫ (পরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব থেকে আয় (নেট)	০.৬৯	০.৪০	১৭.৬৮	২৩৭.০০	৪৬.০৩
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	(৯.৬৭)	(৩.৪৮)	(১০.৬০)	২১২.০৫	১৩.১১
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	(৭১.৩৫)	(৬৫.৯৬)	(৭৭.২১)	(২৫৩.৪৬)	(২৩৬.২৬)
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	--	--	--	--	--
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০
সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	--	১০৯.৪৩	(৯৩.৮১)
৮ শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিক নয়) ক) মূল	(০.৯৫)	(০.৮৩)	(৩.০৯)	৪৫.১৭	২.১৮
খ) মিশ্র	(০.৯৫)	(০.৮৩)	(৩.০৯)	৪৫.১৭	২.১৮

মন্তব্যঃ
(ক) উপরোক্ত অংশটি ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও আর্থিক বছরের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ মাত্র যা SEBI (LODR) Regulations, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি The Calcutta Stock Exchange-এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.vcmil.com-এ পাওয়া যাবে।

বিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দীপক কুমার শর্মা
পরিচালক
DIN: 02555564

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯.০৫.২০২৫

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড

CIN: L17297WB1981PLC034226
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ কক্ষ নং ৪০৭, ৪র্থ তলা, প্রাঙ্গণ নং ৪ ক্লাইভ রো, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১,
টেলিফোনঃ + (৯১)-(০৩৩)-২২৬২৩০৫৬, ইমেলঃ investors@mavensbiotech.com, ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ প্রান্তিক এবং পূর্ণ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

পরিচালনা পর্ষদ, অডিট কমিটির সুপারিশ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে, গত ২৯ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের সভায় ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ প্রান্তিক এবং পূর্ণ বছরের স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উল্লিখিত ফলাফলের ওপর একটি সংশোধনীমুক্ত মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান করেছেন। এই তথ্যটি কোম্পানির ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটঃ www.cse-india.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।
এই আর্থিক ফলাফলসমূহ প্রদত্ত লিঙ্কটির মাধ্যমে অথবা এর সাথে সংযুক্ত QR কোডটি স্ক্যান করার মাধ্যমে দেখা যাবে।

বিজ্ঞপ্তি
(কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য)

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের SEBI সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর বিধান অনুযায়ী-যার শিরোনাম হলো 'বিনিয়োগ সহজীকরণ - ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা' - কোম্পানির যেসকল শেয়ারহোল্ডার ভৌত বা কাগজি আকারে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যেঃ SEBI ১ (এক) বছরের মেয়াদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা 'উইন্ডো' চালু করেছে। এই মেয়াদটি ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারগণ সেইসব ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন -এর জন্য আবেদন করতে পারবেন, যা ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে কেনা বা বিক্রি করা হয়েছিল অথবা সেইসব হস্তান্তরের অনুরোধের ক্ষেত্রেও আবেদন করা যাবে, যা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কিংবা ফেরত পাঠানো হয়েছিল (যেমন - কাগজপত্র বা নথিপত্রের ঘাটতি, প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে যেগুলোর নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি)। এই প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে, শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের নথিপত্র এবং শেয়ারের মূল সনদপত্র(গুলি) কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট - মেসার্স অ্যাডরয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রা. লি., ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৫৯, ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০। ইমেইলঃ info@adroitcorporate.com। ওয়েবসাইটঃ www.adroitcorporate.com। নথিপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ উল্লিখিত সার্কুলারটি ভালোভাবে দেখে নেন। শেয়ারহোল্ডারগণ আমাদের সাথে investors@mavensbiotech.com ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড-এর পক্ষে,
জয় প্রকাশ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও
DIN:02525414

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯ মে, ২০২৬

দেশ-বিদেশ

মৌলবাদীদের চাপে থমকাল মারিয়ম সরকার! লাহোরে নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত

লাহোর, ২৯ মে ঃ পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত লাহোরে ফেরানো হচ্ছিল অতীতের বহু ঐতিহাসিক নাম। দেশভাগের আগে যে শহরের অলিগলি, রাস্তা, মহল্লা এবং বাজারজুড়ে ছিল হিন্দু ও শিখ ঐতিহ্যের ছাপ, সেই পুরনো পরিচয় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মারিয়ম নওয়াজ। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হওয়া বিতর্ক, মৌলবাদীদের তীব্র প্রতিবাদ এবং কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হল পাকিস্তান সরকার। আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে লাহোরের একাধিক এলাকার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। ফলে ইসলামপুরার নাম আর কৃষ্ণনগর হচ্ছে না, বাবরি মসজিদ চকও বদলে জৈন মন্দির চক হচ্ছে না। এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে পাকিস্তানের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের প্রশ্নে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। একদিকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের দাবি, অন্যদিকে ধর্মীয় আবেগ এবং রাজনৈতিক চাপ- এই দুইয়ের সংঘাতে কার্যত ব্যাকফুটে চলে গেল মারিয়ম নওয়াজ সরকার। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত লাহোর একসময় ছিল অবিভক্ত ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। দেশভাগের আগে শহরটিতে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করতেন। ফলে শহরের বহু রাস্তা, বাজার, অঞ্চল এবং চকের নামেও ছিল সেই সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে একে একে বদলে যেতে থাকে সেই পরিচয়। বহু হিন্দু ও শিখ নাম মুছে ফেলে দেওয়া হয়, পরিবর্তে রাখা হয় ইসলামিক বা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে

নতুন নাম। দীর্ঘ কয়েক দশক পর সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে ফের সামনে আনতেই উদ্যোগী হয়েছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মারিয়ম নওয়াজ। চলতি বছরের মার্চ মাসে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি লাহোরের পুরনো ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপর জোর দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ইতিহাসকে মুছে ফেলা নয়, বরং তাকে সংরক্ষণ করাই একটি সভ্য সমাজের দায়িত্ব। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই গত ২০ মে লাহোরের একাধিক রাস্তা ও এলাকার পুরনো নাম পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে নামগুলি পুনরায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল ইসলামপুরার নাম বদলে কৃষ্ণনগর করা। পাশাপাশি সুন্নতনগরের নতুন নাম রাখা হয়েছিল সন্তনগর। মৌলানা জাফর চককে লক্ষ্মী চক, বাবরি মসজিদ চককে জৈন মন্দির চক এবং মুস্তফাবাদকে ধর্মপুরা নামে পুনর্নামকরণ করা হয়। শুধু তাই নয়, আরও বেশ কিছু পরিচিত রাস্তার নামও বদলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। স্যার আগা খান চককে ডেভিস রোড, আল্লামা ইকবাল রোডকে জেল রোড, ফতিমা জিন্না রোডকে কুইন রোড এবং বাঘ-ই-জিন্না রোডকে লরেন্স রোড নাম দেওয়ার প্রস্তাব সামনে আসে। প্রথমদিকে এই উদ্যোগকে ইতিহাসবিদ, সংস্কৃতিপ্রেমী এবং উদারপন্থী মহলের একাংশ স্বাগত জানায়। তাঁদের মতে, লাহোরের বহুসাংস্কৃতিক অতীতকে তুলে ধরা প্রয়োজন। কারণ ইতিহাসের একটি বড় অংশকে অস্বীকার করে কোনও শহরের প্রকৃত পরিচয় তৈরি হয় না। বহু ইতিহাসবিদের দাবি, দেশভাগের আগে লাহোর ছিল হিন্দু, শিখ এবং মুসলিম সংস্কৃতির মিলনস্থল। তাই সেই ঐতিহ্যের চিহ্ন ফিরিয়ে আনা কোনও ধর্মীয় পদক্ষেপ নয়, বরং সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পাকিস্তানের রক্ষণশীল ও মৌলবাদী মহলে। একাধিক কট্টরপন্থী নেতা, ইসলামপন্থী সংগঠন এবং জনপ্রিয় ব্লগাররা সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁদের অভিযোগ, মারিয়ম নওয়াজ সরকার পাকিস্তানের ইসলামিক পরিচয়কে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। অনেকে দাবি করেন, এটি হিন্দু ও শিখ ঐতিহ্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, যা পাকিস্তানের ভাবধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ক্রমশ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। লাহোর-সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ শুরু হয়। কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, সরকার যদি এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে তবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশও মারিয়ম সরকারের সমালোচনা শুরু করে। ফলে চাপ বাড়তে থাকে প্রশাসনের উপর। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। যদিও সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেনি, তবে প্রশাসনিক সূত্রে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে যে আপাতত কোনও নাম পরিবর্তন কার্যকর করা হচ্ছে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতা আরও একবার সামনে এল। মারিয়ম নওয়াজ নিজেকে আধুনিক এবং উন্নয়নমুখী নেতা হিসেবে তুলে ধরতে চাইলেও পাকিস্তানের রাজনীতিতে এখনও মৌলবাদী শক্তির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। ফলে ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে নেওয়া সিদ্ধান্তও শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় আবেগের চাপে আটকে যাচ্ছে। এই ঘটনাকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, পাকিস্তান যদি সত্যিই নিজের বহুত্ববাদী ইতিহাসকে স্বীকার করতে চায়, তবে তাকে অতীতের বাস্তবতাকেও মেনে নিতে হবে। আবার অন্য একটি অংশের মত, পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সব মিলিয়ে, লাহোরের নামবদল বিতর্ক এখন শুধুমাত্র প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। এটি পাকিস্তানের পরিচয়, ইতিহাস, ধর্মীয় রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক মানসিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ইসলামপুরা কৃষ্ণনগর না হলেও, এই বিতর্ক পাকিস্তানের সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনার বিষয় হয়ে থাকবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গির অরণ্যে মারণ ভাইরাসের থাবা! একে একে মৃত ৭ এশীয় সিংহ, কোয়ারেন্টাইনে ১৭

আমেদাবাদ, ২৯ মে ঃ গুজরাটের গির অরণ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ আতঙ্ক। মারণ ভাইরাসের সংক্রমণে একের পর এক অসুস্থ হয়ে পড়ছে বিরল এশীয় সিংহ। ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৭টি সিংহের। আরও ১৭টি সিংহকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। এর মধ্যে আটটি সিংহের শরীরে ভাইরাস সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, গুজরাট সরকার জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে। শতাধিক বনকর্মী ও একাধিক পশু চিকিসককে মাঠে নামানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, দ্রুত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনা না গেলে বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে গোটা এশীয় সিংহ প্রজাতি। কারণ বর্তমানে পৃথিবীতে অবশিষ্ট এশীয় সিংহের প্রায় পুরোটাই গির অরণ্যে বসবাস করে। ফলে এই অঞ্চলে বড় আকারে সংক্রমণ ছা।য়ে পড়া মানে একটি ঐতিহাসিক প্রাণীপ্রজাতির অস্তিত্বের ওপরই প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হওয়া। গির অরণ্যে বাড়ছে উদ্বেগ- গুজরাটের গির জাতীয় উদ্যান দীর্ঘদিন ধরেই এশীয় সিংহের একমাত্র নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। একসময় পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এশীয় সিংহের বিচরণ ছিল। কিন্তু শিকার, বনভূমি ধ্বংস এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা ভয়াবহভাবে কমে যায়।

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস ঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN:L51100WB1979PLC032376, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫, ই-মেইলঃ omnikol1979@gmail.com

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

টাকাঃ শতকে

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস শেষে			বছর শেষে	বছর শেষে
		৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
		নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	মোট পরিচালন আয়	২,৭১২.৫০	৭,৮৩৭.৪০	২,৭৬৬.০০	৫,৪৭৮.৫০	৭,৮৩৭.৪০
২.	নিট মুনাফা (ক্ষতি)(কর,ব্যতিক্রমী ও অসাধারণখাতসমূহবাদ দেওয়ার পূর্বে)	১,১৭৫.৫৩	৬,৩৯৭.৯২	২,৭০০.৯৬	৩,৮৭৬.৪৯	৬,২৩১.০৮
৩.	কর-পূর্ববর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি)(ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বিবেচনার পর)	১,১৭৫.৫৩	৬,৩৯৭.৯২	২,৭০০.৯৬	৩,৮৭৬.৪৯	৬,২৩১.০৮
৪.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি)(ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বিবেচনার পর)	৫৬৫.৪৮	৫,৪২৫.৯২	২,৭০০.৯৬	৩,২৬৬.৪৪	৫,২৪১.৩৭
৫.	এই সময়ের মোট সামগ্রিক আয়যার অন্তর্ভুক্ত এই সময়ের মুনাফা (ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয়(কর-পরবর্তী)	-৫১,৯২৯.৯৫	৯,৪৯৯.৯৪	২৯১,৭৩৭.১১	২৩৯,৮০৭.১ই	২ ৫০,৩৮৫.১৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪,০০০.০০	২৪,০০০	২৪,০০০	২৪,০০০	২৪,০০০
৭.	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত সঞ্চিতি, যেমনটি পূর্ববর্তী বছরের স্থিতিপত্রে দেখানো হয়েছে	২,৫১৭,৩৫৭৯৭	২,২৭৭,৫৫০.৮১	২,২৭৭,৫৫০১৩১	২,৫১৭৩৫৭৯৭	২,২৭৭,৫৫০.৮১
৮.	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটি জেড ১- মূল্যের)(চলমান ও বন্ধকৃত কার্যক্রমের জন্য)					০.৭৬
	(ক) মৌলিক	০.২৪	২.২৬	১.১৩	১.৩৬	২.১৮
	(খ) লঘুকৃত	০.২৪	২.২৬	১.১৩	১.৩৬	২.১৮

দ্রষ্টব্যঃ
(ক) উপরোক্ত অংশটি হলো SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015-এর বিধি ৩৩ (Regulation 33) অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। এই বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশটি নিরীক্ষা কমিটি (Audit Committee) কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.csindia.com) পাওয়া যাবে।

পরিষদের আদেশে
স্বাক্ষরিত - সন্দীপ গর্গ
পরিচালক
DIN: 07168985

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ২৯.০৫.২০২৬

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য মার্কিন সেনেটরের

ওয়াশিংটন, ২৯ মে ঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফের আলোচনার কেন্দ্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এবার কোনও নির্বাচনী প্রচার, আদালতের রায় বা কূটনৈতিক সংঘাত নয়, বরং তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিতর্ক। এক রিপাবলিকান সেনেটরের মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই বিশ্ব রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। তাঁর দাবি, যদি ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘদিনের আরব-ইজরায়েল সংঘাতের স্থায়ী সমাধান করতে পারেন, তাহলে নোবেল শান্তি পুরস্কারের নাম বদলে ট্রাম্প পুরস্কার রাখা উচিত। এই মন্তব্য করেছেন মার্কিন রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম। সম্প্রতি ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি ট্রাম্পের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি সমস্ত আরব রাষ্ট্রকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিতে রাজি করাতে পারেন, বিশেষ করে যদি সৌদি আরব ইজরায়েলকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তা হবে আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক পরিবর্তন। যদি তিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, তাহলে নোবেল পুরস্কারের নাম পরিবর্তন করে ট্রাম্প পুরস্কার রাখা উচিত। গ্রাহামের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। রাজনৈতিক মহলের একাংশ এটিকে ট্রাম্পের প্রতি অতিরঞ্জিত সমর্থন বলে কটাক্ষ করেছে। আবার রিপাবলিকান সমর্থকদের মতে, ট্রাম্পের কূটনৈতিক পদক্ষেপ সত্যিই বিশ্ব রাজনীতিতে ব। পরিবর্তন আনতে পারে। নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে ট্রাম্পের আগ্রহ- ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই দাবি করে এসেছেন যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন একাধিকবার তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘাত কমাতে তাঁর প্রশাসনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই কাজের জন্য তাঁকে কখনও নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়নি। ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়েও ট্রাম্পকে ঘিরে ব্যাপক জল্পনা তৈরি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মহলের অনেকেই মনে করেছিলেন, আব্রাহাম অ্যাকর্ডসহ একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপের কারণে ট্রাম্পের নাম বিবেচিত হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত নোবেল শান্তি পুরস্কার পান ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো। কিন্তু পুরস্কার ঘোষণার পরই নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, মাচাদো তাঁর প্রাপ্ত নোবেল সম্মান প্রতীকীভাবে ট্রাম্পের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেই ঘটনাকে কেঃদ্র করে বিশ্বজুড়ে শুরু হয় তীব্র আলোচনা। প্রশ্ন ওঠে, কোনও নোবেল বিজয়ী কি নিজের পুরস্কার অন্য কাউকে ' দিতে পারেন? যদিও নোবেল কমিটির তরফে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, তবুও বিষয়টি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড় বিতর্ক তৈরি করে। কী এই আব্রাহাম অ্যাকর্ড? বর্তমানে যে আব্রাহাম অ্যাকর্ডকে ঘিরে এত আলোচনা, সেটি আসলে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক চুক্তি। ২০২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় এই চুক্তির সূচনা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইজরায়েল এবং বিভিন্ন আরব ও মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। এই চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, বাহরাইন, মরক্কো এবং সুদান ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। দীর্ঘদিন ধরে আরব বিশ্বের বহু দেশ ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে আব্রাহাম

অ্যাকর্ডকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়। ট্রাম্প প্রশাসন বরাবরই দাবি করে এসেছে যে, এই চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার নতুন পথ খুলে দিয়েছে। ট্রাম্প নিজেও বহুবার বলেছেন, তাঁর প্রশাসন এমন একটি কাজ করেছে যা আগের কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট করতে পারেননি। সৌদি আরবকে ঘিরেই মূল চ্যালেঞ্জ- বিশেষজ্ঞদের মতে, আব্রাহাম অ্যাকর্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন ধাপ হল সৌদি আরবকে ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে রাজি করানো। কারণ সৌদি আরব শুধু আরব বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশই নয়, ইসলাম ধর্মের পবিত্রতম দুই শহর মক্কা ও মদিনার রক্ষক হিসেবেও তাদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যদি সৌদি আরব আনুষ্ঠানিকভাবে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যেতে পারে। লিন্ডসে গ্রাহামের বক্তব্যও মূলত সেই সম্ভাবনাকেই সামনে এনেছে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। গাজা যুদ্ধ, ফিলিস্তিন সংকট এবং ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা এখনও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে অস্থির করে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে সৌদি আরবের পক্ষে সরাসরি ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়া সহজ নয় বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। মুসলিম বিশ্বে বাড়ছে চাপ
ইরান যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ট্রাম্প মুসলিমপ্রধান দেশগুলিকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরব বিশ্বের ঐক্য প্রয়োজন।

কিন্তু এই প্রস্তাবকে ঘিরেই নতুন রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ প্রকাশ্যে ট্রাম্পের এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, আব্রাহাম অ্যাকর্ডে যোগ দেওয়া পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের বিরোধী। পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিলে দেশের ভিতরে ব্যাপক জনরোষ তৈরি হতে পারে। একই পরিস্থিতি ইরানসহ আরও কয়েকটি মুসলিমপ্রধান দেশেও দেখা দিতে পারে। কারণ ফিলিস্তিন ইস্যু বহু দশক ধরে মুসলিম বিশ্বের আবেগ এবং রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে গভীরভাবে জ।য়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও মুসলিমপ্রধান দেশের সরকার যদি ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে হাঁটে, তাহলে তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড় ধরনের চাপ তৈরি হতে পারে। ফলে ট্রাম্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন।
ট্রাম্প কি পারবেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে? আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, ট্রাম্প যদি সত্যিই সৌদি আরবসহ আরও কয়েকটি মুসলিমপ্রধান দেশকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডে আনতে সক্ষম হন, তাহলে তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক কূটনৈতিক সাফল্য হবে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, এই কাজ মোটেও সহজ নয়। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ধর্মীয় আবেগ, ভূরাজনৈতিক স্বার্থ, ইরান-সৌদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ফিলিস্তিন প্রশ্ন-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাছাড়া ট্রাম্পকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। তাঁর সমর্থকদের মতে, ট্রাম্প একজন শক্তিশালী নেতা, যিনি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অন্যদিকে সমালোচকদের অভিযোগ, তিনি প্রায়ই বিভাজনমূলক রাজনীতি করেন এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে ব্যক্তিগত প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেন। এই কারণেই লিন্ডসে গ্রাহামের মন্তব্যকে অনেকেই রাজনৈতিক তোষামোদ হিসেবে দেখছেন। তবে রিপাবলিকানদের একাংশের দাবি, ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য নীতি আগের প্রশাসনগুলির তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর ছিল এবং আব্রাহাম অ্যাকর্ড তারই প্রমাণ। বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক-গ্রাহামের মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। কেউ মজা করে লিখেছেন, নোবেল কমিটি এবার হয়তো নতুন ট্রফির ডিজাইন তৈরি শুরু করবে। আবার কেউ কটাক্ষ করে বলেছেন, বিশ্বশান্তির চেয়ে প্রচারই ট্রাম্পের আসল লক্ষ্য। ডেমোক্র্যাট শিবিরের নেতারাও এই মন্তব্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁদের মতে, বিশ্বশান্তির মতো গুরুতর বিষয়কে রাজনৈতিক প্রচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নোবেল শান্তি পুরস্কারকে ঘিরে বিতর্ক যেন থামছেই না। ভবিষ্যতে তিনি সত্যিই মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কোনও ঐতিহাসিক সমঝোতা করাতে পারেন কি না, সেটাই এখন আন্তর্জাতিক মহলের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বিলি না করে মজুদ রাখার অভিযোগে আটক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ ১৫ বছরের তৃনমূল কংগ্রেসের শাসন কাল কাটিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হয়েছে রাজ্যে।আর শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বসার পর থেকে নানান জালিয়াতিতে একের পর এক তৃনমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা, বিধায়ক, প্রধান, চেয়ারম্যানরা গ্রেফতার হচ্ছে।জয়নগর থানার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্য তথা অঞ্চল যুব তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত মন্ডলের গ্রেফতারের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দূর্নীতির অভিযোগে এবার আটক হলেন জয়নগর থানার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার নারায়নীতলা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান সদস্য অশোক সাহা,বর্তমান সদস্য রথীন সাহা,বর্তমান সদস্য চন্দ্রিমা ঘোষ ও বর্তমান সদস্য শ্রীমা ঘোষ।

NAME CHANGE

I, Humayan Kabir(Old Name) S/O – Ainal Sk resident of Vill & Po- Sankarpur, Ps-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby declare that I have changed my name from Humayan Kabir to Humayun Kabir and henceforth I shall be known as Humayun Kabir (new name) for all purposes, vide an affidavit sworn before the Notary Public, Kandi Court on 16/05/2026. My name Humayun Kabir & Humayan Kabir are one and the same person.

NAME CHANGE

I, Fojul Sk (Old Name) S/O –Rejaul Sk resident of Vill & Po- Sankarpur, Ps-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby declare that I have changed my name from Fojul Sk to Fajal Sk and henceforth I shall be known as Fajal Sk (new name) for all purposes, vide an affidavit sworn before the Notary Public, Kandi Court on 16/05/2026. My name Fajal Sk & Fojul Sk are one and the same person.

NAME CHANGE

I, Amerul Sekh S/o- Rahed Sk residing at Vill-Dewanpara, P.O.- Malibari, P.S-Raninagar, Dist-Murshidabad, W.B. do hereby solemnly affirm & declare my Son's actual name Kamrul Sk (Aadhar card Vide no. 904080439823) instead of Kamrul Islam and my actual name Amerul Sekh (Aadhar card Vide no. 631834909010 & voter card Vide no. FRN2000842) instead of Amerul Sk and Amirul Sekh and Amrul Islam which is wrongly written in my son Kamrul sk's Birth Certificate(Regd. No. 27/2005, Dated-02/03/2006, D.O.B 19/02/2006) vide an affidavit No. 12478 sworn before the Ld. Executive Magistrate S.D.E.M(S)Court at Domkal, Murshidabad dated 13/02/2026. Amerul Sekh S/o Rahed Sk and Kamrul Sk S/o Amrul Islam both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি KARTICK KAYAL, SO - Late Madan Mohan Kayal alias Madan Mohan karar ঠিকানা - Chamrail Khamarupara , PO. Chamrail ,P.S. - Liluah, Dist. - Howrah,W.B - 711114 ,গত ২৬ / ৫ / ২০২৬ তারিখে নোটারি পাবলিক হাওড়া কোর্টে এফিডেভিট বলে জানাচ্ছি ,আমার পিতা Madan Mohan karar এবং Madan Mohan Kayal উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (**''আইআইএফএল''**) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **30.06.2026** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-711302, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL39543408, GL45981519, GL39555936, GL37928713, GL35964857, GL34875541, GL34890199, GL33467474, GL42502078, GL37223812, GL37242078, GL36110402, GL34580645, GL34649910, GL34611549, GL34560343, GL34600394, GL35785389, GL34661764, GL38062646, GL37299684, GL39287434, GL35599765, GL35574908, GL46707202, GL44740668, GL48006448, GL39250024, GL39278125, GL34668064, GL37281761, GL34655784, GL36469994, GL38743050, GL35983480, GL37281599, GL39278656, GL39251689, GL34499111, GL37998157, GL36742876, GL35015952, GL34998156, GL36324490, GL36343344, GL39474321, GL39454259, GL45218301, GL37022534, GL37881357, GL37114789, GL38934969, GL38935163, GL35064535, GL35087962, GL34731601, GL35961464, GL35979838, GL39424342, GL39449367, GL37633646, GL36029203, GL39540607, GL39562667, GL48386574, GL39590279, GL39612770, GL34846442, GL34859992, GL37302089, GL37966398, GL38135059, GL39603956, GL39612332, GL48379671, GL35230397, GL38248517, GL37225829, GL38503601, GL36461293, GL36444266, GL39581686, GL39563919, GL39531681, GL35329895, GL38663454, GL39188174, GL37908541, GL39370045, GL39392997, GL30574940, GL39374671, GL39428447, GL45824046, GL39184006, GL39210853, GL45206318, GL34863828, GL35774609, GL34849475, GL36941024, GL36281531, GL38745175, GL43996387, GL47206947, GL39555904, GL46092471, GL39502360, GL48123216, GL44556172, GL42413981, GL39310967, GL39302738, GL39474746, GL39455411, GL44116562, GL39562271, GL39540225, GL36323989, GL38889104, GL38107982, GL38814924, GL39391199, GL39366548, GL46590869, GL35869918, GL38359057, GL38252008, GL39496737, GL39519096, GL46981442, GL23133391, GL35355233, GL35362694, GL35145687, GL35162767, GL36451080, GL35005252, GL47009001, GL39310142, GL39320190, GL39301843, GL37704098, GL39391255, GL39366695, GL39280669, GL39273689, GL37423311, GL37479963, GL39327367, GL44642590, GL48269695, GL39356135, GL37908415, GL39480666, GL37150755, GL35578598, GL35595296, GL35834907, GL35802225, GL38039089, GL42521961, GL48162360, GL44395267, GL43743040, GL39512613, GL39489607, GL45929329, GL39612350, GL39603909, GL39301583, GL44137967, GL42522645, GL39267295, GL39278075, GL39614169, GL39591560, GL36506025, GL36525145, GL36885355, GL34751817, GL34754101, GL38822762, GL26088067, GL38921794, GL36703526, GL37776726, GL48376097, GL39310371, GL39288694, GL38488427, GL38490154, GL36902480, GL35091100, GL35106801, GL38605189, GL36201426, GL34122505, GL44584945, GL38823435, GL34192995, GL34192618, GL33834257, GL33580747, GL39407856, GL39429046, GL35959377, GL35937930, GL38292646, GL38209531, GL34391424, GL34069655, GL39634519, GL42439716, GL44590850, GL34052349, GL35052551, GL34203817.

অকশন (নিলাম) ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: হাওড়া
তারিখ: 30.05.2026

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (**''আইআইএফএল''**) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **30.06.2026** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL38494404, GL36017660, GL40273470, GL35747511, GL40273230, GL39248951, GL38322317, GL42281130, GL39620168, GL39582929, GL43994888, GL39614584, GL37248407, GL34151591, GL38604769, GL39435031, GL39405861, GL41043879, GL34180700, GL33424129, GL29410943, GL42942088, GL39610080, GL39577272, GL45485758, GL42561504, GL36821947, GL43158267, GL44269700, GL37919258, GL35423493, GL33737596, GL37629434, GL36873127, GL37144358, GL36621356, GL37230678, GL36957922, GL36603268, GL36722640, GL38957826, GL35627932, GL38115873, GL36574137, GL37299338, GL34324639, GL39189923, GL38330294, GL36587042, GL47872212, GL39423248, GL39430668, GL38291151, GL35918835, GL38406828, GL35567385, GL39011955, GL34157495, GL36527730, GL39388757, GL48084778, GL36898566, GL39373843, GL34250610, GL36772853, GL36718591, GL22547904, GL34548227, GL34568888, GL34555227, GL36435857, GL43557470, GL43818256, GL44453763, GL39432561, GL45769550, GL47040736, GL47823008, GL42800699, GL39412346, GL45428663, GL46675312, GL46147417, GL29557730, GL35968476, GL32066473, GL44234251, GL39362720, GL39389187, GL46120766, GL45598585, GL46815354, GL43552681, GL48020969, GL44667262, GL48401850, GL39212096, GL39194742, GL35648419, GL37970421, GL39132731, GL38853652, GL38267665, GL39154369, GL37263701, GL39537950, GL38427217, GL35442276, GL37158092, GL35904241, GL35916446, GL39540753, GL39562796, GL48011201, GL42681101, GL44768072, GL47434211, GL43556486, GL39482578, GL39515883, GL36087373, GL38748539, GL37119124, GL36101496, GL34958367, GL34935645, GL38612768, GL39404052, GL37316886, GL39169828, GL40027871, GL39179341, GL39473565, GL39443045, GL39697125, GL36645439, GL36868470, GL38699996, GL34300376, GL39723286, GL39513674, GL39463417, GL48186553, GL32275736, GL32286374, GL27351819, GL38987422, GL39292729, GL48437809, GL39312124, GL41513371, GL41531806, GL39584788, GL39589280.

অকশন (নিলাম) ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: বীরভূম
তারিখ: 30.05.2026

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

ঘুম-দার্জিলিং রুটে চালু হচ্ছে বিশেষ টয়ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৯ মে ঃ গরমের ছুটিতে পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট দার্জিলিং পাহাড়। মনোরম আবহাওয়া, মেঘে ঢাকা রাস্তা ও ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনের আকর্ষণে প্রতিদিনই বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা। তবে অতিরিক্ত ভিড় ও যানজটের চাপে সমস্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিশেষ করে ঘুম থেকে দার্জিলিংয়ের মাত্র আট কিলোমিটার পথ পেরোতে লেগে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভয়াবহ যানজটের প্রভাব পড়ছে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের দৈনন্দিন যাতায়াতেও। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বস্তি দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। আগামী সপ্তাহ থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে ঘুম-দার্জিলিং রুটে চালু হতে চলেছে বিশেষ টয়ট্রেন পরিষেবা। পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী এই ট্রেন এবার শুধু পর্যটনের আকর্ষণ নয়, বরং হয়ে উঠতে চলেছে পড়ুয়াদের নিয়মিত যাতায়াতের ভরসা। জানা গেছে, প্রতিদিন ভোর ৬ঃ১৫ মিনিটে ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়বে। সকালে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পৌঁছাতে পারে, সেই বিষয়টিকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিকেল ৫ঃ৩০ মিনিটে দার্জিলিং থেকে ঘুমের উদ্দেশ্যে ফেরার ট্রেন চালানো হবে। ফলে স্কুল ছুটির পর দীর্ঘক্ষণ ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা কিংবা যানজটে আটকে থাকার সমস্যাও অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। ডিএইচআর সূত্রে খবর, এই পরিষেবার ভাড়া অত্যন্ত সুলভ রাখা হবে যাতে সাধারণ পরিবারের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ না পড়ে। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা আর পর্যটকদের অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে নিরাপদ, আরামদায়ক ও সময়নিষ্ঠ পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে পর্যটনের মরশুমে অধিকাংশ ট্যাক্সি পর্যটকদের বুকিংয়ে ব্যস্ত থাকায় স্কুলগামী পড়ুয়াদের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়। সেই জায়গা থেকেই এই পরিষেবা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসন এবং জিটিএ-র অনুরোধেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ যানজটের কারণে বহু পড়ুয়া সময়মতো স্কুলে পৌঁছাতে পারছিল না। সেই সমস্যার সমাধান করতেই সকাল ও বিকেলের নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ভাড়া ও পরিষেবার অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাহাড়বাসীদের একাংশের মতে, দার্জিলিংয়ে বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব বহুদিনের সমস্যা। সেই প্রেক্ষাপটে পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ টয়ট্রেন পরিষেবা শুধুমাত্র পরিবহণ নয়, এক মানবিক উদ্যোগ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটনের ব্যস্ত মরশুমে মধ্যেও যাতে পাহাড়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় কোনও প্রভাব না পড়ে, সেই ভাবনাকেই সামনে রেখে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন স্থানীয়রা।

পানাগড় স্টেশনে অতি-আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করল পূর্ব রেল

আসানসোল, ২৯ মে ঃ ট্রেন চলাচল এবং যাত্রী নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে এক বড়সড় পদক্ষেপ হিসেবে পানাগড় স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার সফল আধুনিকীকরণ করল পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্করের নেতৃত্ব এবং আসানসোলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সংগ্রহ মৌর্যর নিবিড় পরিচালনায় এই স্টেশনটি একটি উন্নত ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (উন্নত কম্পিউটারাইজড সিগন্যালিং) ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণটি সম্প্রতি সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন (ওপেনলাইন) বিভাগের মাধ্যমে সফলভাবে চালু করা হয়েছে। একটি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থা মূলত রেলওয়ে স্টেশনের ডিজিটাল মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে, যা অত্যন্ত নিরাপদে ট্রেন, রেললাইন এবং সিগন্যালের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে কম্পিউটার মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করে। পুরনো যান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোকে প্রতিস্থাপন করে এই নতুন প্রযুক্তি মানুষের ভুলের সম্ভাবনা দূর করে, একই লাইনে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি চলে আসার পথ বন্ধ করে এবং ট্রেন চলাচলের গতি নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে দেয়। এই ডিজিটাল ব্যবস্থার পাশাপাশি, দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ক্রসিং গেট (গেট নং ১০২ /এসপিএল/ টি এবং গেট নং ১০৩/ এসপিএল/ টি)-কে পুরনো আমলের ভারী, হাত দিয়ে ঘোরানো মেকানিক্যাল লিফটিং ব্যারিয়ার (যান্ত্রিক প্রতিবন্ধক) থেকে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রিক্যাল লিফটিং ব্যারিয়ারে (বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধক) রূপান্তরিত করা হয়েছে। এছাড়া, ট্রেন ও সড়ক পথ উভয়ের যানজট আরও কমাতে কাছাকাছি থাকা অপর একটি লেভেল ক্রসিং গেট (গেট নং ১০৪ /সি/ টি) চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিত্যযাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য এই আধুনিকীকরণ এক বিরাট স্বস্তি নিয়ে এসেছে। আগে লেভেল ক্রসিং গেটগুলোতে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ প্রায়শই রাস্তায় দীর্ঘ যানজট তৈরি হতো। নতুন সিগন্যালিং ডিজাইনের সুবাদে, রাস্তা পারাপারের গেটগুলো দীর্ঘক্ষণ খোলা রেখেই ট্রেনগুলোকে সরাসরি স্টেশন লেআউটে (স্টেশনের নিজস্ব ট্র্যাকে) নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এর ফলে সড়ক পথের যানজট এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে যাবে এবং পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে আর দীর্ঘক্ষণ যানজটে ফেঁসে থাকতে হবে না। জনসাধারণের স্বস্তির পাশাপাশি, এই প্রকল্প এই অঞ্চলের অর্থনীতি এবং শিল্পক্ষেত্রের পণ্য পরিবহনে বড়সড় গতি আনবে। পানাগড় মূলত সেনা বাহিনীর যাতায়াত এবং ম্যাটিক্স ফার্টিলাইজার্স ও নুভিস্তাস কর্পোরেশন লিমিটেডের মতো বড় বড় ভারী শিল্পকারখানার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। আগে মালবাহী ট্রেনগুলোকে এক ট্র্যাক থেকে অন্য ট্র্যাকে যাওয়ার জন্য জটিল ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ শান্টিং (ইঞ্জিন অদলবদল) প্রক্রিয়া করতে হতো, যার ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট হতো। নতুন এই ব্যবস্থায় নমনীয় ‘কমন লুপ’ (উভয়মুখী ট্রেন চলাচলের লাইন) তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে ট্রেনগুলো যেকোনো দিকেই অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে। এর ফলে প্রতিবার ট্রেন চলাচলে প্রায় তিন ঘণ্টার মতো সময় বাঁচবে, অতিরিক্ত ব্যস্ত খানা-অন্ডাল শাখার ওপর থেকে ট্রেনের চাপ কমবে এবং কোনো রকম বিলম্ব ছাড়াই সামরিক বিশেষ ট্রেনগুলো দ্রুত পাঠানো সম্ভব হবে। এই প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণের কাজটি তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রোল রুমের (নিয়ন্ত্রণ কক্ষ) মাধ্যমে পরিচালিত

হচ্ছে, যেগুলি হলো- সেন্ট্রাল কেবিন, ইস্ট হাট এবং ওয়েস্ট হাট। এই আধুনিকীকৃত নেটওয়ার্কে এখন মোট ১৪৭টি নিরাপদ ট্রেন রুট এবং চালকদের পথ দেখানোর জন্য ৬২ টি হাই -টেক সিগন্যাল রয়েছে-যার মধ্যে মেইন সিগন্যাল, শান্ট সিগন্যাল এবং জরুরি অবস্থার জন্য কলিং-অন সিগন্যাল অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেনের অবস্থান ট্র্যাক করার জন্য, পুরো টিম ১০৬টি ট্র্যাক সেকশন জুড়ে ফ্রেশার কোম্পানির তৈরি ১৪৩ টি মাল্টি-সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টার ডিটেকশন পয়েন্ট (স্মার্ট সেন্সর) বসিয়েছে। এই স্মার্ট সেন্সরগুলো নিশ্চিত করে যে একটি ট্রেন লাইন থেকে পুরোপুরি বের হয়ে যাওয়ার পরেই যেন অন্য আরেকটি ট্রেন সেখানে প্রবেশ করতে পারে। উপরন্তু, চলন্ত ট্রেনের লাইন মসৃণভাবে পরিবর্তন করার জন্য ২৪ টি ট্র্যাক পয়েন্ট এখন ৪২টি আধুনিক পয়েন্ট মেশিনের সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে। পুরো ব্যবস্থাটিকে সুরক্ষিত রাখতে তিনটি ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (একত্রিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা), বৈদ্যুতিক গোলযোগ এড়াতে তিনটি আর্থ লিকেজ ডিটেক্টর, সমস্ত ডেটা রেকর্ড করার জন্য ডিজিটাল ডেটালগার এবং তিনটি স্বয়ংক্রিয় ফায়ার অ্যালার্ম (অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা)-এর মতো উন্নত সুরক্ষা ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন (স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা) সিস্টেম ‘কবচ’-এর সফল পরিবর্তনও এই নতুন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই সাফল্যের গুরুত্ব তুলে ধরে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি বলেন, পানাগড় স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থার এই সফল সূচনা রেলের নিরাপত্তা এবং আধুনিক পরিকাঠামো গঠনের প্রতি পূর্ব রেলের অঙ্গীকারেরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ট্রেন শান্টিংয়ের সময় তিন ঘণ্টা কমিয়ে এনে এবং লেভেল ক্রসিং গেটগুলোকে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে আমরা কেবল শিল্প ও সামরিক ক্ষেত্রের পরিবহন ক্ষমতাই বাড়াচ্ছি না, বরং স্থানীয় সড়ক পথের নিত্যযাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রারও সরাসরি উন্নতি ঘটাচ্ছি। আমাদের নিষ্ঠাবান সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন টিমের হাত ধরে অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়া এই মেগা-কাজটি ভারতীয় রেলকে আরও নিরাপদ, দ্রুত এবং অনেক বেশি দক্ষ করে তোলার পথে আরও একটি মাইলফলক।

বিশ্বদরবারে নতুন মর্যাদা পেল ঐতিহ্যবাহী সুগন্ধী চাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৯ মে ঃ বিশ্বদরবারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী গোবিন্দভোগ চালের মর্যাদা আরও একধাপ উঁচুতে পৌঁছে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির হাতে উপহার হিসেবে বাংলার সুগন্ধী গোবিন্দভোগ চাল তুলে দেওয়াকে ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও বাণিজ্য মহলে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন গোবিন্দভোগ চালের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তেমনই বাংলার কৃষি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকেও বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরছে। পাঁচ দিনের বিদেশ সফরে একাধিক দেশের রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতালির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির হাতে বাংলার গোবিন্দভোগ চাল, কেরলের লাল চাল-সহ একাধিক ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী তুলে দেন বলে সূত্রের খবর। এই ঘটনাকে ঘিরে বাংলার কৃষি ও রপ্তানি মহলেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বেঙ্গল রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক বলেন, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ গোবিন্দভোগের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক হবে বলেই আমরা মনে করছি। কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৫ থেকে ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে গোবিন্দভোগ ধানের চাষ হয়। তার মধ্যে শুধু পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই রয়েছে প্রায় ২২ থেকে ২৪ হাজার হেক্টর জমি। রায়না, খণ্ডঘোষ-সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই সুগন্ধী ধানের চাষ হয়ে আসছে। এছাড়া বাঁকুড়া, হুগলি, নদীয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও গোবিন্দভোগের চাষ হয়। বিশেষ তাৎপর্যের বিষয় হল, গোবিন্দভোগ ইতিমধ্যেই জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। কেরল ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এই চালের উল্লেখযোগ্য বাজার রয়েছে। যদিও একসময় রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার কারণে সুগন্ধী ধানের দাম কমে গিয়েছিল, পরে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় বাজারে ফের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পায়। গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র বলেন, গোবিন্দভোগকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার ফলে বাংলার কৃষি আবারও নতুন সম্ভাবনার মুখ দেখবে। এতে চাষিরা উৎসাহিত হবেন। রায়নার কৃষক শম্ভু দাসের কথায়, স্থানীয় বাজারে খুব বেশি গোবিন্দভোগ বিক্রি হয় না। বাইরে এর চাহিদা বেশি। তবে অনেক সময় ফড়েদের দাপটে চাষিরা ন্যায্য দাম পান না। আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়লে চাষিরা আরও লাভবান হতে পারেন। কূটনৈতিক উপহার হিসেবে গোবিন্দভোগ চালের ব্যবহারকে অনেকেই ‘সফট ডিপ্লোমেসি’র অংশ হিসেবে দেখছেন। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী সুগন্ধী চাল এখন শুধু রাজ্যের গর্ব নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষি ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হয়ে উঠছে।

জাল এক্সিট সিলমোহর নিয়ে নেপাল সীমান্ত পারের চেষ্টা, খড়িবাড়িতে গ্রেফতার ২ থাই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়িবাড়ি, ২৯ মে ঃ সীমান্ত পারাপার করতে এবার জাল সিলমোহর ব্যবহার! এতেই গ্রেফতার হলেন থাইল্যান্ডের ২ মহিলা। খড়িবাড়ির ইন্দো-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার সময় গ্রেফতার দুই থাইল্যান্ডের মহিলা। জানা গেছে চার চাকার গাড়িতে করে সীমান্ত পারাপারের আগে নথিপত্র যাচাই করে এসএসবি। এতেই ২ মহিলার সিলমোহর দেখে সন্দেহ তৈরি হলে তদন্তকারীদের। পরবর্তীকালে, অভিবাসন দফতরে খোঁজখবর করে এসএসবি। এরপরেই জাল সিলমোহরের প্রমাণ পেয়েই গ্রেফতার করা হয় দুই থাইল্যান্ডের মহিলাকে। অন্যদিকে, এই থাই মহিলাকে সহায়তা করার জন্য এক চক্র কাজ করেছে বলে এসএসবি সূত্রে খবর। ইতিমধ্যে খড়িবাড়ি চক্রের বেশ কয়েকজনের হদিশ পেয়েছে তদন্তকারীরা। যাদের মধ্যে একজন চারচাকার চালক রয়েছেন। সীমান্তে বিদেশি নাগরিকদের পারাপার করতেই এই চক্র মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে এই কাজ করতে বলে এসএসবি। সূত্রে খবর যদিও গোটা ঘটনায় দুই থাইল্যান্ডের মহিলাকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এই চক্রে বাকিদের গ্রেফতার করতে তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ভারত থেকে বাইরের কোনও দেশের মানুষ সীমান্ত পারাপার করতে অভিবাসন দফতর তার ভিসায় এক্সিট সিলোমোহর প্রদান করে। এই সিলমোহরই জাল করেছে ধৃতরা। সম্প্রতি, রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসায় পর অনুপ্রবেশকারীদের ডিটেক্ট ডিলিট ও ডিপোর্ট নীতির মাধ্যমে জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার করেছে। এরই মাঝে সীমান্তে এই চক্র ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের। এই চক্রের মাধ্যমে আগেও কেউ অনুপ্রবেশ বা পারাপার হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর। ধৃতরা হল পিমচানোকা কেটলা ও চিনতারা বুদ্ধাফং। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃতদের কাছে ভারতীয় ভিসা থাকার পরেও কেন সিলমোহর জাল করতে হল প্রশ্ন তুলেছেন তদন্তকারীরাও!

মাঠ থেকে উদ্ধার যুবকের ঝুলন্ত দেহ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৯ মে ঃ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় ঈদের আনন্দের আবহেই নেমে এলো চরম বিষাদের ছায়া। শ্বশুরবাড়িতে ঈদ উদযাপন করতে এসে মাঠের মধ্যে গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হলো এক যুবকের মৃতদেহ। শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত খামারমাটি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম আনোয়ার শেখ। বৃহস্পতিবার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে হরিহরপাড়ার খামারমাটি এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে ঈদ কাটাতে এসেছিলেন আনোয়ার। উৎসবের আমেজে সারাদিন সবার সাথে হাসি-আনন্দেই মেতে ছিলেন তিনি। পরিবার বা প্রতিবেশীদের কেউই ভাবেননি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি এতটা বদলে যাবে। শুক্রবার সাতসকালে গ্রামের মাঠের মধ্যে একটি বড় গাছের ডালে আনোয়ারের দেহ ঝুলতে দেখে আঁতকে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আজহারউদ্দিন বলেন, আনোয়ার আমাদের গ্রামের জামাই। গতকালই ও স্ত্রীকে নিয়ে এখানে ঈদ করতে এসেছিল। সারাদিন আমরা সবাই একসাথে খুব আনন্দের সাথে দিনটি কাটিয়েছি। কিন্তু আজ সকালে হঠাৎই মাঠের মধ্যে ওর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাই। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখার পর হরিহরপাড়া থানায় খবর দিই। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। এদিকে আনোয়ারের এই আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। রাহুল নামে অন্য এক গ্রামবাসী জানান, সম্ভবত কোনও কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিল আনোয়ার, আর সেই কারণেই হয়তো গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে সে। তবে ওর শ্বশুরবাড়িতে বা নিজেদের মধ্যে কোনও অশান্তির খবর আমরা পাইনি। ইতিমধ্যেই পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রকৃত সত্য উদঘাটনে আনোয়ারের স্ত্রী, শ্বশুরবাড়ির সদস্য এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

বিজ্ঞপ্তি

প্রশান্ত দাস মহাশয় দীং ইংরাজীর ১৩.১২.২০২৪ তারিখে সুকুমার দাস মহাশয়কে ০৬৯৬৯ /২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ১, এই দলিল বলে রমেশ মন্ডল মহাশয়কে ৪৭৩১ /২৫ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, উনি পাওয়ার বলে পার্বতী মন্ডল দীং মহাশয়কে এ্যাডিঃ ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, ৯৯১৬ /২০২৫ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, হাল দাগ- ৩০৪২।

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

টেণ্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৮-২০২৫-২৬-আরটি তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য “ই-টেন্ডারিং” পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **কাজের নামঃ** নাহরলগুণের রাণিং কক্ষের সংবর্ধনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭,৬৫,৩২০.০২/-টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৫,৩০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০৬-২০২৬** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER SNIT No.:- WBIW/EE/MED/SNIT-01/2026-27 [Sl. No.- 1 to 2]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Malda Irrigation Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 2 (Two) Nos. work. Last date & time of application for Tender Form on 02.06.2026 upto 12.00 Hours. Details may be seen at the website: **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- 286/MGP/15 th FC/2026, Dated:-29/05/2026
E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE

Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for the work of Cover Slab drain. Document download & sale starting(Online) 30.05.2026 at 9 AM. Last date of submission of Bid proposal(online) 13.06.2026 at 02.00 PM. Bid opening date(Technical): 15.06.2026 at 1.00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

TYROON TEA COMPANY LIMITED

CIN :L15421WB1890PLC000612
Registered Office: 3, NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001
Phone No. (033) 22483236
Email: info@tyroontea.com , Website : www.tyroontea.com

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 31.03.26	Quarter ended 31.03.25	Year ended 31.03.26	Year ended 31.03.25
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Income from Operations (Net)	249.45	407.00	3,723.06	4,357.66
2	Profit / (Loss) before tax and exceptional Items	(616.21)	(640.47)	(276.16)	372.28
3	Exceptional Income /(Expenses)	-	-	7.00	-
4	Profit / (Loss) before tax and after exceptional Items	(616.21)	(640.47)	(269.16)	372.28
5	Net Profit / (Loss) after Tax	(581.93)	(677.15)	(234.88)	330.79
6	Total Comprehensive Income/ (Expenses) for the period [Comprising Profit /(Loss) and other Comprehensive Income/ (expenses) for the period]	(536.06)	(702.15)	(177.35)	349.04
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-each)	351.20	351.20	351.20	351.20
8	Reserve Excluding Revaluation Reserve	-	-	3,592.80	3,770.15
9	Earning per Equity Share - EPS (of Rs. 10/- Each) Basic and Diluted (Rs.)	(17.10)	(19.90)	(6.90)	9.72

Note:
1 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 29th May, 2026. The above financial results have been audited by the Statutory Auditor of the Company and have issued an unmodified audit opinion on the same.
2 The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31st March, 2026. Financial Results as per Ind AS filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Quartely and Year ended Financial Results is available on the stock exchanges website www.bseindia.com and on the Company's Website www.tyroontea.com

For and on behalf of the Board of Director
Tyroon Tea Company Limited
(Anuradha Jalan)
Chairman
DIN : 09059592

Place : Kolkata
Date : 29th Day of May, 2026

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৫-২৬, তারিখ ২৬.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৫-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে ভিএসএস-এর অধীনে সকল স্টেশনে নজরদারির জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ট্রান্সফরমার সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি ওএইচই-র কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৪৯,৬৪,৮৬৯.০১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,৯৯,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলা হবে ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

HWH-107/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-পাওয়ারকেবেল-আইপিএস-২৬, তারিখ ২৭.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-পাওয়ারকেবেল-আইপিএস-২৬-এর প্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে ১৬ বর্গ মিমি তামার তার রিং অ্যারেঞ্জমেন্ট-এ ব্যবহার করে অটো চেঞ্জওভার প্যানেল থেকে আইপিএস এবং আইপিএস থেকে রিলেরুম পর্যন্ত স্ট্যান্ড বাই পাওয়ার কেবেল-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৫,৭৪,৫০,২৪২ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১১,৪৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ০৫.০৬.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

HWH-109/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নম্বর: বিওআরএ-পার্কিং। রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট):** ১২-০৬-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়। **দিন ঃ** ১০৯৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স-১৪০-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেআইআর-এমএক্স-১৫৭-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-টিকেজি-এমএক্স-১৩৮-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-এমএক্স-১৪৩-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি-এমএক্স-৯৬-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/৭	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১১১-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/৮	পার্কিং-কেআইআর-এসজিইউজে-এমএক্স-১৬৭-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/৯	পার্কিং-কেআইআর-বিএনডিপি-এমএক্স-১৬২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/১০	পার্কিং-কেআইআর-কেআইআর-এমএক্স-১৭৩-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/১১	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএক্স-১৪১-২৫-৩ (পার্কিং-মিক্সড)
এএ/১২	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৩৯-২৫-৩ (পার্কিং-মিক্সড)
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-কেআইআর-পিসিসিভি-১৫৫-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-পিসিসিভি-১৫১-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)
এবি/৩	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-পিসিসিভি-১৫৬-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)
এবি/৪	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১২-০৬-২০২৬ তারিখে **১৩:০০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **বিঃদ্রঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
PARA DEVELOPMENT BLOCK
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Block Development Officer, Para Development Block, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- 01/BDO/PARA of 2026-27 (Sl.No.-01 to 02)
- No. of Work:- 02 (Two) nos.
- Last Date of Application:- 05.06.2026 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 08.06.2026 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 10.06.2026 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 10.06.2022 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Block Development Office on working days at office hours.

Sd/- Block Development Officer
Para Development Block
Para::Purulia

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700106

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NITs on behalf of EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
59/GPW/WBFDC/ 2025-26 (4th call)	Creation with 3 Years Maintenance of Miyawaki Plantation over 08 Ha. at Eden Garden, Kolkata.	30.05.2026	13.06.2026
06/GPW/WBFDC/ 2026-27	1st to 5th Year Maintenance of Mangrove Plantation over 50 Ha. at Block Sutahata-1, Mouza-Belliarychar, J.L. No.-222, Purba Medinipur District.		
07/GPW/WBFDC/ 2026-27	Supply of various plants in different VVIP location in and around Kolkata.	30.05.2026	06.06.2026

Details of NITs can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

অনলাইন কমন এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (সিইই) নিয়োগ বর্ষ ২০২৬-২৭

অগ্নিপথ স্কিম এবং রেগুলার ক্যাডার এন্ট্রির অধীনে ২০২৬-২৭ নিয়োগ বর্ষের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনলাইন সিইই (সিইই) পরীক্ষা **১ জুন ২০২৬ থেকে ১২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত কলকাতা, হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের** নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে।

সকল নিবন্ধিত প্রার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র, তারিখ এবং রিপোর্টিং সময় জানার জন্য তাদের প্রবেশপত্র ভাল করিয়া দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রার্থীদের অবশ্যই প্রবেশপত্রের একটি প্রিন্ট করা কপি এবং একটি বৈধ ফটো আইডি প্রুফ পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।**

প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই রিপোর্ট করতে হবে **এবং প্রবেশপত্রে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।** অসদুপায় অবলম্বন বা অসদুপায় অবলম্বনের ফলে অযোগ্যতা এবং নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রার্থীদের নিয়োগে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া দালাল এবং প্রতারক সংস্থাগুলি থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

জারিকৃত ঃ **নিয়োগ অফিস (সদর দপ্তর), কলকাতা**

Office of the Kapasharia Gram Panchayat

Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following works: NIT No. 491/E-NIT/KGP/2026-27, Sl. No. 1 to 4. Last date of uploading of asking documents as per NIT (online) on or before **02/06/2026 up to 10 AM.** Date of Opening of Tender (online)for Technical on **04/06/2026 at 11 A.M. & Financial at 1 P.M**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT

FRESERGANJ, P.O.- FRESERGANJ, P.S. –FRESERGANJ COASTAL, DISTRICT - SOUTH 24 PARGANAS E-mail: pradhanfreserganj@gmail.com
NOTICE INVITING TENDER ; Tender Reference Number : NIeT No-01/(26-27), Date-27/05/2026.

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 7 (Seven) nos works. Date & Time of submission: **29.05.2026 at 01.00 PM to 10.06.2026 at 11.00 AM**.; Date & Time of technical bid opening: **12.06.2026 at 11.00 AM**. For details please visit Website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

তেজনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনের তেজনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **ক্যাটালগ নম্বর: টিএনপিআর-পার্কিং। বিবরণ:** দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার যানবাহনের জন্য পার্কিং লট। **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট):** ১৫-০৬-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-টিএনপিআর-এমএক্স-১৭৫-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৫-০৬-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **বিঃদ্রঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Ch. Engr. / (SWM-II), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/SWM-II/E/26-27/02
Name of work : **Supply and fixing of 120 W outdoor LED fittings for different compactor station within Br.- 1 to Br.-VII area under SWM Dept., KMC**; Estimated Amount : ₹ **4,98,897.58**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **09.06.2026 - 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **30.05.2026 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. CE(M), (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/S_D/UUPS/MN/26-27 (1st Call)
Name of work : **Regular maintenance of pumps, motors, electro mechanical accessories with other allied works at Ultadanga Underpass Pumping Station under DLPS**; Estimated Amount : **Open quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount**.
(2) NIT No. : KMC/S_D/NEW/MN/26-27 (1st Call)
Name of work : **Regular cleaning of pumps, strainers and incoming channel with other allied works at New Cut Canal Pumping Stations under DLPS**; Estimated Amount : **Open quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount**; Period of completion : **6 Months (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **10.06.2026 - 5 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **02.06.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**; For corrigendum etc. if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 & 2)**;

The **Executive Engineer (L & E)/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following work :
NIT No. : LTG/Z2/INST/66/25-26
Name of work : **Installation of glow sign boards and out door lights along with allied Electrical Works at UPHC 52 and UPHC 54, under Br.-VI, KMC**; Estimated Amount : ₹ **3,96,741.96**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **10 days**; Bid submission starting date and time : **03.06.2026 from 11 am**; Last date and time of submission of bid : **11.06.2026 upto 11 am**; Bid opening date for technical proposal : **11.06.2026 at 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **03.06.2026 after 11 am** from the website **https://wbtenders.gov.in** 58/26-27

আমেরিকার ভিসা এখনও মেলেনি, এর মাঝেই নতুন দাবি ইরানের

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ২৯ মেঃ ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আগে নতুন সমস্যায় পড়েছে ইরান। বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে দলকে বারবার আমেরিকায় যাতায়াত করতে হতে পারে। সেই কারণে খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য বিশেষ ধরনের ভিসা চেয়েছে ইরানের ফুটবল সংস্থা। এর মধ্যেই ফিফা ইরানকে বিশ্বকাপের জন্য দলের বেস ক্যাম্প আমেরিকা থেকে সরিয়ে মেক্সিকোয় নিয়ে যাওয়ার অনুমতিও দিয়েছে। ইরান ফুটবল সংস্থার সভাপতি মেহদি তাজ জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের সময় দলকে কয়েক বার আমেরিকায় যাতায়াত করতে হতে পারে। তাই খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য এমন ভিসা চাওয়া হয়েছে, যা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে। তিনি বলেন, ‘‘দলকে বারবার আমেরিকায় ঢুকতে ও বের হতে হবে। তাই সেই অনুযায়ী ভিসা প্রয়োজন।’’ এখনও পর্যন্ত ইরান টিম আমেরিকার ভিসা হাতে পায়নি। গত সপ্তাহে তুরস্কে অনুশীলনের সময় দলের কয়েক জন সদস্য ভিসার জন্য সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন। যাঁরা আগে আবেদন করতে পারেননি, তাঁরাও দূতাবাসে গিয়ে আবেদন

করেছেন। পাশাপাশি, নকআউটে উঠলে কানাডায় ম্যাচ থাকতে পারে ভেবে পুরো দল কানাডার ভিসার আবেদনও করেছে। শুরুতে ইরান ঠিক করেছিল, বিশ্বকাপ চলাকালীন তাদের বেস ক্যাম্প হবে আমেরিকার অ্যারিজোনার টাকসনে। কিন্তু পরে তারা সেটি বদলানোর আবেদন করে। এর পর ফিফা জানায়, ইরানের অনুরোধ মেনে দলের নতুন বেস ক্যাম্প হবে মেক্সিকোর তিহুয়ানায়। এই জায়গাটি আমেরিকা সীমান্তের খুব কাছে হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধা হবে বলেই মনে করছে ইরানের ফুটবল সংস্থা। মেহদি তাজ বলেন, ‘‘ফিফা ও বিশ্বকাপ আয়োজকদের সঙ্গে আলোচনা করার পর আমাদের অনুরোধ মেনে নেওয়া হয়েছে। আমেরিকার বদলে এখন মেক্সিকোতে দল থাকবে।’’ আগামী ১৫ জুন লস অ্যাঞ্জেলসে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইরান। এর পর ২১ জুন বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ২১ জুন সিয়াটলে, মিশরের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই বিশ্বকাপ। যৌথ ভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকো।

এশিয়ান জুনিয়রে ১০০ মিটারে ব্রোঞ্জ জিতে নজর কাড়লেন নিপাম

সংবাদ সংস্থা, হংকং, ২৯ মেঃ হংকংয়ে শুরু হওয়া অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দিনেই ভারতের হয়ে পদক জিতে নজর কাড়লেন তরুণ স্প্রিন্টার নিপাম। মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতে স্মরণীয় অভিষেক করলেন ১৮ বছরের এই ভারতীয় অ্যাথলিট। উত্তরপ্রদেশের এই স্প্রিন্টার ফাইনালে ১১.৬২ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেন। শুরুটা খুব ভালো না হলেও শেষের দিকে গতি বাড়িয়ে তিনি ব্রোঞ্জ

নিশ্চিত করেন। নিপাম বর্তমানে অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগের মেয়েদের ১০০ মিটারে ভারতের জাতীয় রেকর্ডধারী। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে একটি দেশীয় প্রতিযোগিতায় তিনি ১১.৫৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে এই রেকর্ড গড়েছিলেন। পদক জয়ের পর উচ্ছ্বসিত নিপাম বলেন, ‘‘দলের জন্য ব্রোঞ্জ জিততে পেরে আমি খুবই খুশি।’’ তিনি ভারতের ৪x১০০ মিটার রিলে দলেরও সদস্য। এই প্রতিযোগিতায় আরও একটি পদক জয়ের ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী তিনি। এই ইভেন্টে কাতারের ১৬ বছরের দানা নূর সালেম ১১.৪৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জেতেন। চিনের জিনজুয়ান চেন ১১.৫৪ সেকেন্ড সময় করে রুপো পান। পুরুষদের ৩০০০ মিটার দৌড়ে ভারতের বিকাশ কুমার চতুর্থ স্থানে শেষ করেন। তিনি ৮:২৪.৮৮ সময় নিয়ে ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্স করলেও পদক পাননি। মেয়েদের ৪০০ মিটার হিটে ভারতের নীরু পাঠক নিজের হিটে ৫৪.৪২ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম হন। অন্যদিকে তাহুরা খাতুন ৫৫.০৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে নিজের হিটে দ্বিতীয় স্থান পান। দু'জনেই ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে পুরুষদের ৪০০ মিটার সেমিফাইনালে হতাশ করেন কেরলের মোহাম্মদ আশফাক। তিনি ৪৭.০৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে পঞ্চম হন এবং ফাইনালে উঠতে পারেননি। পুরুষদের ডেকাথলনে ভারতের রাহুল ঝাখার রাহুল জাখর প্রথম দিনে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন। ১০০ মিটারে ১০.৭০ সেকেন্ড সময় নিয়ে তিনি ৯২৯ পয়েন্ট অর্জন করেন। লং জাম্পে ৬.৭৭ মিটার লাফিয়ে পান ৭৬০ পয়েন্ট। শট পুটে ১৩.০৪ মিটার থ্রো থেকে আসে ৬৭০ পয়েন্ট। হাই জাম্পে ১.৯৩ মিটার টপকে আরও ৭৪০ পয়েন্ট যোগ করেন তিনি। দিনের শেষ ইভেন্ট ৪০০ মিটারে ৫০.২৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে সংগ্রহ করেন ৮০৩ পয়েন্ট। চারদিনের এই ২২তম এশিয়ান অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ৩১ মে শেষ হবে।

ইংল্যান্ড সফরেই সুযোগ দেওয়া হোক

বৈভবকে নিয়ে আগরকরদের বার্তা গাভাসকরের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৯ মেঃ বয়স যে একটা সংখ্যা মাত্র, তা আরও একবার প্রমাণ করেছে বৈভব সূর্যবংশী। ১৫ বছর বয়সেই বিশ্বক্রিকেটে নিজেকে নিয়ে গিয়েছে আলাদা মাত্রায়। সম্প্রতি আইপিএল-এর প্রথম কোয়ালিফায়ারে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ২৯ বলে ৯৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে আরও একবার উঠে এসেছে শিরোনামে। জোরালো হয়েছে ভারতের সিনিয়র দলে সুযোগ দেওয়ার দাবি। এ বার বৈভবের হয়ে ব্যাট ধরলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। জানালেন, বয়সের কথা না ভেবে এখনই বৈভবকে সুযোগ দেওয়া উচিত। আসন্ন ইংল্যান্ড সফরেই এই তরুণ ব্যাটারকে দলে রাখার পরামর্শ দিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে মুখ খুলেছেন সুনীল গাভাসকর। অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচনী কমিটিকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন, বয়সের কথা না ভেবে সূর্যবংশীকে এখনই জাতীয় দলে সুযোগ দিতে। আইপিএল-এ যেমন বিধ্বংসী ফর্মে আছে বৈভব, জাতীয় দলের জার্সিতেও সেটার সদ্ব্যবহার করার এটাই সঠিক সময় বলে মনে করেন গাভাসকর। প্রাক্তন এই ক্রিকেটার বলেন, ‘‘আন্তর্জাতিক

মঞ্চে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলার জন্য একেবারে তৈরি বৈভব। আমি আশা করি, ইংল্যান্ড সফরের জন্য যখন টি-টোয়েন্টি টিম বেছে নেওয়া হবে, তখন সুযোগ পাবে ও। এমন দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্সের পরে বৈভব দলে জায়গা পাওয়ার যোগ্য দাবিদার। এখন যদি সুযোগ না দাও, তা হলে আর কবে খেলাবে ওকে?’’ গাভাসকর স্পষ্ট বলেন, বয়সে বড় এবং সিনিয়র অনেক ক্রিকেটারের চেয়ে ভালো খেলে বৈভব। অনায়াসে চার-ছক্কা মারার দৌড়ে সহজেই তাঁদের টেক্কা দেবে সে। সেটাই আরও একবার নির্বাচকদের মনে করালেন গাভাসকর। তিনি বলেন, ‘‘নিজের চেয়ে ১৫ বছরের বড় তারকা বোলারদের বিরুদ্ধে যে ভাবে চার-ছক্কা মারছে বৈভব, তাতে বয়স কোনও সমস্যা নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বোলারদেরও অনায়াসে ওড়াচ্ছে ও। এই ভয়ডরহীনভাবে খেলাই সাফল্যের রহস্য।’’

এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবেন বিনেশ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ মেঃ অবশেষে কাটল জট। বড় স্বস্তি পেলেন ভারতের তারকা মহিলা কুস্তিগীর বিনেশ ফোগত। ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল জল্পনা। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পরে এশিয়ান গেমসের বাছাইপর্বে অংশ নেওয়ার জন্য আর কোনও বাধা রইল না তিনবারের অলিম্পিয়ানের সামনে। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি রায়ে বলা হয়েছিল এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবেন বিনেশ। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল ভারতের কুস্তি ফেডারেশন। কিন্তু তাতে লাভ হলো না। বিনেশের পক্ষেই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট।

সিনারকে হারিয়ে টেনিস দুনিয়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছেন হুয়ান ম্যানুয়েল

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৯ মেঃ ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে যা ঘটল, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না টেনিসবিশ্ব। দুনিয়ার এক নম্বর ইয়ানিক সিনার দু'সেট এগিয়ে। তৃতীয় সেটেও ৫-২ লিড। ম্যাচ শেষ হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। ঠিক তখনই পাশা পালটে দিলেন এক আর্জেন্তাইন। নাম হুয়ান ম্যানুয়েল সেরুন্দোলো। বিশ্ব র‌্যাঙ্কিংয়ের ৫৬ নম্বরে থাকা এই টেনিস খেলোয়াড় পিছিয়ে থেকেও ঘুরে দাঁড়িয়ে সিনারকে হারালেন। পৌঁছে গেলেন কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম তৃতীয় রাউন্ডে! প্যারিসের ফিলিপ শাত্রিয়ের কোর্টে শুরুটা একতরফা। প্রথম দুই সেট ৬-৩, ৬-২ জিতে নেন সিনার। তৃতীয় সেটেও ৫-২ এগিয়ে ছিলেন ইতালীয় তারকা। তখন অনেক সাংবাদিকই প্রেস বক্সে বসে রুটিন জয়ের খবর লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু এরপরই ছন্দপতন। খেলার মোড় ঘুরতে সময় লাগেনি। তীব্র গরমে সিনারের শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। আর সুযোগটা লুফে নেন সেরুন্দোলো। ২-৫ থেকে মহাকাব্যিক প্রত্যাবর্তন। মাটিতেই পা সেরুন্দোলোর। নম্র সুরে মন্তব্য, ‘আমি নিজের সেরাটা খেলার চেষ্টা করি। এই টুর্নামেন্টেও সেটা করে যেতে চাই। ক্লে কোর্ট আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাই পরের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে চাই।' আজকের সাফল্য হঠাৎ আসেনি। ২০২১ সালে কর্দোবা ওপেনে প্রথম বড় চমক। তখন তাঁর বিশ্ব র‌্যাঙ্কিং ৩৫৫। যোগ্যতা অর্জন পর্ব পেরিয়ে মূলপর্বে এসে টানা আটটি ম্যাচ জিতে শিরোপা ছিনিয়ে নেন। সেটাই ছিল মূল ড্র-তে তাঁর অভিষেক টুর্নামেন্ট। গত বছর গস্তাদে আরেকটি ফাইনাল খেলেন। সেখানে আলেকজান্ডার বুবলিকের কাছে হেরে রানার্স হন। তবু ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ট্যুরের অন্যতম লড়াকু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। গতকাল সিনারকে হারানোর পর তাঁর র‌্যাঙ্কিংয়ে আরও উন্নতির সম্ভাবনা। প্রথমবারের মতো বিশ্বের প্রথম ৫০ জনের মধ্যে ঢুকে পড়ার সুযোগ এখন হাতের নাগালে। ফরাসি ওপেনে একটি মজার সম্ভাবনা সলতে পাকাচ্ছে। ভাই ফ্রান্সিসকো তৃতীয় রাউন্ডে উঠে

গিয়েছেন। ড্র অনুযায়ী সবকিছু ঠিকঠাক চললে দুই ভাই সেমিফাইনালে মুখোমুখি হতে পারেন। ভাইয়ের ম্যাচ নিয়ে সেরুন্দোলোর মন্তব্য, ‘‘ফরাসি সমর্থকদের কাছে দুঃখিত, কিন্তু আমি চাই আমার ভাই জিতুক। পরিবারের সবাই এখানে আছে। চাই, ও এগিয়ে যাক।’’ গত বছর বুয়েনস আইরেসে টুর্নামেন্টে দুই ভাইয়ের লড়াই ইতিহাস গড়েছে। ২০০০ সালের পর এটিটি ট্যুরে মুখোমুখি হওয়া চতুর্থ ভ্রাতৃজুটি তাঁরা। এখন দেখার, সিনারকে বিদায় করে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসা সেরুন্দোলো কি আরও দূর যেতে পারেন! আপাতত প্যারিসে তাঁর পরিচয় একটাই-বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়কে হারানো উঠতি তারকা।

একসময় এমন পরিস্থিতি, যেখানে তিনি ১৭ পয়েন্ট জেতেন, হারান মাত্র দু'টি। শেষ পর্যন্ত ৩-৬, ২-৬, ৭-৫, ৬-১, ৬-১ ব্যবধানে জিতে নেন কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় লড়াই। সেরুন্দোলো টেনিস পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। বাবা আলেহান্দ্রো সেরুন্দোলো আশির দশকের পেশাদার খেলোয়াড়। বড় ভাই ফ্রান্সিসকো সেরুন্দোলোও বর্তমানে শীর্ষ পর্যায়ের টুর্নামেন্টে কোর্টে নামেন। এ বছরের ফরাসি ওপেনে তিনি ২৫ নম্বর বাছাই। মাত্র তিন বছর বয়সে র‌্যাকেট হাতে তুলে নেন হুয়ান। বাঁ-হাতি হওয়ায় ছোটবেলা থেকে আদর্শ রাফায়েল নাদাল। শুধু খেলায় নয়, লড়াইয়ের মানসিকতাতেও তাঁকেই অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। মাটির কোর্ট সবচেয়ে পছন্দের মঞ্চ। সিনারকে বিঁধেও সেই

কার্লসেনের চালে কুপোকাত গুকেশ, নরওয়ের আসরে তলানিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন!

সংবাদ সংস্থা, অসলো, ২৯ মেঃ গত বছর ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে দাবাবিশ্বে আলোড়ন ফেলেছিলেন ডি গুকেশ। এক বছর পর নরওয়েতে ছবিটা একেবারে পালটে গিয়েছে। বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ুর সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। চতুর্থ রাউন্ডে কার্লসেনের কাছে হেরে পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে গুকেশ। অন্যদিকে উজ্জ্বল প্রজ্ঞানন্দ। গুকেশের একদা সতীর্থ আবারও পয়েন্ট তুললেন। আর্মাগেডন টাইব্রেকে ভিনসেন্ট কাইমারকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় স্থানে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। বিশ্রাম দিবসের আগে নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতার ছবিটা এখন স্পষ্ট। শীর্ষে আলিরেজা ফিরোজা। আর ভারতের সবচেয়ে বড় আশা একমাত্র প্রজ্ঞানন্দ। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলেও শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখেন কার্লসেন। গুকেশের কিছু উচ্চাভিলাষী চাল শেষ পর্যন্ত তাঁরই বিপদ ডেকে আনে। সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে লড়াইয়ের রাশ নিজের দিকে টেনে নেন নরওয়ের তারকা। ম্যাচ শেষে কার্লসেনের প্রতিক্রিয়া, ‘‘আজ আমি খুব বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নামিনি। টানা তিন দিন খুব খারাপ খেলেছিলাম। কিন্তু ওপেনিংয়ে যা হয়েছে, তাতে আমি খুশি।’’ গুকেশের কৌশল নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। কার্লসেনের কথায়,

‘‘ওর চাল দেখে আমি অবাক। আমার মনে হয়েছে, ও একটু বেশিই সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিল। আমি নিশ্চিত নই, আদৌ কোনও বাড়তি সুবিধা ছিল কি না। শেষ পর্যন্ত ও নিজেই সমস্যায় পড়ে যায়, আর আমি ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিই।’’ ম্যাচের শেষ দিকে অবশ্য সতর্ক কার্লসেন। নেপথ্যে পুরনো ভীতি। আগেও প্রজ্ঞানন্দ ও গুকেশের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কার্লসেন বলেন, ‘‘শেষের দিকে একটু চিন্তা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি কি এমন কিছু মিস করছি, যেটা গতকাল প্রজ্ঞানন্দের বিরুদ্ধে, গত বছর গুকেশের বিরুদ্ধেও হয়েছিল? তবে যদি কিছু থেকেও থাকে, ও সেটা খুঁজে বের করতে পারেনি।’’ এই জয়ের সুবাদে কার্লসেন তিন পূর্ণ পয়েন্ট তুলে ৪.৫ পয়েন্টে, টেবিলের শেষ থেকে সরাসরি চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন। দিনের অন্য খেলায় প্রজ্ঞানন্দ ও ভিনসেন্ট কাইমারের ক্লাসিক্যাল ম্যাচে দু'জনের সামনে জয়ের সুযোগ এসেছিল। কিন্তু কেউই কাজে লাগাতে পারেননি। ফলে ম্যাচ গড়ায় আর্মাগেডনে। সেখানে অবশ্য কোনও ভুল করেননি ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। মাত্র ১৭ চালেই খেলা শেষ করেন। লড়াই জিতে প্রজ্ঞানন্দ বলেন, ‘‘আর্মাগেডনটা খুব মসৃণভাবে গিয়েছে।’’ আপাতত তাঁর পয়েন্ট ৬। এককভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। শীর্ষে থাকা ফিরোজার সঙ্গে ব্যবধান এখন ২.৫ পয়েন্ট। সব মিলিয়ে পুরুষদের বিভাগে ফিরোজা ৮.৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। তাঁর পিছনে প্রজ্ঞানন্দের ৬, ওয়েসলি সো-র ৫.৫ এবং কার্লসেনের ৪.৫ পয়েন্ট। গুকেশের সংগ্রহ মাত্র ৩.৫। মহিলাদের বিভাগে প্রথমবার আর্মাগেডনে পরাস্ত দিব্যা দেশমুখ। টানা তিনটি টাইব্রেক জয়ের পর এবার অ্যানা মুজিচুকের কাছে হারলেন। এর ফলে একক দ্বিতীয় স্থান হাতছাড়া হল। ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে অ্যানা মুজিচুক ও ঝু জিনারের সঙ্গে যৌথ তৃতীয় স্থানে রয়েছেন দিব্যা। অন্যদিকে কোনেরু হামপির অবস্থাও উদ্বেগজনক। ঝু জিনারের কাছে আরেকটি আর্মাগেডন পরাজয়ের জেরে তিনি ছয় খেলোয়াড়ের তালিকায় রয়েছেন সবার শেষে।

হার্দিককে ছাঁটাই করবে মুম্বই?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৯ মেঃ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে। সূত্রের খবর, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততার কারণেই দল ছাড়তে চাইছেন তারকা অলরাউন্ডার। ১৪ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪টিতে জেতে মুম্বই। তাতে একেবারেই সন্তুষ্ট নয় টিম ম্যানেজমেন্ট। হার্দিকের ওপর আস্থা হারিয়েছে। যার ফলে, নতুন অধিনায়ক নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন রোহিত।

মেসিকে নিয়েই আর্জেন্টনার বিশ্বকাপ দল

বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপেও খেলবেন লিওনেল মেসি। বৃহস্পতিবার রাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই দলেই জায়গা পেয়েছেন ৩৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ২৯ মেঃ ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে আর্জেন্টিনাকে তৃতীয় শিরোপা এনে দিয়েছিলেন মেসি। এবার খেলতে নামলে এটি হবে তাঁর ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। এর মধ্য দিয়ে পুরুষ ফুটবলে বিশ্বকাপের ছয়টি আসরে খেলা একমাত্র ফুটবলারদের তালিকায় ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পাশে নাম লেখাবেন তিনি। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও এখন মেসির দখলে। এখন পর্যন্ত তিনি খেলেছেন ২৬টি ম্যাচ। ২০২২ বিশ্বকাপে সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জেতা এমিলিয়ানো মার্তিনেজও আছেন দলে। ইংলিশ ক্লাব ফুটবলে খেলা লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও এনসো ফার্নান্দেজও জায়গা পেয়েছেন স্কোয়াডে। দলে আছেন এই সময়ের আলোচিত তরুণ নিকো পাজও। তবে বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি মার্কুস আকুনা ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় বসবে এবারের বিশ্বকাপ। ‘জে' গ্রুপে থাকা আর্জেন্টিনা নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৭ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে, কানসাস সিটিতে। এরপর ডালাসে ২২ জুন

অস্ট্রিয়া ও ২৮ জুন জর্ডানের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। কদিন আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে এমএলএস ম্যাচে বদলি হয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। সে সময় তাঁর চোটে পড়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পরে ক্লাব জানায়, মেসি চোটে পড়েননি। তিনি বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে পেশিতে ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। আর্জেন্টিনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত ১৯৮ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। বিশ্বকাপের আগে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচে খেললে ২০০ ম্যাচের মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেলবেন তিনি।

।। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দল ।।

গোলরক্ষক- হুয়ান মুসো (আতলেতিকো মাদ্রিদ), গেরোনিমো রুই (মার্সেই), এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা)। **ডিফেন্ডার-** লেওনার্দো বালের্দি (মার্সেই), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (লিঁও), গনসালো মন্তিয়েল (রিভার প্লেট), লিসান্দ্রো মার্তিনেজ (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (টটেনহাম), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), ফাকুন্দো মেদিনা (মার্সেই), নাহুয়েল মলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ)। **মিডফিল্ডার-** লিয়ান্দ্রো পারেদেস (রিভার প্লেট), রদ্রিগো দি পল (হনন্টার মায়ামি), ভালেন্তিন বার্কো (স্ট্রাসবুর্গ), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস), এজেকিয়েল পালাসিওস (বায়ার লেভারকুসেন), অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার (লিভারপুল), এনজো ফার্নান্দেজ (চেলসি)। **ফরোয়ার্ড-** হুলিয়ান আলভারেজ (আতলেতিকো মাদ্রিদ), লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), নিকোলাস গনসালেস (আতলেতিকো মাদ্রিদ), তিয়াগো আলমাদা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), জুলিয়ানো সিমিওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ), নিকো পাজ (কোমো), হোসে ম্যানুয়েল লোপেস (পালমেইরাস), লাওতারো মার্তিনেজ (ইন্টার মিলান)।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com